উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৭৩৪.৮৯ (+১৫৭৭.৬৩)
নিফটি : ২৩,৩২৮.৫৫ (+৫০০.০০)

আবার বিতর্কে এলাহাবাদ হাইকোর্ট
এলাহাবাদ হাইকোর্ট এক ধর্ষণের মামলায় রায় দেওয়ার সময় মন্তব্য করে, নিজের দোষেই বিপদে পড়তে হয়েছে নির্যাতিতাকে। সেই মন্তব্যে মঙ্গলবার উচ্চ আদালতকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ›› ৭

সুতো আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা
ভারত থেকে সুতো আমদানিতে রাশ টানল বাংলাদেশ। বেনাপোল, ভোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারি সহ সবক'টি স্থলবন্দর দিয়ে এখন থেকে সুতো আমদানি স্থগিত থাকবে। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৫°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২২°	২১°

হেথা থেকে যাও 'পুরাতন' ›› ৮

শিলিগুড়ি ২ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 16 April 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 326

হাড়হিম দুই খুন

নতুন বছর নিয়ে নতুন আশা দেখতে শুরু করেছিলেন মানুষ। দ্বেষ-হিংসাহীন একটা সমাজ গড়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়েছে পথ চলা শুরুর আগেই। বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়িতে থেঁতলে খুন করা হল এক তরুণকে। অন্যদিকে, ফুলবাড়িতে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। চোখে জল নিয়ে নববর্ষের প্রথমদিন কাটাল দুই পরিবার।

ফুটবল মাঠে থ্যাঁতলানো দেহ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল : মদের আসরে নারীঘটিত বিবাদের জেরে নৃশংসভাবে খুন হল এক তরুণ। নববর্ষের দিন মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরার অদূরে ভুট্টাবাড়ির ফুটবল খেলার মাঠ থেকে মাথা, মুখ থেঁতলে যাওয়া বিক্রম রাই ওরফে টাইগারের (৩০) মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুট্টাবাড়ির মদের আসরটিতে ৬-৭ জন তরুণ ছিল। ছিল একটি মেয়েও। পুলিশের ধারণা, মেয়েটিকে নিয়েই টাইগারের সঙ্গে বাকিদের গণ্ডগোল এবং তার জেরেই ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে ওই তরুণকে খুন করা হয়েছে। তবে কী কারণে এবং কীভাবে টাইগারকে খুন করা হয়েছে, তা নিশ্চিত হতে পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। ওই আসরে থাকা প্রত্যেকের খোঁজে তল্লাশিও শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

ওসি পার্থসারথি দাস বলেন, 'সোমবার রাতে বিক্রম কয়েকজনের সঙ্গে মদ্যপান করে। মদের আসরে তাদের মধ্যে বচসা হয়। বচসার জেরেই খুন করা হয়েছে। বোল্ডার অথবা ইট জাতীয় ভারী বা ভোঁতা কিছু দিয়ে মাথার পিছনে, চোয়ালে এবং মুখ থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা দিয়েছে।'

ফুটবল মাঠের ঘাসে চাপ চাপ রক্ত, পাশে পড়ে রয়েছে মাথা, মুখ থেঁতলে যাওয়া এক তরুণের মৃতদেহ- নববর্ষের সকালে এমন ছবি দেখে মঙ্গলবার আঁতকে উঠলেন মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। কর্মসূত্রে বছরের অধিকাংশ সময় ভিনরাজ্যে থাকলেও টাইগার স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায়, তাঁকে চিনতে বেশি সময় লাগেনি ভুট্টাবাড়ির। তরুণ খুনের ঘটনা চাউর হতেই মাঠটিতে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ। খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও তোলেন তাঁরা। খুনের সঙ্গে যুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি টাইগারের দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। *এরপর দশের পাতায়*

বিবাদের জের
- মৃত বিক্রম রাই কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন
- ছুটিতে বাড়িতে এসে তিনি নিয়মিত নেশা করতেন
- ভুট্টাবাড়িতে ঘটনার রাতে মদের আসরে ৬-৭ জন তরুণের পাশাপাশি ছিল একটি মেয়ে
- প্রাথমিক ধারণা, মেয়েটিকে নিয়েই বিক্রমের সঙ্গে বাকিদের বচসা ও তারপর খুন

ধার মেটাননি, কুপিয়ে হত্যা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : টাকার জন্য প্রতিবেশীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের বাঁধ সংলগ্ন মহাকাল মন্দির এলাকায়। মৃত সজল কর্মকার (৫৫) পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। মন্টু বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সোমবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ সজল বাড়িতে একা ছিলেন। অভিযোগ, ওই সময় মন্টু তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে পাশের একটি বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা, পেট ও হাতে আঘাত করে সে। অতর্কিত হামলায় সজল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বিষয়টি দেখতে পেয়ে এক মহিলা চিৎকার শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শী বিশাখা মহন্ত নামে ওই মহিলার দাবি, 'বাড়ির পাশে বাগানে ছাগল বেঁধে রেখেছিলাম। বিকেলে ছাগলটিকে আনতে যাই। তখন দেখি, মন্টু ধারালো অস্ত্র দিয়ে সজলকে কোপাচ্ছে। চিৎকার করে সবাইকে ডাকি। কিন্তু ততক্ষণে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সজল।'

ঘটনার পর সজলকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রতিবেশীরাই মৃতের পরিবারের সদস্যদের ফোন করে বিষয়টি জানান। সেদিন রাতে মৃতার পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই এনজেপি থানার পুলিশ মন্টুকে গ্রেপ্তার করে। মৃতার মেয়ে শুক্লা সাহার বক্তব্য, 'শুনেছিলাম বাবা মন্টুর কাছ থেকে ১২০০ টাকা নিয়েছিল। যার মধ্যে এক হাজার টাকা আগেই ফিরিয়েছে। টাকার জন্য বাবাকে খুন করল ও। *এরপর দশের পাতায়*

গ্রেপ্তার প্রতিবেশী
- স্ত্রী মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে, সে সময় বাড়িতে একা ছিলেন সজল
- অভিযোগ, ওই সময় ধৃত মন্টু তাঁকে ডেকে বাগানে নিয়ে যায়
- এক মহিলার চোখে পড়ে হাড়হিম সেই খুনের দৃশ্য
- ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা, পেট ও হাতে আঘাত

ভূরিভোজ থেকে সাজগোজে বর্ষবরণ বাঙালির

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : - দাদা এবার আমাদের দেখুন একটু। এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

- কী করব বলুন। আপনার মতো আরও দশজন নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করছেন। ধৈর্য ধরুন দাদা। ধৈর্য ধরুন।

বিধান মার্কেটের উলটোদিকের গলিতে প্রতিটা রেস্তোরাঁর সামনে লাইন পড়েছে সকাল থেকে। পড়ন্ত বেলাতেও ভিড়ে ভাটা পড়েনি। মাঝে দু'একফোটা বৃষ্টি পড়েছে বটে, তবে জায়গা ছেড়ে নড়লেন না কেউ। বছরের প্রথমদিন কবজি ডুবিয়ে না খেলে খাদ্যরসিক বাঙালির তকমা যে ঘুঁচে যাবে হে।

মঙ্গলবার অন্যদিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙেছে শহরের। সূর্যের আলো মাটি ছুঁতেই কাছারি রোডে মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির সামনে পুণ্যার্থীদের লম্বা লাইন। যা বাঁদিকে বেঁকে পৌঁছে গিয়েছিল জেলা হাসপাতালের গেটের কাছাকাছি। ধূপকাঠির গন্ধে ম-ম করছিল চারপাশ। পুজোর ডালি হাতে নিয়ে অপেক্ষারত এক যুগলের সঙ্গে আলাপ হল। তরুণীর পরনে লালপাড় শাড়ি। তরুণের সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা। বলছিলেন, 'বছরটা যেন ভালো কাটে, সেই প্রার্থনা করতে এসেছি মায়ের কাছে।'

অনেকে রাতভর চোখের পাতা পর্যন্ত এক করতে পারেননি। অর্ডারের মিষ্টি বানাতে বানাতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়াদাওয়া সেরে ফের আসবেন। তাই দোকানের ঝাঁপ নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ভগবান দত্ত। এমন সময় সূর্যনগর মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ শেষে দুই মহিলা দোকানে এসে হাজির। তাঁদের হাতে সন্দেশের প্যাকেট তুলে দেওয়ার ফাঁকে আরও এক ডজন ক্রেতা এসে দাঁড়ালেন। ঝাঁপ আর নামাতে পারেননি ওই মিষ্টি বিক্রেতা।

বড়রা বলেন, প্রথমদিন ভালো কাটলে নাকি সারাবছর ভালো কাটে। তাই নতুন পোশাক পরে পুজো দেওয়ার পর ঘোরাঘুরি, পেটপুজো, ফোটো সেশন থেকে চুটিয়ে প্রেম চলল দিনভর। বিধান মার্কেটের কাছে একটি বাঙালি রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কিংশুক দত্ত। বললেন, 'পরিবারের সঙ্গে এসেছি। *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

হে নূতন।। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে মন্দিরে মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির ও শিলিগুড়ির মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়িতে। মঙ্গলবার। ছবি দুটি তুলেছেন রাজীব মণ্ডল ও সূত্রধর।

দরগায় কারও পুজো, কারও নমাজ পাঠ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৫ এপ্রিল : কোথাও ভেদাভেদের বিষবাষ্প, কোথাও হিংসার আগুন। তারই মাঝে এক টুকরো সম্প্রীতির ছবি। নববর্ষের সকালে রায়গঞ্জের টেনহরি গ্রামের সেই ছবিই যেন আশার আলো জ্বালিয়ে দিল শান্তিকামী আমজনতার মনে। মঙ্গলবার বর্ষবরণের সকালে গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল মানুষ হাজির হয়েছিলেন স্থানীয় পিরের দরগায়।

পিরের মাজারে গিয়ে হিন্দু রমণীরা মোমবাতি জ্বেলে পুজো দিলেন ফুল, জল, ধূপ, বাতাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে। একদিকে তাঁরা যখন পুজো দিচ্ছেন, তখন অন্যদিকে মাজারের পাশেই নমাজ আদায় করছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। বছর শুরুর দিনে এমন মন ভালো করা দৃশ্য দেখে আপ্লুত সকলেই। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করলেন না, হিন্দু না মুসলিম। বরং ভক্তি ও ভালোবাসার মিশেলে পিরের মাজারে ফুটে উঠল 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'।

অবশ্য টেনহরি গ্রামের মানুষের কাছে এই সম্প্রীতি নতুন কিছু নয়। শতবর্ষ পেরিয়ে আবহমানকাল ধরে এই রীতি মেনে আসছেন এখানকার উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। শুধু নববর্ষের দিনেই নয়, সারাবছরই পিরের মাজারে পূজার্চনা থেকে শুরু করে দরগার সামগ্রিক দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সামলান গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষক মাধব দাস জানান, 'এই গ্রামেরই হরেন্দ্রকুমার বর্মন ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান। তিনিই প্রথম বাংলা নববর্ষের দিনে এই পিরের দরগায় পুজোর প্রচলন করেন। হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকেও তিনি হাজির করান।' গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হরেন্দ্রবাবু প্রয়াত হওয়ার পর এখন তাঁর বংশধরেরা সেই দায়িত্ব পালন করছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সেই রীতি মেনে এখনও পয়লা বৈশাখে পিরের দরগায় এসেই নমাজ আদায় ও প্রার্থনা করেন। তাই প্রতি বছরের মতো এবারও নববর্ষের সকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলারা পিরের দরগায় মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজো দিয়েছেন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা নমাজ পড়লেন।

মাধববাবুর মন্তব্য, 'পাশের গ্রাম নুরিপুরের বাসিন্দা হামিদ আলি ও তাঁর প্রতিবেশীদেরও এই সম্প্রীতির আবহ ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে।' হামিদের কথায়, 'আমরা চাই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই অমল বাতাস চারদিকেই ছড়িয়ে পড়ুক।'

স্থানীয় বাসিন্দা আলতাব হোসেনের মন্তব্য, 'ইদ, শবেবরাতের মতো অনুষ্ঠানে এখানে আমরা প্রার্থনা করতে আসি। এখানে হিন্দু-মুসলিম সবাই সমান। কোনও ভেদাভেদ নেই। এটাই আদর্শ বাংলার ছবি।'

পিরের মাজারে পুজো ও নমাজ পাঠ। মঙ্গলবার। - দিবাকর সাহা

সবুজের মাঝে একাকী বসে

জংলিবাবা মন্দিরের পথে গাছের ডালে হর্নবিল। মঙ্গলবার বাগডোগরায়। ছবি : শমিদীপ দত্ত

থমথমে ধুলিয়ানে হালখাতা মাটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অর্ণব চক্রবর্তী

কলকাতা ও ধুলিয়ান, ১৫ এপ্রিল : পুলিশ যতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করুক, নববর্ষ মোটেই ভালো কাটল না ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জে। এটা ঠিকই যে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। খানিকটা হলেও ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদ জেলার এই এলাকাগুলি। তবে পরিবেশ এখনও থমথমে। ধুলিয়ানে ৫০ বছরের মিষ্টির দোকান সঞ্জয় সাহার। কয়েকদিন ধরে বন্ধ। নববর্ষের দিনও খুলতে সাহস পাননি। তাঁর কথায়, 'বিশেষ কিছু মিষ্টি প্রতিবার পয়লা বৈশাখে তৈরি করা হয়। এবার সবকিছু মাটি করে দিল শুক্রবারের ঘটনা। দোকান খুলতে ভয় লাগছে।'

আরও অনুপ্রবেশের শঙ্কা গোয়েন্দাদের

শহরের অন্যতম সেরা মিষ্টির দোকান শেখ মুজিবের। হালখাতার জন্য এই দোকানের মিষ্টির চাহিদা প্রতিবার ভালোই থাকে।

অত্যন্ত পরিচিত সেই দোকানটিও হামলা থেকে রেহাই পায়নি। সোমবার পর্যন্ত বন্ধই রেখেছিলেন শেখ মুজিব। নববর্ষের সকালে দোকানের ভাঙাচোরা অংশকে সরিয়ে মিষ্টি সাজানো হয়েছে। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। দোকানটির কর্মচারীর কথায়, হালখাতার জন্য এবার আগে থেকে অনেক অর্ডার ছিল। সব বাতিল করে দিতে হয়েছে। আজ সকালে কিছু অর্ডার এসেছে, তাই দোকান খুললাম।'

পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল থাকলেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না সাধারণ বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত হয়েছে, পরিকল্পনামাফিক মুর্শিদাবাদে হিংসা ছড়ানো হয়েছে *এরপর দশের পাতায়*

এঁকেবেঁকে ১৩ বার সীমান্ত পার সানিয়াজানের

নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সানিয়াজানও বোধহয় বিভ্রান্ত হবে। কারণ নদীটি একবার-দু'বার নয়, মোট ১৩ বার অতিক্রম করেছে আন্তর্জাতিক সীমানা। নালা থেকে উৎপত্তি হওয়া নদীটির এভাবে বিদেশ-বিভুঁই ঘুরে আসা মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়! এমন নজির ভূ-ভারতে আর আছে কি না, তাও কিন্তু অজানা।

নদী তোমার বাড়ি কোথায়

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল : পড়শি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে রোজই প্রশ্ন উঠছে। এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকের মধ্যেই আশঙ্কা। এমনটা হোক, সানিয়াজান কিন্তু মোটেও চায় না। আর তাই মেখলিগঞ্জ সীমান্তে মোট ১৬ কিলোমিটার এলাকায় ১৩ বার সে দুই দেশকে ছুঁয়ে নিজের মতো করে বয়ে চলেছে। বিভেদের মাঝেও এই নদী যেন মহামিলনের বার্তা দিয়ে চলেছে।

মেখলিগঞ্জের পার্শ্ববর্তী ব্লক ময়নাগুড়ির পুঁটিমারির নালা থেকে নদীটির উৎপত্তি। সেখান থেকে ১৩ কিলোমিটার বয়ে মেখলিগঞ্জের বিএস বাড়ি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। তারপর একবার ভারত আর একবার বাংলাদেশ এভাবে চলে শেষে বাংলাদেশের তিস্তায় মিলিত হয়েছে। এই নদীর এঁকেবেঁকে চলায় সীমান্তের নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি কুচলিবাড়ি থানা এলাকার বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি ও কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ ব্যবস্থাও সমস্যার মুখে পড়েছে। সেখানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। কিন্তু নদীর জন্য বিএস বাড়ি থেকে ১০৯ ব্রহ্মোত্তর বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত সিপিডব্লিউডি'র রাস্তায় ১৩টি সেতু তৈরি করতে হয়েছে। সানিয়াজান নদীতে আগে এত সেতু ছিল না। কাঁটাতারের বেড়া তৈরির পর বেশ কিছু বছর আগে সিপিডব্লিউডি এই সেতুগুলি একসঙ্গে তৈরি করে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'সীমান্তের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই কাঁটাতারের বেড়া ও সিপিডব্লিউডি'র রাস্তা তৈরি হয়েছে। সেই সময় এই সেতুগুলি তৈরি করা হয়। এই সেতুগুলির জন্য আমাদের বাড়তি জওয়ানের প্রয়োজন হয়।'

ভোটপট্টি-জোড়পাকরি গ্রামীণ সড়কে প্রথম সেতুটি রয়েছে। তারপর হেলাপাকড়ি ভোটপট্টি রাজ্য সড়কে দ্বিতীয় সেতু। এরপর জোরপাকরি-জালিয়াটারি মোড় গ্রামীণ সড়কে সেতু। তারপরই একেবারে মেখলিগঞ্জের বিএস বাড়ি সংলগ্ন রাজ্য সড়কে সেতু। এরপর কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে যাওয়া রাস্তার পাশ দিয়ে যাত্রা শুরু। সিপিডব্লিউডি রাস্তার কসালডাঙ্গা সেতু সংলগ্ন এলাকা দিয়ে সানিয়াজান বাংলাদেশে ঢুকেছে। এরপর আবার খরখরিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ভারতে ঢুকেছে। খরখরিয়ার পর গোলাপাড়া। তারপর ভারতের রাস্তার ওপর কাংড়াতলি, ডাকুরহাট দুটি সেতুর পর বক্সিরটারি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এভাবে একে একে দরগাবাড়ি বারুণিমেলার মাঠ সংলগ্ন জেলা পরিষদ রাস্তার ওপর ও সংলগ্ন সিপিডব্লিউডি রাস্তার সেতু সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। এরপর কলসি সেতু দিয়ে ভারতে ঢুকেছে। এরপর ভীষ্ম, চেমড়াভিটা, বাজেজমা, বল্টুরবাড়ি সেতু দিয়ে বারবার দুই দেশে ঢুকে-বেরিয়ে শেষে ১০৯ ব্রহ্মোত্তর কুচলিবাড়ি সেতুর পর একেবারেই বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। খানিক দূরে সানিয়াজান নদী তিস্তায় মিশেছে।

সেতুগুলিকে কেন্দ্র করে পাচার, অনুপ্রবেশের মতো নানা সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে বিএসএফ অবশ্য সতর্ক। বাগডোকরা- ফুলকাডাবরির কাংড়াতলি ও ডাকুরঘাটের সেতু দুটির অবস্থা বেহাল হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

কুচলিবাড়ি সীমান্তে সিপিডব্লিউডি রাস্তার ওপর সানিয়াজান নদীর সেতু।

সম্বরদের রুটমার্চ। মঙ্গলবার জলদাপাড়ায়। ছবি সৌজন্যে : বন দপ্তর

ডুয়ার্সের পর্যটনে গরমে ভাটা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ এপ্রিল : মন ভালো করতে অনেকেই বেড়াতে যান। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনে যদি হতাশা ঘিরে থাকে তখন বাইরে যেতেও ইচ্ছে করে না।

সম্প্রতি রাজ্যে প্রচুর শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মনমরা সেই শিক্ষক থেকে তাঁদের পরিবার ও স্কুলগুলিতেও। তারই প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছে ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্প। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দিয়েছে স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ এগিয়ে আনার বিষয়টি। ৩০ এপ্রিল থেকে স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুইয়ের জাঁতাকলে ডুয়ার্সে এবারের পর্যটন কতটা জমবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

গ্রীষ্মাবকাশে পড়ুয়াদের নিয়ে এডুকেশন ট্যুরে আসে অনেক স্কুল। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের জেলার স্কুলও ওই তালিকায় রয়েছে। পর্যটন মহল সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত হোটেল, রিসর্টগুলিতে নয়া বুকিং তো দূরের কথা সেই অর্থে কোনও অনুসন্ধানও আসছে না।

ডুয়ার্স ভ্রমণ মূলত লাটাগুড়ি, ধূপঝোরা ও মূর্তিকেন্দ্রিক। এই এলাকায় প্রচুর হোটেল ও রিসর্ট রয়েছে। গরম পড়ার পর থেকেই ডুয়ার্সে পর্যটনের মরশুম শুরু হয়। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, স্কুলগুলিতে ছুটি পড়লে আমাদের এখানে পর্যটনের ভরা মরশুম শুরু হয়। সেই অর্থে এপ্রিল বা মে মাসের বুকিং কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। এবার সেই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষক পরিবারের সংখ্যাটা অনেক থাকে এই নিয়ে সংশয় নেই। এবার পর্যটনে ভাটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ পর্যটন মহল সূত্রে খবর, স্কুলগুলি যে ট্রাভেল এজেন্টদের মাধ্যমে এখানে আসে তাঁদের কাছেও বুকিংয়ের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা আপাতত কোনও সুখবর দিতে পারেননি। গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সোনা সরকার বলেন, 'বিষয়টি আমাদের উদ্বেগে রেখেছে। সামার এডুকেশনাল ট্যুরে শিক্ষকদের বড় ভূমিকা থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্যুর নিয়ে ডুয়ার্সের স্কুলগুলিতেও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মে মাসে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ১৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে দিল্লিতে এডুকেশনাল ট্যুরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তা প্রায় স্থগিত হয়েছে। ওই স্কুলে এক লপ্তে ১১ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন।

সর্বভারতীয় সংগঠন ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানস মহাপাত্র বলেন, 'হঠাৎ করে স্কুলের গরমের ছুটি এগিয়ে আনার বিষয়টিতে পর্যটনের ওপর দারুণভাবে প্রভাব পড়বে। বিগত কয়েক বছরে যেহেতু ওই ছুটি এগোচ্ছে সে কারণে ট্যুর নিয়ে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পরিকল্পনা তৈরি করে রাখা উচিত। চাকরি হারানো কিংবা এডুকেশনাল ট্যুর কমে যাওয়ার প্রভাবে ডুয়ার্সের পর্যটন অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা করছি।'

গরুমারা রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, ডুয়ার্সে পর্যটনের মরশুম শুরু হলে প্রতিদিন ৫ থেকে ৭ হাজার পর্যটক সেখানে ভিড় করেন। ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সূত্র জানাচ্ছে, উত্তরবঙ্গজুড়ে সবমিলিয়ে বছরে ১৫ থেকে ২০ লাখ পর্যটক বেড়াতে আসেন। এবার সেই সংখ্যা ১০ লক্ষের নীচে নেমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা।

বুকিংয়ে ধাক্কা

- ডুয়ার্স ভ্রমণ মূলত লাটাগুড়ি, ধূপঝোরা ও মূর্তিকেন্দ্রিক
- গরম পড়ার পর থেকেই ডুয়ার্সে পর্যটনের মরশুম শুরু হয়
- এবছর এখনও রিসর্ট বা হোটেল বুকিং শুরু হয়নি
- এবছর পর্যটক সংখ্যা ১০ লক্ষের নীচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা

বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

রিলস নিয়ে সচেতনতা

নববর্ষে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বিশ্যালের উদ্যোগ

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৫ এপ্রিল : রিলস, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও। অথচ সমাজে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে ব্যাপক। মঙ্গলবার শালকুমারহাটে প্রধানপাড়ায় রিলসের প্রভাব নিয়েই একটি বিশ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্যাল হল স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা প্রায় নাটকের মতো। রিলসের প্রভাবের ওপর একটি কাহিনী নিয়ে দেড় ঘণ্টার নাটক অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকে নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রেই অভিনয় করেন পুরুষরা। কাহিনী ও অভিনয় দেখে খুশি এলাকাবাসী।

এদিনের যে বিশ্যাল পরিবেশিত হয় সেটির নাম ছিল 'শ্বশুর নোয় পেটের ভোগ ধরিয়া, বৌমা ব্যস্ত রিলস বানেয়া' অর্থাৎ শ্বশুর থাকে পেটের খিদে নিয়ে, বৌমা ব্যস্ত রিলস তৈরিতে। কাহিনীর রচয়িতা পেশায় বনকর্মী পুণ্যদেব রায়। প্রধানপাড়ার বাসিন্দা পুণ্যদেব নিজেও অভিনয় করেছেন। তিনি বললেন, 'সমাজমাধ্যমের সূত্র ধরেই এক ছেলে ও মেয়ের বিয়ে হয়। তারা দুজনেই মগ্ন হয়ে পড়ে রিলস বানাতে। অথচ বাড়িতে একজন না খেয়ে থাকলেও সেদিকে কারও হুঁশ নেই। রিলসের খারাপ প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই কাহিনীর মাধ্যমে।'

বিশ্যালের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা নরেন রায়। তাঁর বক্তব্য, 'এই বিশ্যাল শালকুমারহাটের ঐতিহ্য। চড়কপুজোয় পুরোনো বছরকে বিদায় জানানো হয়। তারপর নববর্ষের দিন বিশ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। এমন লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে সমাজ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে এমন কাহিনী পরিবেশিত হল।'

এদিন বিশ্যাল দেখতে ভিড় করেছিলেন স্থানীয় সবিতা রায়, কৃষ্ণা বর্মন, শেফালি বর্মনরা। সবিতার কথায়, 'বর্তমান প্রজন্ম মোবাইল ফোন ছাড়া কিছুই বোঝে না। সকলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত। রিলস দেখা ও রিলস বানানোতে মগ্ন হয়ে পড়ছে নানা বয়সের মানুষ। যা সমাজে খারাপ প্রভাব ফেলছে। বিশ্যালে সেই বিষয়টা তুলে ধরায় খুব ভালো লাগল।' এদিন নারী চরিত্রে অভিনয় করেন অবিনাশ রায় ও পরিমল রায়। অবিনাশের কথায়, 'আগেও বিশ্যালে নারী চরিত্রে অভিনয় করেছি। বছরে মাত্র একদিন হাসি মজার মধ্যে দিয়ে এই বিশ্যাল আয়োজিত হয়। অভিনয় করে ভালো লাগে, পাশাপাশি মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিতে পারাটাও আমাদের বড় পাওনা।'

অন্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন পবিত্র রায়, পুণ্যদেব রায়, প্রসেনজিৎ রায়, সুজন রায়। তাঁদের কৌতুকপূর্ণ অভিনয় দেখে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক হাসির রোল ওঠে। দর্শক রতন রায় জানিয়েছেন, প্রতি বছর বর্ষবরণের দিন এইসব হাসির দৃশ্য দেখতে বেশ ভালো লাগে। নতুন বছরের শুরুটা ভালো দিয়েই হয় এখানে।

বিশ্যাল দেখতে ভিড়। মঙ্গলবার শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ায়।

> এই বিশ্যাল শালকুমারহাটের ঐতিহ্য। নববর্ষের দিন বিশ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। এমন লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে সমাজ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে এমন কাহিনী পরিবেশিত হল।
>
> -নরেন রায়
> *বিশ্যালের পরিচালক*

পুরস্কৃত আনন্দগোপাল

নিউজ ব্যুরো

১৫ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের তরফে বাংলা দিবস উপলক্ষ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গুণীজনদের পুরস্কৃত করা হল। সংবর্ধনা জানানো হয়েছে তাঁদের। বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। মঙ্গলবার রবীন্দ্র সদনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু, জয় গোস্বামী, অর্পিতা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ।

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে মার্কেটিংয়ের লোক চাই। আকর্ষণীয় বেতন ও ইনসেন্টিভ। যোগ্যতা-উচ্চমাধ্যমিক। যোগাযোগ + WhatsApp - 7449540370. (K)

Vacancy in Tea Factory

একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান আবশ্যক - ন্যূনতম ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা & চার জন ফ্যাক্টরি অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই চা ফ্যাক্টরিতে। Send CV to teagardenleaf@gmail.com (C/116052)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে : readerssurvey2025@gmail.com

আজ টিভিতে

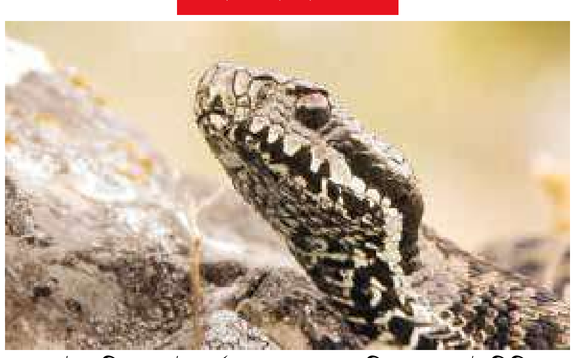

আইবেরিয়ান ভাইপার্স রাত ১০.৫২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সপ্তমী, ১০.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.১৫ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.১৫ বারুদ, রাত ১০.১৫ সূর্য, ১.০০ প্রাণসজনী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কী করে তোকে বলবো, বিকেল ৪.৩০ বিয়ের লগ্ন, সন্ধে ৭.২০ সংগ্রাম, রাত ১০.২৫ অন্ধবিচার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রতিশোধ, দুপুর ২.৩০ একাই একশো, বিকেল ৫.০০ রূপবান, রাত ১০.০০ হংসরাজ, ১২.১৫ বাঞ্ছারামের বাগান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সবার উপরে মা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫২ ভীমা, দুপুর ২.৪১ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.২৬ ওয়েলকাম ব্যাক, রাত ১১.৩০ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১.৪৩ পরদেশ, বিকেল ৫.৩৩ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান, রাত ৮.০০ কোই মিল গ্যয়া, ১১.২৩ গুড নিউজ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.০৩ দিল ধড়কনে দো, দুপুর ১২.৫৬ শেরদিল, ২.৫৫ বাওয়াল, বিকেল ৫.১৩ নীল বট্টে সন্নাটা, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ দোবারা, ১১.১৬

হংসরাজ রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

প্রেম আমার বিকেল ৪.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

দ্য মেরিন বিকেল ৫.৩০ মুভিজ নাউ

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৪৫ ডার্ক ফিনিক্স, বিকেল ৩.৩৫ টুমরো নেভার ডাইজ, ৫.৩০ দ্য মেরিন, সন্ধে ৬.৫৫ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ১০.১০ লোগান

এমএনএক্স : দুপুর ১.৫৬ মিট দ্য স্পারটান্স, বিকেল ৪.২৮ শাটার, সন্ধে ৭.২৯ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার টু, রাত ৯.০০ ট্রেসার্স, ১০.৩৫ সল্ট

বাওয়াল দুপুর ২.৫৫ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

মুদির দোকান যেন মানবিকতার পাঠশালা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল : 'গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন। দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না।' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-র এই অংশ যেন কোথাও তখনকার এক জীবন্ত দলিলও বটে। তৎকালীন সময়ে অনেকেই এভাবে মুদির দোকানের মধ্যেই পাঠশালা চালাতেন আর সেখানে শিক্ষালাভ করত অপুর মতো অনেক পড়ুয়া।

এরকমই এক পাঠশালা রয়েছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলারহাট এলাকায়। তবে, এই পাঠশালায় শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গলে সকলকে উৎসাহিত করা। ওই এলাকার ৭৩ বছরের বিমলচন্দ্র সরকার ওই দোকানের মালিক এবং সেইসঙ্গে এই 'পাঠশালার' শিক্ষকও বটে। তিনি এলাকার সকলের কাছেই দাদু বলেই পরিচিত। আর তাঁর দোকানের নামেও যতই থাকুক 'জয়গুরু ভাণ্ডার', সেটা সকলের কাছে 'দাদুর দোকান'। এই দোকানের সাইনবোর্ডের ওপরে লেখা রয়েছে, 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা'। আর পুরো দোকানজুড়ে সাঁটানো রয়েছে ইংরেজি, বাংলায় নানা ধরনের মূল্যবোধের বাণী। দীর্ঘ ৩২ বছরের পুরোনো এই দোকানের প্রতি এলাকার সকলেরই একটু আলাদা অনুভূতি রয়েছে।

বিমল বলেন, 'আমি প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা দিয়ে থাকি। দোকানদারি আমার পেশা হলেও, নেশা কিন্তু মানুষকে ভালোবাসা। তাই ঠাকুরের একটি কথা সবসময় বলে থাকি, মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর।'

বক্সিরহাট হাইস্কুল থেকে তৎকালীন সময়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর বাবা মারা যাওয়ায় আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি বিমল। অল্প পড়াশোনা সত্ত্বেও তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে বহু ধর্মীয় বাণী লিখেছেন। এখনও সমানতালে লিখে চলেছেন। দোকানের ফাঁকে খদ্দেরের চাপ কমলেই চলে তাঁর কলম। যদিও সেই ফুরসত তাঁর খুব কমই মেলে। কারণ দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চে সবসময়েই যে বসে থাকে তাঁর 'শিক্ষার্থীরা'। যাদের মূল আকর্ষণ দাদুর কাছে ভালো মনের মানুষ হতে শেখা। আর বেচাকেনার সঙ্গে সমানতালে চলে সেই শিক্ষাদানের কাজও। আর এভাবেই কেটে যায় সকাল থেকে সন্ধে। দিন-দিন খদ্দের বা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলে।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল সরকার বলেন, 'দাদুর দোকান যেন মানবিকতা শেখার পাঠশালা। এই দোকান থেকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে গেলে অনেক কিছুই শেখা হয়। জীবনের ভুল পদক্ষেপগুলো শুধরে নেওয়া যায়। অনেক কিছু শিখেছি।' আরেক স্থানীয় অমরচন্দ্র সাহার কথায়, 'বিমলচন্দ্র সরকার সকলের দাদু হিসেবেই পরিচিত। তিনি তাঁর ছোট্ট দোকানে মানুষ গড়ার শিক্ষাও দিয়েও থাকেন। অনেকেই দাদুর ছত্রছায়ায় এসে তাদের জীবন শোধরাতে পেরেছে।'

দোকানে বসে পড়াশোনায় মগ্ন বিমলচন্দ্র সরকার।

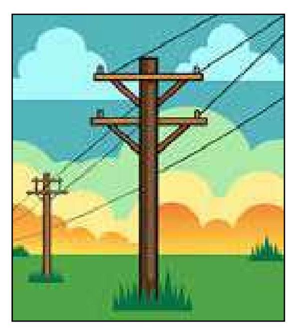

সুভাষদের ঘরে আঁধার ঘুচল

কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : সোমা কুজুর ও সুভাষ তিরকি বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছিলেন সেই ২০২১ সালে। সংযোগ পেতে পেতে কেটে গেল চার বছর। অবশেষে সোমবার সেই সংযোগ পেলেন তাঁরা।

খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারাখাতার বাসিন্দা সোমা ও সুভাষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু এতদিন সংযোগ পাননি কেন? এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ দপ্তর স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি। কামাখ্যাগুড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশ্বিনী সিংহ কেবল জানিয়েছেন, কিছু নথিপত্রের সমস্যার জন্য কাজ আটকে ছিল। সম্প্রতি স্থানীয় সমাজসেবী ইউনিলিস মোচারির দ্বারস্থ হন সোমা ও সুভাষ। তারপর ইউনিলিস বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে তদ্বির করেন। তাতে কাজ হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইউনিলিস। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হন। সোমা ও সুভাষ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হওয়ায় তাঁরা খুশি। ইউনিলিস বলেন, 'ওঁদের সাহায্য করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও সমস্যার সমাধান হয়ে মানসিক শান্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বৃষ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মিথুন : ব্যবসায় অতিরিক্ত লগ্নিতে লাভ হবে। নতুন কোনও সম্পর্কে পড়বেন। কর্কট : বাতের ব্যথা নিয়ে সারাদিন সমস্যায়। বোনের চাকরির সংবাদে খুশি। সিংহ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায় লাভ। কন্যা : পরিবারে নতুন অতিথি আসতে পারে। চাকরির জায়গায় আপনারই জয় হবে। তুলা : জনসেবায় ব্যস্ত থেকে আনন্দ লাভ। পথে খুব সাবধানে চলুন। চোখের সমস্যা বাড়বে। বৃশ্চিক : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। ধনু : লোভ সংবরণ করতে না পারলে সমস্যা হতে পারে। পরীক্ষার্থীদের শুভ দিন। মকর : ব্যবসা নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মতভেদ হতে পারে। প্রেমে মান অভিমান চলবে। কুম্ভ : প্রায় বিনা কারণেই কেউ অপমান করতে পাবেন। শত্রুকে চিনতে পেরে আশ্চর্য হবেন। মীন : নতুন ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ চৈত্র, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫, ২ বহাগ, সংবৎ ৩ বৈশাখ বদি, ১৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫৫। বুধবার, তৃতীয়া দিবা ১০।৩৭। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৩।২২। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ২০।১৬। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।৩৭ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।২৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৩।২২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।৩৭ গতে নৈর্ঋতে। কালরাত্রি ২।২৯ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। যাত্রা - শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।১ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৭ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।২২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৫।১৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যবসায় ক্ষতি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদ ও ভাঙড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জেরে ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। যার ফলে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে ব্যবসায়। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। চিঠিতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে সংগঠনের তরফে রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার ফেডারেশনের তরফে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলেন, 'মুর্শিদাবাদে ব্যবসায়ীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। বিভিন্ন দোকান, শপিং মল ভেঙে, লুটপাট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওষুধের দোকানও ছাড়া হয়নি। এই অশান্তি মুর্শিদাবাদ থেকে ভাঙড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'ভাঙড়ে প্রচুর পণ্যবোঝাই ট্রাক আটকে রয়েছে। ব্যবসায় যাতে ক্ষতি না হয়, তা মুখ্যমন্ত্রীকে সুনিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসায়ীদের ওপর যদি এই আক্রমণ চলতে থাকে, তাহলে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হব।'

সরকারি জমি বিক্রির ছক

অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিলেন গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে সরকারি জমিকে ব্যক্তিগত বলে দেখিয়ে প্লটিং করে বিক্রির ছক ভেস্তে গেল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরের জেরে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে দিয়ে ওই জমির সমীক্ষা করান। সেই সমীক্ষার রিপোর্টে জানা গিয়েছে, জমিটি সরকারি। সঙ্গে সঙ্গে মেয়র সেখান থেকে সমস্ত অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই ঘটনায় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেননা দিলীপই এই জমিটি প্রথমে সরকারি বলে সেখানে সাইনবোর্ড বসিয়েছিলেন।

আবার প্লটিং করে বিক্রির সময় তাঁর বক্তব্য ছিল, 'ওটা সরকারি জমি না। এক ব্যক্তির জমি। তিনি হয়তো বিক্রি করে দিচ্ছেন।' কিন্তু স্থানীয় মানুষের বক্তব্য ছিল, নদী সংলগ্ন এই জমি সরকারি। জমি মাফিয়ারা এটা প্লটিং করে বিক্রি করে দিচ্ছে। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'অভিযোগ পেয়েই আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দিয়ে এলাকায় সমীক্ষা করিয়েছি। সেখান থেকে বলা হয়েছে যে, ওটা সরকারি জমি। এর পরেই আমি সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়ে জমিটি সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

এই জমি নিয়েই যত বিতর্ক ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

> সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দিয়ে এলাকায় সমীক্ষা করিয়েছি। সেখান থেকে বলা হয়েছে, ওটা সরকারি জমি। এর পরই আমি সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়ে জমিটি সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলেছি।
>
> **গৌতম দেব,** মেয়র

শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় পরিত্যক্ত এবং বিতর্কিত জমি দেখলেই সেখানে একাংশ জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে প্রথমে সরকারি জমি বলে সাইনবোর্ড বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন এভাবে অপেক্ষার পরও কোনও দাবিদার না এলে সেই জমি প্লটিং করে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারির ঢাকনিকাটা এলাকার মহিষমারি নদী সংলগ্ন এক বিঘার কিছু বেশি জমি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কয়েকমাস আগে জমিটি দখলের খবর পেয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন সেখানে পৌঁছে 'সরকারি জমি' লেখা সাইনবোর্ড বসিয়ে দেন। তারপর থেকে জমিটি ফাঁকাই পড়ে ছিল। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় কিছু লোকজনকে জমিটি মাপজোখ করতে দেখেন স্থানীয়রা। কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে প্লটিংয়ের কাজ শুরু হয়ে যায়। ২৭ মার্চ এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সরকারি সাইনবোর্ড লাগানো জায়গায় প্লট করে বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানে একাধিক অস্থায়ী ছাউনিও তৈরি হয়েছে। প্লট করে প্রায় দেড় কোটি টাকায় ওই জমি বিক্রি হচ্ছিল বলে জানা যায়।

যদিও স্থানীয় কাউন্সিলারের বক্তব্য ছিল, 'ওটা হাকিমপাড়ার ঘোষ পরিবারের জমি। আমি ভুল করে সেখানে সরকারি বোর্ড বসিয়েছিলাম।' ২৮ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হয়। তার পরেই মেয়র তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার মেয়র স্পষ্ট জানিয়েছেন, ওটা সরকারি জমি। রিপোর্ট পেয়েই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ওই জমি থেকে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য বলা হয়েছে। দিলীপ অবশ্য এদিন এই ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মেঘ গুড়গুড় মেঘলা দিনে।। *পয়লা বৈশাখের দুপুরে মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।*

বিকাশ ভবন ঘেরাওয়ের ডাক

চাকুলিয়া, ১৫ এপ্রিল : বেতন সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধার দাবিতে এবার আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষকরা। ২২ এপ্রিল কলকাতার রাজপথে নেমে বিকাশ ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে পার্শ্বশিক্ষক ঐক্য মঞ্চ। ব্লকে ব্লকে চলছে তারই প্রস্তুতি। মঙ্গলবার চাকুলিয়া সার্কেল অফিসের সামনে এমনই একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেন এখানকার পার্শ্বশিক্ষকরা। উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়া এলাকার শতাধিক পার্শ্বশিক্ষক ও শিক্ষিকা। তাঁদের অভিযোগ, পূর্ণশিক্ষকের মতো কাজ করলেও উচ্চপ্রাথমিকে ১৩ হাজার ও প্রাথমিকে ১০ হাজার টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে এই টাকায় সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের দাবি, একই কাজ করে অন্য রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষকরা তিন থেকে চারগুণ বেশি বেতন পাচ্ছেন। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গত ৭-৯ এপ্রিল টানা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন পার্শ্বশিক্ষকরা। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে দাবি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিশ্রুতি মেলেনি। তাই বিকাশ ভবন ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত বলে জানান ঐক্য মঞ্চের ব্লক সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন। তাঁর বক্তব্য, 'বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অনেক আন্দোলন হলেও তা বাড়েনি। কর্মবিরতির পরেও সরকারের টনক নড়েনি। তাই ২২ তারিখ কলকাতায় আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।'

মেয়রের অনুরোধে মিছিল স্থগিত

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে ফুলবাড়িতে যে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তা স্থগিত রাখা হল। সুন্নি গৌসিয়া ফাউন্ডেশনের ডাকে বুধবার দুপুরে ফুলবাড়ি মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বৈঠক করেন। এরপরই মিছিল স্থগিত করার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় সংগঠনটির তরফে। শান্তি বজায় রাখতে মিছিল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনকে কেন্দ্র করে আগুন জ্বলছে মুর্শিদাবাদে। ভাঙড়েও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী প্রতিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে। এমন পরিস্থিতিতে ফুলবাড়ির মিছিল নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন মহলে। এমন পরিস্থিতিতে গৌতম, রঞ্জনরা বৈঠক করেন মিছিলের আয়োজকদের সঙ্গে। পরে মেয়র বলেন, 'মিছিলটি স্থগিত রাখার বিষয়ে আমরা অনুরোধ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী সবটাই জানেন। প্রয়োজনে ওঁদের বক্তব্য প্রশাসনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' গৌতমের পাশে বসে মিছিল স্থগিতের কথা জানিয়ে ফাউন্ডেশনের তরফে ফুলবাড়ি জামা মসজিদের ইমাম মহম্মদ আশরাফ হুসেন বলেন, 'প্রায় ৫০ হাজার মানুষ মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন। এরপর যখন মিছিলের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে, তা আগাম জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে প্রতিবাদ মিছিল করা হবে। যাতে মেয়র সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন। সকলে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারেন, সেটাই আমরা চাইছি।' অন্যদিকে সাংসদ বিস্ট বলেন, 'পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সে যাতে ধর্মীয় ও জাতিগত রাজনীতির আঁচ না লাগে, শান্তি বজায় থাকে, তা সকলেই চাই। মিছিল স্থগিত রাখার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিলিগুড়ির মেয়র উদ্যোগী হওয়ায় ধন্যবাদ জানাই।'

বেহাল জোড়া সেতু, অধরা সংস্কার

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : হাজারো প্রতিশ্রুতির পরও বেহাল জোড়া সেতুর পরিস্থিতি এতটুকুও বদলায়নি। তুম্বাজোত থেকে মাটিগাড়া যাওয়ার পথে রয়েছে সেতুটি। স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন সময় তা সংস্কারের দাবি জানালেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এতে ক্ষুব্ধ তাঁরা।

মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'আমরা গত বছর পথশ্রীর আওতায় জোড়া সেতু কিছুটা সংস্কার করেছিলাম। সেতু দিয়ে ভারী গাড়ি যাতায়াত করে। সে কারণে পরিস্থিতি যে কে সেই। সংস্কারের ব্যাপারে আমরা মহকুমা পরিষদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরেও চিঠি দিয়েছি।'

বেহাল জোড়া সেতুতে দুর্ঘটনার শঙ্কা।

> আমরা গত বছর পথশ্রীর আওতায় জোড়া সেতু কিছুটা সংস্কার করেছিলাম। সেতু দিয়ে ভারী গাড়ি যাতায়াত করে। সে কারণে পরিস্থিতি যে কে সেই। সংস্কারের ব্যাপারে আমরা মহকুমা পরিষদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরেও চিঠি দিয়েছি।
>
> **দীপালি ঘোষ,** প্রধান

মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সেতুটির বেহাল দশা। রেলিং ভেঙে রয়েছে। বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। ধরেছে ফাটল। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে স্থানীয় বাসিন্দা অশোক দাস বললেন, 'সারাদিনে এই রাস্তা দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করেন। সেতুর এমন পরিস্থিতি সত্যিই আশঙ্কার।' একই কথা বলছেন স্থানীয় আরেক বাসিন্দা বিপ্লব দাস। তাঁর কথায়, 'বর্ধমান রোডের সঙ্গে মাটিগাড়ার সংযোগের ক্ষেত্রে জোড়া সেতু গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রশাসনের এই ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত।' সেতুর বেহাল দশার কারণে যে কোনও সময় বিপদের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় অনেকেই। তাঁদের মধ্যে বাসন্তী পাল নামে এক মহিলা বললেন, 'আমরা সেতুর বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' এখন কবে সেতু সংস্কার হয়, সেদিকে তাকিয়ে বাসিন্দারা।

অসাবধান হলেই ‘এক ছোবলে ছবি’

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৫ এপ্রিল : স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে গাছের গুড়ি। চারদিক আগাছায় পরিপূর্ণ। আর সেখান থেকেই মাঝেমধ্যে বেরিয়ে আসছে সাপ। জলঢোঁড়াও নয়, বেলেবোড়াও নয়, একেবারে জাত গোখরো। একটু অসাবধান হলেই ‘এক ছোবলে ছবি’। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে থাকা কর্মী আবাসনে গোখরোর ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন সবাই।

প্রায় দুই বছর ধরে গুঁড়িগুলি ওভাবেই পড়ে রয়েছে। দিন-দিন বাড়ছে সাপের উপদ্রপ। মঙ্গলবারও গুঁড়ির স্তূপ থেকে একটি গোখরোকে ফণা তুলতে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায় হাসপাতালে। কর্মীরা দিনের পর দিন গুঁড়িগুলি সরানোর দাবি তুলে আসছেন। গুঁড়ি সরানো তো দূর, ন্যূনতম আগাছা সাফাইটুকু হয় না।

গুঁড়িগুলি ওখানে এল কীভাবে? প্রায় দুই বছর আগে ক্যাম্পাসেই বেশ কয়েকটি গাছ কাটা হয়েছিল। তারপর সেই গুঁড়িগুলি হাসপাতালের মূল ভবনের পাশে ডাক্তার এবং নার্সদের আবাসনের মাঝে ফেলে রাখা হয়। এখন ওই জায়গাটি আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের আবাসনের সামনে উঁচু ঢিবি করে ফেলে রাখা হয়েছে গুঁড়িগুলি। আর সেটাই এখন বিষধর সাপের মুক্তাঞ্চল।

এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ

গুঁড়ির স্তূপ থেকে ফণা তুলছে গোখরো

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে গাছের গুঁড়ির স্তূপ।

করেছেন খোদ খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শফিউল আলম মল্লিক। তিনি বলেন, ‘বহুদিন আগে বিষয়টি খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির সভায় জানিয়েছিলাম। বন দপ্তরকেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করেনি।’ তিনি ফের বিভিন্ন স্তরে চিঠি করবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ বলেছেন, ‘স্থায়ী সমিতিতে গাছের গুঁড়িগুলি নিলামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্রুত প্রক্রিয়া শুরু হবে।’ পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অ্যাম্বুল্যান্স গ্যারাজের পাশেই রয়েছে এই স্তূপ। তাই গাড়ি রাখা কিংবা নিয়ে বেরোনোর সময়ে রীতিমতো আতঙ্কে থাকেন চালকরা। তাঁদেরই মধ্যে একজন অশোক সেন বলছিলেন, ‘এই তো কিছুদিন আগেই অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে বেরোনোর সময় গোখরো সাপ দেখলাম। এই জায়গাটা পরিষ্কার না করলে যে কোনও সময় বিপদ ঘটে যাবে।’

বছর তিনেক আগে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ব্লক প্রাইমারি হেলথ ইউনিট এবং কোভিড হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয়। সেই সময় ঠিকাদার সংস্থা ক্যাম্পাসের কিছু গাছ কেটে গুড়ি, ডালপালা ওখানেই ফেলে রেখে চলে যায়। তারপর থেকে ওই অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। এই ছবিটা কি আদৌ বদলাবে? উত্তরটা সময়ই বলবে।

সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। তৃণমূল স্তরে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ আরও সহজ হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে উলটো। দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখলেই স্বাস্থ্যের দুরবস্থার ছবিটা স্পষ্ট হয়। আলোকপাত করলেন মনজুর আলম

চিরকুটে ওষুধের নাম

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

পরিষেবা তলানিতে

- একের পর এক ভবন নির্মাণ, অথচ চরমে কর্মীসংকট
- একমাত্র চিকিৎসক সপ্তাহে একদিন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডিউটি করেন
- ইন্ডোর পরিষেবা চালু নিয়ে অনিশ্চয়তা
- স্বাস্থ্যকর্মীদের বরাদ্দ আবাসনের জরাজীর্ণ দশা
- শৌচালয় নেই, সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল : আউটডোরে রোগীকে দেখার পর প্রেসক্রিপশনের বদলে একটি চিরকুটে ওষুধ লিখে দিচ্ছিলেন চিকিৎসক।

এর পেছনে কী কারণ? প্রেসক্রিপশন নেই কেন? প্রশ্ন শুনে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ডাঃ নাদিম আখতার দাবি করলেন, ‘ছিল। শেষ হয়ে যাওয়াতেই আপাতত এভাবে চালাতে হচ্ছে।’

তবে নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রেসক্রিপশন নিতে গেলে রেজিস্টারে রোগীর নাম, বয়স ইত্যাদি লিখতে হয়। সেই কাজের জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন। এখানে রোজ গড়ে প্রায় ৩০০ রোগী আসেন। চিকিৎসক সংখ্যা মাত্র একজন। এছাড়া স্থায়ী কর্মী বলতে একজন করে নার্সিং স্টাফ, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী এবং প্যাথলজিস্ট। অর্থাৎ কর্মীসংকট চরমে। তাই চিরকুট ভরসা। হাসপাতাল থেকে ওষুধ দেওয়ার পর জমা রাখা হয় সেটা।

ওই একমাত্র চিকিৎসকের সপ্তাহে একদিন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডিউটি পড়ে। এছাড়া কোনও জরুরি দরকারে তাঁকে সেখানে ছুটতে হয়। সেদিন বাকি স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগী দেখা থেকে ওষুধ দেওয়া, সব কিছু সামলান। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে দাঁড়িয়ে তামিরুল ইসলাম বললেন, ‘চিরকুটের বদলে ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলে সুবিধা হয়। দু’-তিনদিন পর আসতে বললে সঙ্গে আর আনা যায় না। অন্য চিকিৎসককে দেখাতে গেলে তিনি আগের প্রেসক্রিপশন দেখতে চান। আমরা কিছুই জানতে পারি না কী লিখেছেন ডাক্তারবাবু। শুধু ওষুধ নিয়ে ফিরতে হয়।’

শুধু কর্মীসংকট নয়, পরিকাঠামোও বেহাল। রাজিয়া খাতুন নামে এক স্থানীয়র কথায়, ‘শৌচালয় নেই। একটু বৃষ্টি হলে সামনে জল জমে।’

আরও একটি নতুন ভবন নির্মাণ হতে দেখে ইন্ডোর পরিষেবা চালুর ব্যাপারে আশার আলো দেখেছিলেন এলাকাবাসী। যদিও উদ্বোধনের পর থেকে সেটা ফেলে রাখা হয়েছে। পরিষেবা চালু নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল ঘিরনিগাঁও, দাসপাড়া, চুটিয়াখোর ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ। এখানে ইন্ডোর চালু না হওয়ায় রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ২০-২৫ কিলোমিটার দূরের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটতে হয়। আগে দুজন চিকিৎসক থাকলেও কয়েকবছর আগে একজনকে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বদলি করা হয়েছে। ফার্মাসিস্ট নেই। থুথু, কফ সহ হাতেগোনা কয়েকটি পরীক্ষা হয়।

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বরাদ্দ অধিকাংশ আবাসনের জরাজীর্ণ দশা। সেগুলোতে কেউ থাকেন না। প্রথমে যে ভবনে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছিল, তার একটি অংশে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। ফলে রোগীদের একাংশ ইতস্তত বোধ করতেন। তারপর নয়া ভবনে স্থানান্তরিত করা হয় কেন্দ্রটি। অন্যদিকে, পুলিশ ক্যাম্প অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এত সমস্যার মাঝেও দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে ভাবনা রয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। এটাকে ডেলিভারি পয়েন্ট হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন কর্তারা। দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের চাপ কমাতে এই সিদ্ধান্ত। স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানের কথায়, ‘ইতিমধ্যে নয়া ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। ইন্ডোর পরিষেবা চালু করতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।’

যদিও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ভবনের পাশাপাশি ইন্ডোর বিভাগ চালু করতে আরও চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ ও তাঁদের থাকার জন্য কোয়ার্টারের প্রয়োজন। এসব না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা চালু করা সম্ভব নয়। এপ্রসঙ্গে বিএমওএইচ রণজিৎ সাহার প্রতিক্রিয়া, ‘দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আপাতত ১০ বেডের ইন্ডোর পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের। তবে ভবন নির্মাণ হলেও বাকি পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তাই এই মুহূর্তে পরিষেবা চালু করা সম্ভব নয়। কিছুদিন সময় লাগবে।’

যা শুনে কটাক্ষের সুর স্থানীয় সহদেব শর্মার গলায়, ‘আশ্বাস তো অনেক মিলেছে। সব কি আর পূর্ণ হয়।’

আর অশান্তি নয়, আর্তি জ্যোতিনগরের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : আর যেন অশান্তি না হয়। এখন শুধু এটুকুই চাইছেন জ্যোতিনগরের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছে এলাকা।

সোমবার সকালে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির ২৪ ঘণ্টা পরেও জ্যোতিনগর এলাকায় এখনও পুলিশ পিকেট রয়েছে। পুলিশের পদস্থ কর্তাদের আনাগোনাও লেগে আছে। সোমবারের ঘটনায় দু’পক্ষের তরফে খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, ‘জ্যোতিনগরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে পুলিশ নজরদারি রাখছে।’

মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় জ্যোতিনগরের চরে যাওয়ার রাস্তায় ঢোকার মুখে থাকা কালভার্টে দাঁড়িয়েছিলেন সাধন মণ্ডল। কথায় কথায় উঠল গত দু’দিনের পরিস্থিতির কথা। তিনি বললেন, ‘আমাদের এই জ্যোতিনগর এলাকায় এর আগে এরকম পরিস্থিতি খুব একটা দেখা যায়নি। সোমবার বিকেলে জ্যোতিনগরের চড়ক মাঠে পুজো চলাকালীনও মনটা একটু খারাপ ছিল।’ জ্যোতিনগর মাঠ সংলগ্ন দোকানের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন প্রণব শীল। চোখেমুখে কিছুটা হতাশার সঙ্গেই বলছিলেন, ‘গত দু’দিনের ঝামেলায় সত্যি পরিস্থিতি একেবারে বদলে দিল। এ ধরনের পরিস্থিতি না হলেই ভালো হত।’

গলির একপাশে তখন দাঁড়িয়েছিলেন মহম্মদ জুনেইদ। প্রণবের কথাগুলো তাঁর কানে গিয়েছিল। বলে উঠলেন, ‘এ ধরনের ঝামেলা আদতে প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্কটা খারাপ করে দিচ্ছে।’

সোমবার দুই গোষ্ঠীর ঝামেলায় আক্রান্ত একটি বাড়ির সদস্যের মন থেকে এখনও আতঙ্ক কাটেনি। তিনি বলেন, ‘এখনও মনে একটা আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে। আসলে অতর্কিতে এমন ঝামেলা হবে ভাবতে পারিনি।’ তবে আশঙ্কা কাটিয়ে এদিন অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। এতে এলাকার স্বাভাবিক পরিস্থিতি অনেকটাই ফিরে এসেছে। সোমবার সকালে ঝামেলার খবর শুনে এলাকায় থাকা বাসাবাড়িতে কাজ করতে আসেননি প্রতিমা রায়। তবে এদিন সকাল সকাল কাজে আসেন তিনি। প্রথমে একটু আশঙ্কিত থাকলেও পরে অবশ্য তাঁর আশঙ্কা কেটে যায়। বিকেলে কাজ সেরে ফেরার পথে বলছিলেন, ‘এই ওয়ার্ডেই আমি থাকি। প্রথমে আশঙ্কায় ছিলাম, আবার কিছু না হয়! তবে এখন পরিস্থিতি সবটাই আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। সবার মুখেই হাসিখুশি ভাবটা ফিরে আসতে শুরু করেছে। এরকমই সবার মুখে হাসি থাকুক।’ সে কথা বলছেন এলাকার বাসিন্দারাও। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিং-এর কথায়, ‘সকলের কাছে অনুরোধ করব, কোনও ঝামেলায় জড়াবেন না। আমরা যেমন একসঙ্গে এতদিন মিলেমিশে থাকছিলাম, ঠিক সেভাবেই মিলেমিশে থাকব।’

জ্যোতিনগরে পুলিশের নজরদারি। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

আতঙ্ক কাটেনি

- ২৪ ঘণ্টা পরেও জ্যোতিনগর এলাকায় এখনও পুলিশ পিকেট রয়েছে
- ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি
- আশঙ্কা কাটিয়ে এদিন অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন
- বাসিন্দারা বলছেন, এতদিন মিলেমিশে থাকছিলাম, ঠিক সেভাবেই মিলেমিশে থাকব

চোপড়ায় জমজমাট মেলা

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল : পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে চোপড়ার নানা প্রান্তে মেলা বসেছে। এদিন স্থানীয় দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তে ঐতিহাসিক হোসেনদিঘির পাড়ে অন্যান্য বছরের মতোই মেলা জমে ওঠে। ব্লকের নানা এলাকা থেকে মানুষ মেলায় ঘুরতে আসেন। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরং ব্রিজ শ্মশানঘাটে এদিন শতাব্দীপ্রাচীন তিস্তাবুড়ির পুজোর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মেলাও বসেছে। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতলগছের ভাটানালা ঘাটেও তিস্তাবুড়ির মেলা চলছে। এছাড়া মাঝিয়ালির কংগ্রেস কলোনিতে চড়কপুজোর মেলাও জমে উঠেছে।

মাঝিয়ালিতে বাংলা দিবস

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল : মঙ্গলবার মাঝিয়ালিতে বাংলা দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে এদিন মাঝিয়ালির কাঁচাকালী বাজারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা ব্লক সভাপতি আসমাতারা বেগম বলেন, ‘মাঝিয়ালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বাংলা দিবস পালিত হয়েছে।’ ওই অনুষ্ঠানে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল।

কিশোর আটক

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল : মঙ্গলবার চোপড়া থানার বর্মনবস্তি সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ এক ভবঘুরে কিশোরকে আটক করে। ওই কিশোরকে এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে চোপড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিশোরের পরিচয় জানতে তদন্ত চলছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সপরিবারে।। রাজাভাতখাওয়া ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন রোহিত ঘোষ।

মানসিক ও যৌন হেনস্তা ‘ছাত্রীকে’

আজ থেকে আন্দোলন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : আরজি কর কাণ্ডের আবহে থ্রেট কালচার নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিস্তর হইচই হয়েছে। কিন্তু এরপরেও পরিবর্তন ঘটেনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিস্থিতির। এখনও এখানে পড়ুয়াদের নিয়মিত হুমকি, ধমকি, র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে। এমনকি যৌন হেনস্তার মুখেও পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (পিএমআর) বিভাগের এক ছাত্রীকে নিয়মিত মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। ঘটনা নিয়ে আগেও পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও কোনও লাভ না হওয়ায় এবার প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই পড়ুয়া সহ তাঁর সহপাঠীরা। বুধবার তাঁরা পিএমআর বিভাগে আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে। পিএমআর বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থপ্রতিম পান বলেন, ‘আমি বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছি। সোমবারও বিভাগের পুরুষ এবং মহিলাদের পৃথক ফিজিওথেরাপি ঘরে পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছি। এখন থেকে ছেলে এবং মেয়েরা পৃথক ঘরে ফিজিওথেরাপি করাবে। তার পরেও সমস্যা হলে সেটা দেখতে হবে।’ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার প্রতিক্রিয়া পেতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

> আমি বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছি। সোমবারও বিভাগের পুরুষ এবং মহিলাদের পৃথক ফিজিওথেরাপি ঘরে পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছি। এখন থেকে ছেলে এবং মেয়েরা পৃথক ঘরে ফিজিওথেরাপি করাবে। তার পরেও সমস্যা হলে সেটা দেখতে হবে।
>
> **ডাঃ পার্থপ্রতিম পান**
> *প্রধান, পিএমআর বিভাগ*

পিকনিকে যেতে না চাওয়ায় গত জানুয়ারি মাসে পিএমআর বিভাগের এক ছাত্রীকে ওই বিভাগেরই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। একবার নয়, দফায় দফায় কিছুদিন ধরে ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে এমনকি বিভাগের কাজ করার সময়ও সবার সামনেই ওই চিকিৎসক পড়ুয়া তাঁকে হুমকি, অশালীন গালিগালাজ করেছেন বলে অভিযোগ তরুণীর। বিষয়টি নিয়ে ওই তরুণী মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা এবং পিএমআর বিভাগের প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরে বিষয়টি অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির হাতে যায়। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির কাছে ওই তরুণী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তাঁকে এক-দুজন সিনিয়ার বিভিন্নভাবে হেনস্তা, অশালীন অঙ্গভঙ্গি করছেন। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সুপারিশ মেনে ওই তরুণী মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়িতে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বরং অত্যাচার আরও বেড়েছে।

ওই তরুণীর অভিযোগ, ওই ঘটনার পর থেকে মূল অভিযুক্ত অত্যাচার আরও বাড়িয়েছেন। কাজ করতে গিয়ে পদে পদে বিরক্ত করা, রোগীকে দেখতে না দেওয়ার মতো কাজ করছেন। এখন বিষয়টি রীতিমতো যৌন হেনস্তার পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এই হেনস্তা নিয়ে কোথাও অভিযোগ করলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য করিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ফলে ওই তরুণী সহ বিভাগের অন্য তরুণীদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। অভিযোগ, বিভাগের অনেকেই অভিযুক্তকে আড়াল করতে চাইছেন। তাই অভিযুক্তের এই মেডিকেল থেকে বদলির দাবিতে এবার আর শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানোই নয়, তাঁরা রীতিমতো বিভাগে আন্দোলনে নামতে চলেছেন।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ১

খড়িবাড়ি, ১৫ এপ্রিল : নেপালে পাচারের সময় ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক সহ দার্জিলিংয়ের সিঙ্গামারির বাসিন্দা উদিত রাই নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃতের কাছ থেকে ২০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এসএসবি’র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন সূত্রে খবর, ওই তরুণ পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোতের এক ব্যক্তির কাছ থেকে মাদক কিনে সোমবার সন্ধ্যায় নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এসএসবি সোমবার রাতে তাকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এসএসবি’র অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায়। বিচারক ধৃতকে জেল হেপাজতে পাঠিয়েছেন বলে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন। মাদক বিক্রেতার খোঁজ চলছে।

পলাতক ধর্ষণে অভিযুক্ত

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল : এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে। চোপড়া থানা এলাকার এই ঘটনায় অভিযুক্ত পলাতক। অভিযোগ, ওই মহিলা সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর জায়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই তরুণ তাঁকে ভুট্টাখেতে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। তারপর প্রাণে মারার চেষ্টা করে। নির্যাতিত মহিলা ঘটনার দিন রাতেই চোপড়া থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।

পুড়ল ২ দোকান

বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল : মঙ্গলবার রাতে আপার বাগডোগরার পানিঘাটা রোডে আগুন লেগে দুটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এদিন রাত ৮টা নাগাদ পানিঘাটা রোডের একটি হার্ডওয়্যার এবং একটি ওষুধের দোকানে আগুন লাগে। মাটিগাড়া থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের রাস্তায় গাজন। মঙ্গলবার।

সম্পত্তি ক্রোকে মেলেনি সাহায্য

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : মাটিগাড়ার অদূরে একটি শপিং মলে একটি পাবের জায়গা ক্রোক করার সময় পুলিশি নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ঋণখেলাপের দায়ে পাবটির সম্পত্তি ক্রোক করতে যায়। ব্যাংকের আইনজীবী প্রভাত ঝা’র অভিযোগ, নিরাপত্তার জন্য পুলিশ পাঠানো হলেও ক্রোকের প্রক্রিয়া শুরুর আগেই তাঁদের ছেড়ে পুলিশ ফিরে যায়। প্রশ্ন করলে বলা হয়, আইনশৃঙ্খলার কাজের জন্য পুলিশ ফোর্সকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, ‘সোমবার শহরে বিভিন্ন জায়গায় নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি ছিল। তাই পুলিশকর্মীদের আইনশৃঙ্খলার কাজে পাঠানো হয়েছে। আমরা অন্য তারিখ ঠিক করে আদালতের নির্দেশমতো ওই পাবের সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য প্রয়োজনীয় বাহিনী পাঠাব।’

ব্যাংকের আইনজীবী জানিয়েছেন, একটি ব্যাংকের থেকে ওই পাব কর্তৃপক্ষ তিন কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। পরবর্তীতে কোনও কিস্তি শোধ করতে পারেনি পাব কর্তৃপক্ষ। এই কারণে ২০২২ সালে ওই পাবের অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) করে দেওয়া হয়। এরপর ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জেলা শাসকের কাছে দ্বারস্থ হয়। সেখানে পাবের জায়গা ক্রোকের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। ২০২৫ পর্যন্ত তিন বছর কেটে গেলেও জেলা শাসক কোনও অনুমতি না দেওয়ায় চলতি বছরের ১৩ মার্চ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে দ্বারস্থ হয় ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

আইনজীবী বলেন, ‘২৭ মার্চ আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, পাবের ওই জায়গা ক্রোকের জন্য। সেইমতো আমরা ২৮ মার্চ ওই পাবে সাতদিনের মধ্যে জায়গা খালি করার নোটিশ দিই। পাশাপাশি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছেও পুলিশ সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তরফে। এরপর ১১ এপ্রিল পুলিশের কাছে নির্ধারিত অর্থ জমা দেওয়ার পর ক্রোকের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। আমরা এদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে মাটিগাড়া থানা থেকে পাঠানো পুলিশ ফোর্স শপিং মলে নিয়ে আসি। উত্তরায়ণ ফাঁড়ির ওসিও আসেন। এরপরই তাঁর কাছে ফোন আসে। পুলিশ ফিরে যায়।’

প্রভাতের আরও অভিযোগ, ‘এব্যাপারে ডিসিপি (সদর)-কেও ফোন করা হয়েছিল। ল’অ্যান্ড অর্ডার-এর কথা বললেও পরে আর তিনি ফোন ধরেননি।’ পুলিশ তাঁদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় বিষয়টা আদালতের নজরে নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছেন ওই আইনজীবী।

ধুর... খুললই না, ফোন ফেরাল চোর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : ঘরে ঢুকে হাতের সামনে মিলেছিল আইফোন। তা দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি চোর। ভেবেছিল, দামি ফোন, বিক্রি করে টাকাও মিলবে ভালো। যদিও সে গুড়ে বালি। লক খুলতে না পেরে শেষমেশ ফোন মালিকের বাড়ির সামনেই ফেলে গেল চোর। মাসখানেক আগে খোয়া যাওয়া শখের মোবাইল ফেরত পেয়ে খুশিতে ডগমগ বানিয়াখালির বাসিন্দা দাওয়া নরবুলা লামা।

তিনি বললেন, ‘১৯ মার্চ ঘর থেকে ফোন চুরি গিয়েছিল। বহু খোঁজাখুঁজি করেও কোনও হদিস পাইনি।’ এরপর নরবুলা মাটিগাড়া থানার দ্বারস্থ হন। দায়ের করেন চুরির অভিযোগ। কিন্তু ভাবেননি চোর একেবারে দরজার সামনে ফোন ফেরত দিয়ে যাবে।

বছর ৩৫-এর ওই তরুণের কথায়, ‘শখের মোবাইল এটা। মাঝেমধ্যে থানায় এসে খোঁজ করতাম। সোমবার বিকেলে দরজা খুলতেই দেখি, আমার চুরি যাওয়া আইফোন পড়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, ভুল দেখছি। তারপর হাতে নিয়ে বুঝতে পারি, এটা তো আমারই ফোন।’

মঙ্গলবার অভিযোগ তুলে নিতে থানায় এসেছিলেন নরবুলা। মুখে স্বস্তির হাসি নিয়ে তিনি বললেন, ‘চোর হয়তো লক খুলতে পারেনি বা কাউকে বিক্রি করতে পারেনি, তাই মোবাইল ফেরত দিয়ে গিয়েছে।’ অন্যদিকে, এভাবে চোরের ফোন ফেরানোর ঘটনা ‘বিরল’, বলছিলেন অনেক পুলিশকর্মী। তাঁদের কথায়, আইফোনের আইডি ভাঙা খুবই কঠিন। কারণ প্রাইভেসি সেটিং এতটাই শক্তিশালী যে ফেস আইডি না মিললে লক খুলবে না।

অন্যদিকে, বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ৩৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে এদিন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, ‘দুর্গাপুজোর পর থেকে যে সমস্ত মোবাইল খোয়া গিয়েছিল, সেগুলি উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দিয়েছি।’

> দুর্গাপুজোর পর থেকে যে সমস্ত মোবাইল খোয়া গিয়েছিল, সেগুলি উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দিয়েছি।
>
> **অরিন্দম ভট্টাচার্য** *আইসি*
> *মাটিগাড়া থানা*

> ১৯ মার্চ ঘর থেকে ফোন চুরি গিয়েছিল। বহু খোঁজাখুঁজি করেও কোনও হদিস পাইনি।
>
> **দাওয়া নরবুলা লামা**
> *বানিয়াখালির বাসিন্দা*

ধৃত বিদেশি

অনুপ্রবেশের অভিযোগে সুন্দরবন থেকে ২৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল কোস্টাল থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে চারজন শিশুও রয়েছে।

থাকবে গরম

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অস্বস্তিকর গরম থেকে এখনই রেহাই নেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসীর।

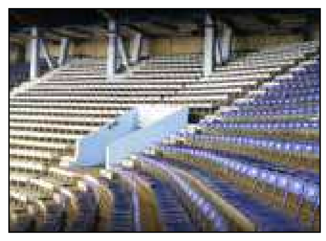

ইমাম বৈঠক

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবেন।

ভাঙড়ে গ্রেপ্তার

ভাঙড়ে অশান্তির ঘটনায় সোমবার রাতভর অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনে সোমবার রণক্ষেত্র হয় ভাঙড়। এরপরই পুলিশ তল্লাশি অভিযানে নামে।

আরও ৮ লক্ষ উপভোক্তাকে টাকা জুনে

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও আট লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে জুন মাসে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে নবান্ন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে তার জন্য ওই ৮ লক্ষ উপভোক্তার নামের তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৮ লক্ষ উপভোক্তার প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তালিকায় যাতে কোনও স্বজনপোষণের অভিযোগ না ওঠে, সেই কারণে প্রশাসন আরও এক দফা যাচাইয়ের কাজ করতে চাইছে। গত ডিসেম্বরে প্রথম পর্যায়ে যে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ উপভোক্তা ইতিমধ্যেই বাড়ির লিন্টন পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। তাই তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে বা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হবে।

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে লিন্টন পর্যন্ত বাড়ি করা উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত দেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের চলছে। কারণ, দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেলে তাঁরা বাড়ির কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। একই সঙ্গে তাঁদের হাতে টাকা যাওয়া দেখলে এখনও পর্যন্ত যাঁরা কাজে পিছিয়ে রয়েছেন, তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার আশায় দ্রুত কাজ শেষ করবেন।' পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো এই বছরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে। তার মধ্যে ৮ লক্ষ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে যাতে দ্রুত পান, আমরা সেই প্রস্তুতিও নিচ্ছি।'

দিঘায় মন্দির উদ্বোধনের বৈঠক আজ

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিয়ে বুধবার বিকালে নবান্নে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টের সঙ্গে ওই বৈঠক হবে মুখ্যমন্ত্রীর। এছাড়া বৈঠকে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। আগামী ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় এই জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনে অন্তত ১২ থেকে ১৫ হাজার ভক্ত সমাগম হবে বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। তাই ভক্তদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্তরের আধিকারিক ২৭ এপ্রিল দিঘা পৌঁছে যাবেন। মূলত পূর্ত, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষকর্তারা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দিঘায় থাকবেন।

আজি নব-বরষ-প্রভাতে...

বাংলা বছরের প্রথম দিনে নদিয়া ও কালীঘাটের দুই মুহূর্ত। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

শিক্ষকদের প্রতিবাদে 'অভয়া'র বাবা-মা'ও

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিবাদের সঙ্গে মিশে যাবে আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবি। ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী এবং চাকরিহারাদের ঐক্য মঞ্চ। ওই কর্মসূচিতে থাকবেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যখন আওয়াজ তুলবেন চাকরিপ্রার্থীরা, তখন তাঁদের ন্যায়বিচারের দাবি ও নিজের মেয়ের মৃত্যুর বিচারের দাবিও করবেন নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'ওরা আমারও সন্তান। আমাদের নবান্ন অভিযানে থাকতে বলা হয়েছে। তাই ওদের ন্যায় বিচারের দাবি আমরা করব। তেমনই ওই মিছিলে আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচারের দাবিও থাকবে।' মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে শামিল থাকার জন্য প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানাতে যায় এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তবে তাদের আটক করে পুলিশ।

> ওরা আমারও সন্তান। আমাদের নবান্ন অভিযানে থাকতে বলা হয়েছে। তাই ওদের ন্যায় বিচারের দাবি আমরা করব। তেমনই ওই মিছিলে আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচারের দাবিও থাকবে।
>
> **নির্যাতিতার বাবা**

সোমবার পানিহাটিতে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী এবং চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের তিন প্রতিনিধি। তাঁদের কর্মসূচি নিয়ে কথা বলেন নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে। তাঁদের ওই কর্মসূচিতে থাকার অনুরোধ জানান তাঁরা। ওই সংগঠনের সদস্য দেবাশিস বিশ্বাস জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। তাই তাঁরা এই বৃহত্তর কর্মসূচির পথে হাঁটছেন। আর সেই মিছিলে শামিল হতে বলেছেন আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা-মাকে। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'ওরা যেমন অন্যায়ের শিকার হয়েছেন। তার বিচার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে থাকব। আমারও মেয়ের ন্যায় বিচার চাই।'

উৎসব নিয়েও তপ্ত রাজ্য রাজনীতির বাতাবরণ

নববর্ষে তর্জায় তৃণমূল-বিজেপি

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : নববর্ষের দিন সারা রাজ্যব্যাপী রাস্তায় সকাল থেকেই শোভাযাত্রায় একযোগে নেমেছে তৃণমূল-বিজেপি। বৈশাখের প্রথম দিনটি 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে ধুমধাম করে পালনের ঘোষণা আগেই করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গিরীশ পার্ক থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নববর্ষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

বিজেপির তরফেও কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিধান রায়ের বাড়ি থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত 'আলোর পথে বর্ষবরণ' ব্যানার নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, শমীক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ, রুদ্রনীল ঘোষ সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব। আরজি কর ঘটনা, চাকরিহারাদের আন্দোলনের মতো রাজ্যের সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে প্রতীকী ব্লক তৈরি করে ট্যাবলো সহযোগে মিছিল করে বিজেপি। সেখানে প্ল্যাকার্ডে দেখা যায়, 'নববর্ষের শঙ্খধ্বনি, বিদায় নাও চোরের রানি'-র মতো রাজ্য সরকার বিরোধী মন্তব্যও। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নববর্ষের সকালে তমলুকে চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির থেকে বর্গভীমা মন্দির পর্যন্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বর্গভীমা মন্দিরে 'হাল ফেরানোর খাতা'য় সিঁদুর লাগাতেও দেখা যায় তাঁকে।

রবীন্দ্র সদনের 'একতারা মুক্তমঞ্চ'-এ সকাল ৮টা থেকে বঙ্গ সংস্কৃতি নির্ভর একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রাজ্য প্রশাসনের তরফে। রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে বিকালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উপস্থিতিতে 'বাংলা দিবস' পালিত হয়। এবছর অনেক আগে থেকেই লিখিত বিবৃতি জারি করে তৃণমূলের রাজ্য সংগঠন থেকে শুরু করে জেলা, ব্লক ও বুথ স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের 'বাংলা দিবস' পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সেখানে প্রভাতফেরি, রক্তদান, মনীষীদের শ্রদ্ধা, বয়স্কদের সম্মানজ্ঞাপন সহ একাধিক সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালেই এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নাগরিকদের উদ্দেশে 'শুভনন্দন' বার্তা দেন। রাজ্যবাসীর মধ্যে 'ভ্রাতৃত্ব বন্ধন'-এর বার্তাও তিনি দিয়েছেন।

বঙ্গ বিজেপির তরফে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে পালটা বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করছে তৃণমূল। ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করবে বিজেপি। তবে বিজেপির এই মন্তব্যকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূলের জয়পুর ব্লক সভাপতি কৌশিক বটব্যাল। পাশাপাশি বাঁকুড়ার সতীঘাটে হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে পথচলতি মানুষকে লাড্ডু বিতরণ করে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপন করলেন স্থানীয় সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। অবশ্য তমলুকের শোভাযাত্রা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'নিজেদের হাল ফেরানোর সঙ্গে বেহাল রাজ্যের হাল ফেরানোর প্রার্থনা করুন।'

বর্ষবরণের শোভাযাত্রায় দিলীপ ঘোষ সহ অন্যরা। মঙ্গলবার কলকাতায়।

বাংলা দিবস পালটাতে চান শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষকে বাংলা দিবস বা পশ্চিমবঙ্গ দিবস বলে দাবি করা নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে দিনভর সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বাংলা নববর্ষকে বাংলা দিবস বলে তৃণমূলের এই প্রচারের মধ্যেই সোমবার নববর্ষ উদযাপনের প্রাক অনুষ্ঠানে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গলায় বেসুরো গান নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ল না বিজেপি।

এদিন নিজের ফেসবুক পোস্টে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'ইতিহাস মুছে ফেলার আপনার অভিপ্রায় কখনও পূরণ হবে না। রাজ্যের নাম বদল করে পশ্চিমবাংলার পরিবর্তে বাংলা করার অভিপ্রায়ও যেমন পূরণ হবে না, তেমনই পশ্চিমবাংলার প্রতিষ্ঠা দিবসকে বাংলা নববর্ষের সঙ্গে এক করে দেওয়াও সম্ভব হবে না।' শুধু তাই নয়, শুভেন্দু আরও বলেন, 'আগামী বছর রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ২০ জুন তারিখেই সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হবে।'

সোমবার কালীঘাটে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় 'বেসুরো গান' নিয়ে এদিন কটাক্ষ করে রোম সম্রাট নিরোর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তুলনা করে শুভেন্দু বলেন, 'রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। আর রাজ্যে যখন হিংসার আগুন জ্বলছে, আপনিও যে গান গাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। তবে গানের সুরটা বড় বেসুরো হয়ে গেল।' নববর্ষকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শান্তিশৃঙ্খলার বার্তা দিয়েছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তাকেও কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'নাগরিকদের শুভনন্দন জানানোর আগে যে সকল 'বরাহ-নন্দন' দাঙ্গা করেছে, সরকারি সম্পত্তি পোড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আগে কঠোর ব্যবস্থা নিন। যাতে রাজ্যের নাগরিকরা নিজেদের সুরক্ষিত বলে মনে করতে পারে।'

যদিও এক্স হ্যান্ডেলে নববর্ষ উপলক্ষ্যে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকাই সবথেকে জরুরি। কিছু মানুষ ঘৃণা ছড়িয়ে ধর্মীয় মেরুকরণ করে। যারা আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। নববর্ষে দলের প্রতিটি কর্মীকে সেই সংকল্প নিতে হবে। মনে রাখতে হবে একতাই আমাদের বড় শক্তি।'

স্পর্শকাতর এলাকায় নজরদারি

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের অন্যান্য স্পর্শকাতর এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া শুরু করল রাজ্য পুলিশ। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন বীরভূমের নলহাটি, মুরারই থানা এলাকা, পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার একাংশ, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের কয়েকটি এলাকা, উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা, হাড়োয়া, স্বরূপনগর, বাগদা এলাকায় গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে। তারপরই সেখানে নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই নির্দেশের পর মঙ্গলবার থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় রুটমার্চ শুরু করেছে পুলিশ।

তদন্তের আর্জি হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হয় মুর্শিদাবাদ। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় শামসেরগঞ্জ, সুতি, ধূলিয়ান সহ একাধিক এলাকা। বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। অনেকে এখনও বাড়িছাড়া। রাজ্য প্রশাসনের তরফে ঘরছাড়াদের ফিরিয়ে আনা ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল। বুধবার শুনানির সম্ভাবনা।

ব্রিগেডের মাঠে যুবরাই ভরসা সিপিএমের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : সিপিএমের চারটি গণসংগঠনের ডাকে ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ হতে চলেছে। কৃষক, শ্রমিক, বস্তি ও খেতমজুর সংগঠনের ডাকে ব্রিগেডের প্রস্তুতি নেওয়া হলেও মাঠ ভরানোর জন্য যুবদের ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে আলিমুদ্দিনকে। সিপিএমের ধরাশায়ী পরিস্থিতিতে ব্রিগেডের মাঠে কত লোকের সমাবেশ হবে তা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন রয়েছে।

ইতিমধ্যেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় যুব কর্মীদের মাঠ ভরানোর ডাক দিয়েছেন। এছাড়াও ব্রিগেডের বক্তা হিসেবে মীনাক্ষী থাকছেন কি না তা নিয়েও দলের একাংশের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ব্রিগেডে বক্তার তালিকায় রাখা হয়েছে মহম্মদ সেলিম, নিরাপদ সর্দার, অনাদি সাহু, বন্যা টুডু, অমল হালদার, সুখরঞ্জন দে-র মতো নেতাদের। কিন্তু সদ্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাওয়া মীনাক্ষী কোনও বার্তা দেবেন কি না তা নিয়েই চর্চা চলছে।

সিপিএমের অন্দরেই আলোচনা, '২৬-এর নির্বাচনের আগে দলের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সিপিএমের কাছে ব্রিগেড একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র। তাই যুবদের ভিড় থাকলে তরুণ প্রজন্ম উৎসাহিত হবে, তেমনই দলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বৃদ্ধতন্ত্রের অভিযোগ ভোটের আগে কাটানো সম্ভব হবে। আর মীনাক্ষীর মতো জনসমর্থন পাওয়া নেত্রী যদি বক্তব্য রাখেন, তা দলের জন্যই ইতিবাচক হয়ে দাঁড়াবে।

তরুণদের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারা ও আদর্শ তুলে ধরতে দলের পদক্ষেপ যথাযথ নয়। এই বিষয়ে সিপিএমের মধ্যেও বহুবার চর্চা হয়েছে। সিপিএমের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে, তরুণদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে এমন বিষয়গুলি নিয়ে দলকে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে দল সেই ভূমিকা নিতে অগ্রণী নয়। তাই প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও ব্রিগেডের মাঠে যুবদের ভিড়ই বেশি মাত্রায় রাখতে চাইছে সিপিএম। ব্রিগেডে ভিড় হবে এমনটা ধারণা করে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে প্রচারের ক্ষেত্রে ঝড় তুলতেও বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে তাদের সংগঠনের সমস্ত স্তরের যুবকে ব্রিগেড সমাবেশে আসার ডাক দেওয়া হয়েছে।

সিপিএমের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'সিপিএম শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে। যুবরাও শ্রেণি ধারণার বাইরে নয়। তাই ব্রিগেডের মাঠে সকলের মতো যুবরাও উপস্থিত থাকবে। তারাই তরুণ প্রজন্ম, তারাই ভবিষ্যৎ।' সিটুর এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য, 'ব্রিগেডের মাঠে তরুণ প্রজন্ম থাকবে না এটা হয় না। তাই স্বেচ্ছাসেবক থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই যুবদের থাকার জন্য অনুরোধ করেছি।'

বক্তা হিসেবে মীনাক্ষীর থাকা নিয়ে দলের এক রাজ্য নেতার বক্তব্য, 'মীনাক্ষী বক্তা হিসেবে থাকবেন কি না তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে দলের অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করছেন। তাঁদের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে।' আরেক নেতার কথায়, 'মীনাক্ষীর জনসমর্থন রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রমিক, কৃষকদের নামে ব্রিগেড হলেও বামপন্থী দল কখনও মুখের রাজনীতি করে না। তাই কেউ বক্তব্য রাখতেই পারে। সেক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। দল ঠিক করবে।'

শিক্ষকের আত্মহত্যায় ভুয়ো বার্তা

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : এসএসসি চাকরি বাতিলের আবহেই মঙ্গলবার সকালে জয়নগর টিএস সনাতন হাইস্কুলের এক শিক্ষক আত্মঘাতী হন। সেই নিয়ে পয়লা বৈশাখ সকাল থেকেই মৃত শিক্ষককে ২০১৬ এসএসসি প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষক বলে বর্ণনা করে একাধিক ভুয়ো পোস্ট সমাজমাধ্যমে ছেয়ে যায়। তবে 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'-এর তরফে জানানো হয়, মৃত শিক্ষক প্রণব নাইয়ার সঙ্গে এসএসসির ২০১৬ সালের চাকরিহারাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কুলতলির প্রণব নাইয়া এসএসসির ২০১৩ সালের প্যানেলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে কুলতলির তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামে প্রণবের বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

আইনজীবীর অভাব, উদ্বেগ তৃণমূলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে পরপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ধাক্কা খেয়ে এখন দলের শক্তিশালী আইনজীবী সেল বা সংগঠনের অভাব টের পাচ্ছে উদ্বিগ্ন তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। এই নিয়ে চিন্তায় আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। রাজ্য তৃণমূল সূত্রে মঙ্গলবারের খবর, এই ব্যাপারে দলের শীর্ষনেতৃত্বের কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। চাকরি বাতিল, আরজি কর কাণ্ড সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রাজ্যকে মাঝেমধ্যেই বিপাকে পড়তে হয়েছে। এ ব্যাপারে দলের নির্ভরতা একমাত্র কংগ্রেসপন্থী বিশিষ্ট আইনজীবীদের দিকেই গিয়েছে। বিরোধী সিপিএম ও বিজেপির পক্ষে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে বহু বিশিষ্ট আইনজীবী রয়েছেন। সেই তুলনায় তৃণমূলে বিশিষ্ট আইনজীবীর সংখ্যা নেহাতই কম বলে এখন মনে করছে শাসকদল তৃণমূল। দিল্লিতে একমাত্র দলের সাংসদ বিশিষ্ট আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মামলায় নির্ভর করতে হচ্ছে দলকে। এর বাইরে কংগ্রেসপন্থী বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি, কপিল সিবালের মতো আইনজীবীদের ওপর ভরসা করেই মামলা লড়তে হচ্ছে তৃণমূলকে। যেটা মোটেই খুশি করতে পারছে না দলকে। দল এখন চাইছে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট স্তরে দলের আইনজীবী সেল বা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে। যাতে ভবিষ্যতে দল অনেক মামলার বিষয়েই আশ্বস্ত হতে পারে।

চাহিদা নেই ঠাকুরের ছবির ক্যালেন্ডারের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : একসময় হিন্দু গৃহস্থবাড়ির দেওয়ালগুলিতে শোভা পেত দেবদেবীর ছবিওয়ালা বাংলা ক্যালেন্ডার। নববর্ষের দিন গৃহকর্তারা বাড়ির কচিকাঁচাদের সঙ্গে হাতে বড় ব্যাগ নিয়ে বেরোতেন হালখাতা করতে। প্যাকেটের মিষ্টির সদ্ব্যবহার করার আগেই দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার টাঙানো হয়ে যেত ঘরের দেওয়ালে। বাংলা ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি সমান আদর ছিল পঞ্জিকার। বাড়ির বয়স্ক গুরুজনেরা নিয়ম করে পাতা উলটে পুজোপার্বণ ও নানা আচার-আচরণের দিনক্ষণ দেখে নিতেন। সময় বদলেছে। গত কয়েক বছরে আচমকাই ধর্মীয় জিগির বেড়েছে। কিন্তু দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার দেওয়াল থেকে কার্যত উধাও। কারণ দোকানদাররা আর এই ধরনের ক্যালেন্ডার ছাপার অর্ডার দিচ্ছেন না। আক্ষেপ করে এটাই জানালেন ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতারা।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে একটু এগিয়ে সৈয়দ স্যালি লেন। 'ক্যালেন্ডার গলি' নামে পরিচিত সরু গলির দু'পাশে তপ্ত দুপুরেও শোনা যাচ্ছে ছাপাখানার আওয়াজ। অধিকাংশ দোকানে থরে থরে সাজানো অর্ডারি ক্যালেন্ডার। ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর দেড়টা। গলির শুরুতেই বামপাশে রামলাল আগরওয়ালের দোকান। বসে খাতায় অর্ডারগুলি মিলিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। বললেন, 'এখন আর বাংলা ক্যালেন্ডারের চাহিদা তেমন নেই। ৬০০টা অর্ডার এলে তার মধ্যে ৫০০টাই ইংরেজি ক্যালেন্ডার। আর এখন দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের অর্ডার তেমন আসে না।' খানিকটা এগিয়ে আরেকটি দোকানে চোখ পড়তেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো ইংরেজি ক্যালেন্ডার। বাংলা ক্যালেন্ডারগুলির বেশিরভাগেই রাজনৈতিক নেতাদের ছবি। দোকানের কর্ণধার নীরেন্দ্র জানা বললেন, 'খদ্দেররা দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের বরাত দেয় না বললেই চলে। ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষের সময় রাজনৈতিক দলের থেকে বরাত পাওয়া অর্ডারই বেশি থাকে।' একই অবস্থা শিয়ালদার বৈঠকখানাতেও। ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারক রাজেন্দ্র ঝা বললেন, 'এখন আর গৃহস্থ বাড়িগুলিতে ক্যালেন্ডার টাঙানো হয় না বললেই চলে। তাই অনেক ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডার তৈরির ক্ষেত্রেও বদল আনতে হয়েছে। ছোট মাপের ক্যালেন্ডার বেশি তৈরি করছি।' বিক্রেতাদেরও একই আক্ষেপ। কলেজ স্ট্রিট মোড়ে পঞ্জিকা, ক্যালেন্ডার ও বই নিয়ে বসেছেন বিক্রেতা মহেন্দ্র মণ্ডল। বললেন, 'এই নববর্ষের সময়টুকুই পঞ্জিকা, ক্যালেন্ডার যা বিক্রি হয়। তবে বাংলা ক্যালেন্ডারগুলির অধিকাংশ ছবিবিহীন। সেগুলিই বিক্রি হয়েছে।'

চাহিদা কমেছে পঞ্জিকারও। কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত পঞ্জিকা প্রস্তুতকারক দোকানটির সামনে নববর্ষের দিন যথারীতি ভিড় ছিল। দোকানের এক কর্মীর বক্তব্য, 'সারা বছর টুকটাক পঞ্জিকা বিক্রি হলেও নববর্ষের সময়ই চাহিদা বেশি থাকে। তবে আগের তুলনায় অনেক কম।' অক্ষয় তৃতীয়া, পয়লা বৈশাখে বাংলা নতুন বছরের আমেজে মেতে ওঠে আমজনতা। বিশেষ করে সোনার দোকানগুলিতে হালখাতা করার ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। সেই উৎসাহ এখন কমেছে। বড়বাজারের একটি বিখ্যাত সোনার দোকানের কর্মী বললেন, 'সোনার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন ক্রেতার সংখ্যা অনেকটাই কম। তাই ক্যালেন্ডার কম রাখা হয়েছে। এখন ধনতেরাসের সময় নববর্ষের থেকে বেশি ভিড় হয়।'

মালদা ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

সংশোধন এবং সংযোজন

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্গঠন সম্পর্কিত কাজে প্রি নন-ইন্টারলকিং (০৭.০৮.২৫ থেকে ০৯.০৮.২৫) এবং নন-ইন্টারলকিং (১০.০৮.২৫ থেকে ১৩.০৮.২৫ পর্যন্ত) কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পূর্ব প্রকাশিত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছে : ● ১৩১৪৬ রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২৫), ১৫৭১১ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২৫) এবং ৫৩০২৮ মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৮.২৫) – ট্রেনগুলিও বাতিল থাকবে। ● পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২৫-এর পরিবর্তে ১৫৭১২ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২৫) বাতিল থাকবে। ● ১২.০৮.২৫ তারিখে, ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-এর পরিবর্তে ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস পুনর্নির্ধারিত হবে। ● ১৩০১২ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৮.২৫) -ও রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৬ সংখ্যা, বুধবার, ২ বৈশাখ ১৪৩২

সম্পাদকীয়

মস্তিষ্কে ধর্ষণ

নববর্ষে বিরাটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করতেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে এই দিনটি ছিল তাঁর কাছে পরস্পরের কাছে আসার উৎসব হিসেবে। বড়দের প্রণাম, ছোটদের সম্ভাষণ, সমবয়সিদের কোলাকুলি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মানুষে মানুষে নৈকট্যের বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন বুঝেছিলেন তিনি। বৈশাখের এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল, 'মুছে যাক গ্লানি/ ঘুচে যাক জরা।' অথচ ১৪৩২ আমাদের জীবনকে গ্লানিতে ভরিয়ে দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'-এর বদলে খণ্ড খণ্ড হয়ে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বুকে নতুন বছরের সূচনা হচ্ছে যেন। মোথাবাড়ি সতর্ক করেছিল। আমরা শিক্ষা নিইনি। রক্তাক্ত হয়ে গেল সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান। রাজনীতির ছোঁয়ায় পুলিশের পর নামল আধাসেনা। তা সত্ত্বেও বিভেদ ছড়িয়ে গেল মালদা, কান্দি, এমনকি শিলিগুড়িতে। ঘটনাগুলি যত ছোটই হোক বা যত নিয়ন্ত্রণেই থাক, রবীন্দ্রনাথের ঐক্য চেতনার এক বিপরীত স্রোত বয়ে চলেছে যেন।

কিছু মানুষ জীবিকাচ্যুত হয়ে এক অস্থির সময়ের মধ্যে পড়লেন নতুন বছরে। অপরাধ যারই হোক, সেখানেও যোগ্য-অযোগ্যের বিভাজন। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের পালা ক্লেদ বইয়ে দিচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। কবিরা প্রশ্ন তুলছেন, ধর্ষণ কি শুধু যৌনাঙ্গে হয়, মস্তিষ্কে হয় না? অযোগ্য শব্দটি উচ্চারণের সুযোগ তৈরি হল যাঁদের পাপে, তাঁদের বিরুদ্ধে বরং ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ হতে পারত নববর্ষের সংকল্প।

বদলে পারস্পরিক সন্দেহ বিষিয়ে দিচ্ছে জীবিকার জন্য লড়াইয়ের ঐক্যবদ্ধ পরিবেশকে। মস্তিষ্কে ধর্ষণের কারণেই প্রতিবেশীকে, সহ নাগরিকের প্রতি এত সন্দেহ, এত ঘৃণার চাষ হয়ে চলেছে চারদিকে। যার ফসল মোথাবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি- একের পর এক অশান্তির বাতাবরণ। হিংসায় কেউ হারাচ্ছেন প্রাণ, কেউ হারাচ্ছেন স্বজন। কারও বাড়ি জ্বলছে, কেউ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। ধর্মীয় কারণে উচ্ছেদ হওয়ার পুরোনো স্মৃতি বিভীষিকা হয়ে ফিরছে কারও কারও জীবনে। অসহনীয় রূঢ় বাস্তব!

রবীন্দ্র চেতনার বিপরীতে আমাদের কেউ কেউ বিদ্বেষ ভাবনায় প্রভাবিত হচ্ছেন। যে ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পনামাফিক। কখনো-কখনো বিদেশের মাটি থেকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। কবির ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, ধর্ষিত হচ্ছে মস্তিষ্ক। শুভচিন্তার বদলে হৃদয়ে তাই ঠাঁই পাচ্ছে ভিনজাত, ভিনধর্মের প্রতি আক্রোশ, ঘৃণা। মৌলবাদ এখন পৃথিবীজুড়ে মানবতার সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। যে মৌলবাদ বিভিন্ন ধর্মের বেশ ধরে আসে।

যে বেশেই আসুক না কেন, মৌলবাদের লক্ষ্য বিনাশ, নিধন। আন্তর্জাতিকতাবাদের যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়েছিলেন, তার স্থান নিচ্ছে সংকীর্ণ জাতীয়তার ভাবনা। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে রাজনীতির নামে মতাদর্শগত বিচ্যুতি ভয়ংকর বিপদকে জড়িয়ে দিয়েছে আমাদের জীবনে। মোথাবাড়ি থেকে মুর্শিদাবাদ- গুজবের চাষ সম্প্রসারিত করে চলেছে মৌলবাদ। কখনও দেশের গণ্ডির মধ্যে থেকে, কখনও সীমানা পার হয়ে অন্য ভূখণ্ড থেকে সেই চক্রান্ত অবিরাম হয়ে চলেছে।

ঐক্যবদ্ধভাবে সেই বিদ্বেষ ঠেকানো যেখানে নববর্ষের সংকল্প হওয়া উচিত, সেখানে একদল মানুষ সেই চক্রান্ত বুঝেও তাতে শামিল হয়ে যাচ্ছেন শুধু সংকীর্ণ ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে। মৌলবাদ আমাদের সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। তাকে আটকানোর চেষ্টা না করে প্রতিবেশীকে, ভিনধর্মকে, ভিনজাতকে অহেতুক শত্রু ঠাউরে ফেলার খেলা চলছে।

মোথাবাড়ির দুই ধর্মের দুই শিশুর একসঙ্গে মিড-ডে মিল খাওয়ার যে ছবি ভাইরাল হয়েছে, তা আমাদের আশার উদ্রেক করে বটে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যে, এই ছবিকেও বিষিয়ে দিতে তৎপরতা কম নয়। নতুন বছর আমাদের অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয় বটে। কিন্তু জীবন যতক্ষণ, ততক্ষণ অনন্ত আনন্দবোধে নিজেদের জারিত রাখার সুযোগ হেলায় নষ্ট করে চলেছি আমরা। এই বিষবৃক্ষের বিনাশই হতে পারে এবারের নববর্ষের সংকল্প।

অমৃতধারা

অতীতে যা হয়েছিল তা এখন হচ্ছে,এখন যা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে হবে,তার জন্য চিন্তিত হচ্ছো কেন? প্রতিদিনের মাঝে নিহিত আছে গুপ্ত রহস্য অনেকবার সেটা তুমি দেখেছ। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না, সে নিজের প্যাঁচের ধাঁধায় আটকে পড়ে। সৎ ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যে কোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই।

-ব্রহ্মাকুমারী

আলোচিত

বাংলা জ্বলছে। দাঙ্গাবাজদের একটাই দাওয়াই, ডান্ডা। লাথো কা ভূত বাতো সে কাহাঁ মাননেওয়ালা হ্যায়! ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দাঙ্গাবাজদের স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে। যারা হিংসা ছড়াচ্ছে, তাদের শান্তির দূত বলছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তিকারীরা বাংলাদেশ চলে যান না!

-যোগী আদিত্যনাথ

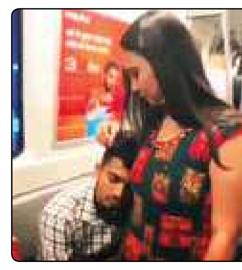

ভাইরাল

অচেনা। তা বলে কি প্রেম দেব না? মেট্রোয় ক্লান্ত অবস্থায় বারবার ঘুমে ঢলে পড়ছিলেন এক তরুণ। তাঁর অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন এক তরুণী। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তরুণের মাথা নিজের বুকে টেনে নিলেন ওই তরুণী। 'মোমেন্ট হে ভাই মোমেন্ট হে...।' ছবি ভাইরাল।

আজ

১৯৬৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি শিল্পী নন্দলাল বসু।

১৯৮৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট অভিনেতা বিকাশ রায়।

সোজা-সাপটা

বাজি ধরে ঘুষ খেতেন তিনি। চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখেছিলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুষ খাবেন। এক গ্রামীণ মানুষকে মাদি-ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে দেখে আটকালেন। বললেন, এ কি! মাদি ঘোড়ায় চড়েছ কেন?

পকেটভরা চপমুড়ি ও বিচিত্র মানুষদের ভুলিনি

ভগীরথ মিশ্র

সুকোমল। বালুরঘাটের ছেলে। তাকে চিনতাম। ব্লক পরিচালিত একটি ইটভাটায় সুপারভাইজার ছিল সে। খুবই মিষ্টভাষী আর পরোপকারী ছেলে। তার ছিল বিচিত্র স্বভাব। সেই স্বভাবের কথা অনেকের মতো আমিও জানতাম না।

গাছ খুব ভালোবাসত সুকোমল। বাগান করতেও ভালোবাসত। কিন্তু তার ছোট্ট বাড়িতে বাগান করবার জন্য একটুও জায়গা ছিল না। সেই কারণে সে করত কি, রাতের বেলায় একজনের বাগান থেকে লুকিয়ে কয়েকটি গাছ তুলে এনে অন্যের বাগানে লাগিয়ে দিত। রাত পোহাতেই একপক্ষ দেখত, তার বাগানের কয়েকটি গাছ হাওয়া। অন্যপক্ষ দেখত, তার বাগানে রাতারাতি গুটিকয় অতিরিক্ত গাছ ঢুকে পড়েছে। অথচ কেউই বুঝতে পারত না, কেমন করে এটা সম্ভব হল! একবার একের গাছ অন্যের বাগানে লাগাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সুকোমল। তাতেই ব্যাপারটা জানা গেল। আমরাও জানলাম। পরবর্তীকালে ওই নিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত না, কেবল মিটিমিটি হাসত।

বালুরঘাট ব্লকে একজন পিএ অর্থাৎ প্রোগ্রেস অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, নামটা আজ আর মনে নেই, তবে কুশমণ্ডি এলাকায় বাড়ি ছিল তাঁর। তাঁর মধ্যেকার উদ্ভট ব্যাপারটা ছিল এই যে, সংবৎসর গায়ে একটি হাওয়াই শার্ট পরেই থাকতেন ভদ্রলোক। ভেতরে গেঞ্জি অবধি থাকত না। এমনকি, ঘোর শীতকালেও এই ছিল তাঁর পোশাক।

হিলি ব্লকের এক গ্রামসেবক। গাছপালা তাঁর হাতে কথা বলত। এককথায় তিনি ছিলেন গাছ তৈরির জাদুকর। জেলার ডিএম, এসপিদের মতো উচ্চপদস্থদের কোয়ার্টারের বাগানগুলি তিনি নিপুণ হাতে বানিয়ে দিতেন। তাঁর হাতের জাদুতে মুগ্ধ থাকতেন ওই আমলারা। এমন একজন গুণী মানুষের চরিত্রের একটা অন্যদিকও ছিল। তিনি মুড়ি-মুড়কির মতো ঘুষ খেতে পারতেন। এমনকি, বরেন দাসের নামে মঞ্জুর হওয়া লোন বিলি করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, সরকারি নথিতে বরেনের 'র'টি ভুল করে 'ব' হয়ে গিয়েছে। ওটা ছিল সত্যিকারের ভুলই। বাবার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু 'ব'-এর তলার ওই ফুটকির অনুপস্থিতিই যত গোল বাধাল। শোনা যায়, ব-এর তলায় একটি ফুটকি বসিয়ে দেওয়ার মূল্য হিসেবে করকরে একশোটি টাকা নগদ আদায় করেছিলেন ভদ্রলোক।

তিনি নাকি বাজি ধরে ঘুষ খেতেন। একবার নাকি রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখেছিলেন, আধঘণ্টার মধ্যেই একজনের থেকে ঘুষ খাবেন। আধঘণ্টা যখন প্রায় অতিক্রান্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে একজন গ্রামীণ মানুষকে একটি মাদি-ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে দেখে ওকেই আটকালেন ভদ্রলোক। বললেন, এ কি! মাদি ঘোড়ায় চড়েছ কেন? গাই-গোরু দিয়ে হাল চষানো, মাদি ঘোড়ায় চড়া, এসব যে বেআইনি, তা জানো না? গ্রামীণ মানুষটি শুনেই থতমত খেয়ে একসা। সুযোগ বুঝে তাঁর থেকে কিছু নগদ দক্ষিণা আদায় করেছিলেন ভদ্রলোক।

পুষ্পাক্ষ চাকমা ছিলেন গঙ্গারামপুরের বিডিও। এমনিতে খুব সহজ-সরল মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার-স্যাপার ছিল যার জন্য ভদ্রলোককে আজও ভুলিনি। প্রথমত, খুব তড়বড় করে কথা বলতেন। তাঁর উচ্চারণেও একজাতের 'আধো-আধো বোল' গোছের ব্যাপার ছিল। সেই কারণেই, তাঁর মুখনিঃসৃত কথাগুলি একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই বুঝি ষোলোআনা বুঝতে পারত না। প্যান্টের পকেট দুটোই ছিল তাঁর বাজারের ব্যাগ-কাম-টিফিনবাক্স। বাজারে তিনি কোনও থলি নিয়ে যেতেন না। আলু-পেঁয়াজ ইত্যাদি যাবতীয় সবজি তিনি প্যান্টের দুটি পকেটে ভরেই নিয়ে আসতেন। মাছ জাতীয় আমিষ বস্তুগুলি কীভাবে আনতেন তা অবশ্য এতদিন বাদে আর মনে নেই।

মনে আছে, আমাদের জেলা স্তরের মিটিংগুলোতে যখন আসতেন, তাঁর দুই পকেটে কেক-বিস্কুট জাতীয় টিফিন ভরে আনতেন। খিদে পেলেই পকেট থেকে বের করে খেতেন। একবার বালুরঘাটে, একটা মেলায় তাঁকে দেখেছিলাম। মেলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মুড়ি ও তেলেভাজা খাচ্ছেন। প্যান্টের একটি পকেটে ঠাসা রয়েছে মুড়ি, অন্যটাতে আলুর চপ, বেগুনি জাতীয় তেলেভাজা। মেলার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে দিব্যি এক পকেট থেকে মুড়ি ও অন্য পকেট থেকে তেলেভাজা বের করে খাচ্ছেন।

খুব আলাভোলা গোছের মানুষ ছিলেন পুষ্পাক্ষ। পোশাক-আশাকের কোনও ছিরিছাঁদ ছিল না। ইস্ত্রিহীন কোঁচকানো জামা ও ঢলঢলে প্যান্ট পরে তিনি অফিস করতেন। জেলা স্তরের মিটিংগুলোতেও আসতেন ওই জাতের পোশাক পরে। আমার গৃহিণীও তাঁকে একাধিকবার দেখেছেন। সেই কারণেই আমাকে এলোমেলো পোশাক পরতে দেখলে বলতেন, তুমি যে দিন-দিন চাকমা হয়ে উঠছ!

একটা ঘটনার কথা বলি। তখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। ওই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় মাঝে মাঝেই জেলাগুলোতে এসে মিটিং করতেন। একবার খবর এল, তিনি বালুরঘাটে মিটিং করতে আসবেন। এও খবর পাওয়া গেল, শিলিগুড়িতে মিটিং সেরে তাঁর বালুরঘাটে পৌঁছোতে অনেক রাত হবে। মালদা-বালুরঘাট রোড ধরেই তাঁকে আসতে হবে বালুরঘাটে। মধ্যে পড়বে গঙ্গারামপুর ব্লক। ব্লক অফিসের সামনে দিয়েই তাঁকে যেতে হবে। খবরটা পেয়েই পুষ্পাক্ষ একটা কাজ করলেন। রাস্তার ধার ঘেঁসে একটা আদিবাসীদের বস্তি ছিল। সন্ধে নাগাদ হ্যাজাক জ্বালিয়ে ওই বস্তির ধারে একটা টিউবওয়েল পুঁততে শুরু করে দিলেন। একসময় পাইপ পোঁতার কাজে নিজেও লেগে গেলেন।

রাত এগারোটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার কালে দেখলেন, গভীর রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে টিউবওয়েল পোঁতার কাজ চলছে। কৌতূহলবশত তিনি তাঁর কনভয় থামিয়ে খোঁজ নিলেন, কারা এত রাত অবধি টিউবওয়েল বসাবার কাজ করছে? তলব পাওয়ামাত্র পুষ্পাক্ষ দৌড়োতে দৌড়োতে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির কাছে এসে হাজির। তাঁর তখন পুরোপুরি খালি গা। পরনে কেবল একটি আন্ডারওয়্যার। সারা শরীর ঘর্মাক্ত ও কর্দমাক্ত। ওঁর পরিচয় পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী একেবারে তাজ্জব ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরের দিন জেলা স্তরের মিটিংয়ে তিনি ঘটনাটির উল্লেখ করে ওই বিডিওর শতমুখে প্রশংসা করলেন, বিডিও স্বয়ং আন্ডারওয়্যার পরে টিউবওয়েল পুঁতছে! ভাবা যায় না!

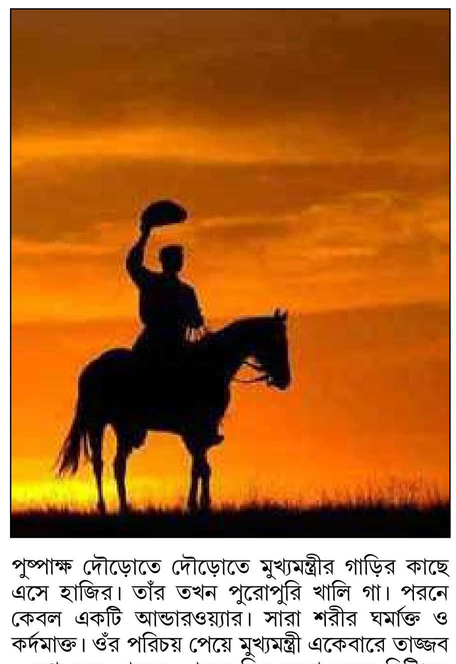

পরবর্তীকালে গঙ্গারামপুরের অন্য কর্মচারীদের মুখ থেকে পেছনের পুরো ঘটনাটা শুনে আমরা হেসে বাঁচি না। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবার পর খোদ জেলা শাসকও ওই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন।

ডিএম-এর মিটিংগুলোতে পুষ্পাক্ষকে নিয়ে অনেক রকমের মজা হত।

একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

ওই সময়কালে প্রত্যেক ব্লকের জন্য কৃষিলোনের কোটা বেঁধে দেওয়া থাকত। অঞ্চল-প্রধানরা লোন প্রাপকের তালিকা পেশ করতেন বিডিওর কাছে। বিডিও সেই তালিকা ধরে ধরে তদন্ত করাতেন। তদন্ত শেষে তালিকাটি চূড়ান্ত করা হত। তারপর লোন প্রাপকদের একটা বন্ডে সই করতে হত। তারপর শুরু হত লোন বিলির কাজ। তো, জেলা স্তরের মিটিংয়ে ব্লকে-ব্লকে লোন বিলির ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাকালে একসময় আসত গঙ্গারামপুরের পালা। ওই সময় বিডিও-ডিএম-এর মধ্যে কথোপকথনটি হত এই রকম—

বিডিও, গঙ্গারামপুর--, আপনার ব্লকে কত মানুষের লোন পাওয়ার কথা?

দেড়শো স্যর।

কী অবস্থা?

কাজ কমপ্লিট স্যর।

টাকাটা কি সবার হাতে পৌঁছে গিয়েছে?

এক সপ্তাহের মধ্যেই সবাই হাতে পেয়ে যাবে স্যর।

বন্ডে সইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে?

ওটাই কেবল বাকি স্যর। এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ডে সই হয়ে যাবে। তারপরই—

এনকোয়ারি শেষ করে বেনিফিশিয়ারি সিলেকশনের কাজ শেষ হয়ে গেছে?

এনকোয়ারি এক সপ্তাহের মধ্যেই সেরে ফেলব স্যর। তারপর বন্ডে সই করিয়েই লোন বিলি শুরু করে দেব।

অঞ্চল প্রধানদের থেকে বেনিফিশিয়ারির তালিকা এসে গেছে?

এই সপ্তাহের মধ্যেই সব তালিকা পেয়ে যাব স্যর। তারপরই এনকোয়ারি শেষ করে বন্ডে সই করিয়ে লোনগুলো বিলি করে দেব।

ততক্ষণে সারা হল জুড়ে হাসির রোল উঠেছে।

এই ছিলেন চাকমা সাহেব।

এই মুহূর্তে আরেক মজার মানুষের কথা মনে পড়ছে। তাঁর ব্যাপারটা ছিল আরেক রকমের। তিনি ছিলেন বালুরঘাট কালেক্টরেটেরই একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দিব্যি মনে থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের নামটা উহ্য রাখতে হচ্ছে স্রেফ সৌজন্যের খাতিরে। তবে তাঁর পদবি ছিল দে।

খুবই সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন মি. দে। তবে পাবলিকের থেকে দু'হাতে পয়সা লুটতেন। সে তো অনেকেই লোটে, কিন্তু মি. দে'র কিছু বিশেষত্ব ছিল। তার মধ্যে একটি হল, সম্ভবত বিনে পরীক্ষায় চাকরি বলেই তাঁর মনে হয়ে থাকবে যে, অন্যদের মনে তাঁর জ্ঞানগম্যি নিয়ে সংশয় থাকলেও থাকতে পারে। সম্ভবত সেই কারণে, তিনি পরিচিত, আধা-পরিচিত সবার সামনে কথায় কথায় আইন সম্পর্কে নিজের জ্ঞান জাহির করতে সদা তৎপর ছিলেন। অন্যের আইন-জ্ঞানের পরীক্ষাও নিতেন। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য ফাঁস হয়ে গেল যে, ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দুটির বেশি প্রশ্ন নেই। একনম্বর প্রশ্নটি হল, বলুন তো, লিডিং কোয়েশচন বলতে আইনের পরিভাষায় কী বোঝায়? আর, প্রশ্নমালার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, ৩০২ ধারা আর ৩০৪ ধারার মধ্যে তফাত বোঝেন?

আইন নয়, আমাদের কাছে যেটা খুব মজাদার ঠেকত, তা হল, প্রায় দু'-তিন বছর একই স্টেশনে কাজ করেছি, ওই সময়ে যতবার যাকেই তিনি আইনের কূটিলতা বোঝাতে গিয়েছেন, একশোভাগ ক্ষেত্রেই আইনের ওই দুটো প্রসঙ্গ তুলেছেন। মজলিশ বা পার্টিতে এলে সর্বদা ডিএম, এসপি গোছের ওজনদারের কাছাকাছি চেয়ারে বসবার জন্য উশখুশ করতেন। আর বসামাত্র ঘুরেফিরে আইনস্য কুটিলা গতি নিয়ে শুরু করতেন ভাষণ। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই ডিএম, এসপিরাও রায় সাহেবের বিচিত্র চরিত্রের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন। ওই নিয়ে আড়ালে খুব হাসাহাসি করতেন তাঁরাও।

যতদিন বালুরঘাটে ছিলাম, লক্ষ করেছি, রায় সাহেবের ওই হীনমন্যতাজনিত আচরণগুলো বেড়েই যাচ্ছিল।

জনমন জনমত

আমরা যেন পথভ্রষ্ট

মুর্শিদাবাদ থেকে চারশোর কাছাকাছি এক্সোডাস। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে লালিত একটি রাষ্ট্রের কালো সময়। ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুদের আন্দোলন-গণতান্ত্রিক পরিসরে অবশ্যই স্বাগতম। কিন্তু শান্তিপূর্ণ শব্দ যখন আন্দোলনের চরিত্রকে প্রতিস্থাপিত করে লুটপাট, মারধর, সরকারি সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করে, তখন সেটা চিন্তার বিষয় হয়ে দেখা দেয় অবশ্যই। সাংবিধানিক দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ঘৃণার চিত্রনাট্য। যারা মারছে এবং যারা মার খাচ্ছে, উভয়ের কাছে ধর্ম আসলে টিকে থাকার কৌশল, জীবনের অবলম্বন বলে আমার অন্তত মনে হয় না। রাখিবন্ধনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমাদের, আর আমরাই কি না পথভ্রষ্ট হয়ে জ্বালছি হিংসার পাণ্ডুলিপি। ভুলছি রবীন্দ্রনাথ, মানছি না নজরুল।

নিজেদের দাবিকে জোরালো করতে অন্য ধর্মের মানুষজনের ওপর নিপীড়নের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে আসা আমার রাজ্য। এসব কেন ভাবতে গিয়ে খুঁজে পাই এক রাজনৈতিক অন্ধকার। প্রশাসন সদর্থক পদক্ষেপ করে সহনাগরিকদের নিরাপত্তা দিক।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেই একই জায়গাতে আমাদের কাঁটা আটকে। ধর্মের মোহের এসব কালাজাদু পেরিয়ে নতুন ভোরের দিকে তাকিয়ে থাকুক যাবতীয় মানুষ। হ্যাঁ হিন্দু-মুসলিমের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে শুধুই মানুষ।

সৌরভ মজুমদার
প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

চাকরি বাতিল নয়, আসলে কর্মী ছাঁটাই

বেকারত্বের অনুভূতি নিয়ে মিথ্যে খেলায় মেতে উঠছে সরকার। প্রথমে টেনেহিঁচড়ে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করাতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারপর নিয়োগের প্রক্রিয়াগত দুর্নীতি, প্রশ্ন নিয়ে দুর্নীতি, কাউন্সেলিংয়ে দুর্নীতি, বদলি নিয়ে দুর্নীতি। এসবই তো চলছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনও ভূমিকা দেখতে পাচ্ছেন?

রাজ্য বলুন বা কেন্দ্র, শাসকদল বা বিরোধী দল আসলে সরকারি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ আপনার সঙ্গে নেই। এরা কেউ শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে না। কেউ সরকারি শিক্ষকতার চাকরি দিতে চাইছে না। এত শিক্ষকের চাকরি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, নতুন চাকরি দেওয়া হচ্ছে কয়টা? এই একটামাত্র ডিপার্টমেন্ট, যেখানে প্রচুর কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। তাই চেষ্টা একটাই, না থাকবে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, না থাকবে সরকারি শিক্ষক হওয়ার চাহিদা। তার আগেভাগে যদি শিক্ষা নিয়ে আরও কিছু টাকাপয়সা উপার্জন করা যায়, সেজন্য নেতারা মিটিং-মিছিল কমিয়ে আইনজীবীর ভূমিকায় কেস-কেস খেলা খেলছেন।

নিয়োগ নিয়ে মামলাগুলিতে নেতাদের যেমন সাইড ইনকাম থাকছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ফুটেজ। সাধারণ জনগণ, বেকার তরুণ-তরুণীদের বোকা বানিয়ে রাখা হচ্ছে। শিক্ষা সংক্রান্ত কেসগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার সম্মান নষ্ট হচ্ছে।

জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা করেছে আদালত করেছে। কোর্টের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। সেই সুযোগের অপব্যবহারে কলমের খোঁচায় বুকে গুলি করা হচ্ছে শিক্ষকদের। বেকার তরুণ-তরুণীদের মন থেকে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার স্বপ্নকে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষকদের হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়ে সমাজের মেরুদণ্ডকেই ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। চক্রান্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, শিক্ষকরা বসে বসে বেতন নেয়। সরকারি স্কুলে পড়াশোনা হয় না। আমরা শুধু অন্ধের মতো তা মেনে নিই। গভীরে গিয়ে ভাবি না।

এভাবেই তো চলছে কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং রাজ্যের শিক্ষার পিপিপি মডেলের চুপিচুপি প্রয়োগ। চলছে গরিব শ্রেণির একটা প্রজন্মকে মূর্খ করে রাখার অপচেষ্টা। যেখানে শিক্ষা কম, সেখানে প্রতিবাদ কম। শাসন-শোষণ সুবিধাজনক। তাই নেতারা চাইছেন, জনগণ সরকারি শিক্ষকদের ঘৃণা করুক। সরকারি সিলেবাসকে গাঁজাখুরি মনে হোক। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাক। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে গেলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ডেকে আনার বাতাবরণ সৃষ্টি করা সহজ হবে। দেশে বা রাজ্যে যা পরিস্থিতি চলছে তা শুধু বেসরকারিকরণেরই নীল নকশা। সবটাই পুঁজিপতিদের স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীতদাস হয়ে শিক্ষাদান এবং শিক্ষালাভ করার মতো অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই যুবসমাজকে অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের চোখের পট্টি খুলুন। রাজনৈতিক বোঝাপড়া আর নোংরা ষড়যন্ত্রটা বোঝার চেষ্টা করুন। তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস কারও মুখাপেক্ষী না থেকে রাজপথে নামুন। শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলুন। এটা শুধুই অযোগ্যদের বাতিল নয়, এটা কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এটা একধরনের সরকারি কর্মী ছাঁটাই পর্ব চলছে।

দীপঙ্কর বর্মন
পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

নববর্ষে আসুন বাংলা চর্চার অঙ্গীকার করি

গতানুগতিকভাবে প্রতি বছর বাংলা নববর্ষ আসে আর চলে যায়। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়ে থাকে। নববর্ষে আমরা সবাই এক আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠি। সরকারি কর্মচারীরা এবং সকল সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটি ছুটির দিন উপভোগ করেন।

অত্যন্ত আনন্দের খবর এই যে, বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার সম্মান লাভ করেছে। আসুন পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে আমরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করি। ঘরে ঘরে যতটুকু সম্ভব বাংলায় কথা বলি। লক্ষ করলে দেখা যায়, বিশেষত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা কথা বলার সময় বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে কথা বলতে খুবই আগ্রহী।

বলতে দ্বিধা নেই, যুগ যুগ ধরে বাংলা ভাষায় প্রচুর অন্য ভাষার শব্দ এসে যুক্ত হয়েছে এবং এভাবেই আমরা সেগুলোকে রপ্ত করে নিয়েছি।

কিন্তু দেখা যায়, বর্তমান যুগের বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা বিশেষত যারা ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা করে তারা হিংলা (হিন্দি+ইংরেজি+বাংলা) ভাষায় কথা বলছে, যা অত্যন্ত শ্রুতিকটু। তাই আসুন বাড়িতে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা ভাষায় কথা বলতে উৎসাহিত করি।

সব ভাষাকে সম্মান জানিয়ে বলছি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামের ফলক নিজের পছন্দের ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও লেখা বাধ্য করা হোক এবং সেজন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। এভাবেই বাংলা ভাষা দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ধ্বংস, ছারখার বা তছনছ ৫। গোলাকার বা বৃত্তাকার ৬। নিজের খিদে মেটানোর মতো যার সম্বল নেই ৮। আসল নয় কিন্তু মাছ ধরতে লাগে ৯। সাধারণ জনতা অথবা ফলের নাম ১১। কোন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদ ১৩। কখনও নয় ১৪। চড়াই পাখির অন্য নাম।

উপর-নীচ : ১। দেব সেনাপতি কার্তিকের স্ত্রী ২। মুহূর্ত বা নিমেষ ৩। বাঁদর অথবা পোকা ৪। প্রদীপ জ্বালাতে লাগে ৬। সাম্প্রতিক বিষয় ৭। যে ঘরে পুরুষদের ঢোকা বারণ ৮। পাচক বা হজমি ৯। জমির সীমানা বা মৌমাছির হুল ১০। ভিড়ের চাপে আহত ১১। যে ফন্দি আঁটে ১২। পাকা খোলা জায়গা ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

সমাধান ■ ৪১১৫

পাশাপাশি: ১।অঙ্গরাখা ৩।কণ্টক ৫।জাপটাজাপটি ৬।শকুন ৭। গোলাপ ৯। করালবদনা ১২। লালিমা ১৩। জরিমানা।

উপর-নীচ : ১। অহর্নিশ ২। খারাপ ৩। কলিজা ৪। কপাটি ৫। জান ৭। গোলা ৮। পদ্মাসনা ৯। কমলা ১০। লহমা ১১। দরাজ।

বিন্দুবিসর্গ

ভারতের সুতো আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৫ এপ্রিল : ভারত থেকে সুতো আমদানিতে রাশ টানল বাংলাদেশ। সেদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বেনাপোল, ভোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারী সহ সবকটি স্থলবন্দর দিয়ে এখন থেকে সুতো আমদানি স্থগিত থাকবে। সমুদ্রপথ বা অন্য কোনওভাবে সুতো আমদানি অবশ্য আগের মতোই চলবে।

সম্প্রতি তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্টের সুবিধা বাতিল করে দিয়েছে ভারত। সেই সিদ্ধান্তের পরেই ইউনূস সরকারের ভারত থেকে সুতো আমদানিতে রাশ টানার চেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রক আগেই জানিয়েছে, ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের ফলে ভারতের মধ্যে দিয়ে নেপাল বা ভুটানে পণ্য রপ্তানি করতে বাংলাদেশের সমস্যা হবে না। তারপরেও ভারত থেকে সুতো আমদানিতে ঢাকার রাশ টানার চেষ্টা নিয়ে এদিন পর্যন্ত অবস্থান স্পষ্ট করেনি কেন্দ্র।

বাংলাদেশ প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতীয় সুতোর ওপর নির্ভরতা কমাতে সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছিল বস্ত্র মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল অ্যাসোসিয়েশন। স্থানীয় যদিও এর ফলে পোশাক তৈরির খরচ বাড়ার আশঙ্কা করছেন বস্ত্র রপ্তানিকারীদের বড় অংশ। তাঁদের মতে, পালাবদলের পর আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার গভীর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে। যার জেরে আমেরিকা ও ইউরোপে বাজার হারিয়েছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। ভারত থেকে কম খরচে সুতো আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বুমেরাং হতে পারে।

বরখাস্ত নাসার বিভাগীয় প্রধান

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল : ট্রাম্পের নির্দেশে এবার চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন নাসার একটি ল্যাবের প্রধান ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীলা রাজেন্দ্র। নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাব ডিইআই-এর প্রধান ছিলেন নীলা। ট্রাম্প জানিয়েছেন, যে প্রোগ্রামগুলি তিনি করছেন সেগুলি জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে মার্কিনদের বিভক্ত করছে। এটা লজ্জাজনক বৈষম্য। এতে মার্কিন করদাতাদের অর্থ নষ্ট হচ্ছে। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার বৈচিত্র্য, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভাগ ডিইআই। এখানে অন্য যে কর্মীরা ছিলেন তাঁদের চাকরিও চলে গিয়েছে। মার্কিন সরকার ডিইআই পদটিকেই মুছে দিয়েছে। তবে নীলাকে চাকরিতে বহাল রাখতে সবরকমের চেষ্টা করেছিল নাসা। পারেনি। ট্রাম্প সরকার ডিইআই পদ তুলে দেওয়ার পর নাসা কর্তৃপক্ষ নীলাকে দলীয় উৎকর্ষ ও কর্মচারী সাফল্য বিভাগের প্রধান করেছিল। ট্রাম্প সেই পদ থেকেও নীলাকে ছেঁটে দেন।

এবার বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : এবারের বর্ষাকালে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার মাসের এই বর্ষাকালে গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১০৫ শতাংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি গড়ের (৮৭ সেন্টিমিটার) চেয়ে বেশি।

এই পূর্বাভাস কৃষি ও দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক খবর। ভারতের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৫২ শতাংশ বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া পানীয় জল ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও বর্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানান, এবছর এল নিনো পরিস্থিতির সম্ভাবনা কম, যা সাধারণত বর্ষায় কম বৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত থাকে। তবে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাত বেশি হলেও তা সর্বত্র একই মাত্রায় নাও হতে পারে। বর্তমানে বর্ষার দিনের সংখ্যা কমলেও অল্প সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়ছে। এর ফলে খরা ও বন্যা ঘনঘন দেখা দিচ্ছে।

ধাক্কা মুখ্যমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল : জোর ধাক্কা কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। মাইসুরু নগরোন্নয়ন বিভাগ (মুডা)-এর জমি বেআইনিভাবে বণ্টনের অভিযোগে তাঁর নাম জড়িয়েছে। মঙ্গলবার এমপি এমএলএ আদালত জানাল, মামলায় লোকায়ুক্ত পুলিশ সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধেও তদন্ত চালিয়ে যাবে। আদালত জানিয়েছে, দুর্নীতিতে জড়িত প্রত্যেকের ব্যাপারে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আদালত জানিয়েছে, ইডি রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করতে পারে। লোকায়ুক্ত পুলিশেরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাধা নেই।

হাসপাতাল থেকে চুরি ও ধর্ষণ নিয়ে শীর্ষ আদালতের কড়া অবস্থান

শিশু হারালে লাইসেন্স বাতিল করার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : কোনও হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত শিশু চুরি বা নিখোঁজ হলে সবার আগে ওই হাসপাতালের 'লাইসেন্স' বাতিল করতে হবে। মঙ্গলবার শিশুপাচার সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শিশুপাচার সংক্রান্ত সব মামলায় ছ'মাসের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের নির্দেশ, প্রতিটি নিম্ন আদালতের কাছে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিতে হবে হাইকোর্টগুলিকে।

শিশু পাচারের একটি মামলায় অভিযুক্ত তিনজনকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে জামিন দিয়েছিল, তা মঙ্গলবার বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং হাইকোর্টের ভূমিকারও।

ওই মামলায় অভিযুক্তদের আগাম জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন নিখোঁজ এক শিশুর মা। তাঁর অভিযোগ, নবজাতককে চুরি করে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল পুত্র-সন্তানের অভিলাষী এক দম্পতির হাতে।

সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, এমন অপরাধে দোষীদের জামিন দেওয়া সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। শীর্ষ আদালতের মতে, একটি শিশু মারা গেলে কালক্রমে তা সয়ে যায় মা-বাবা'র। তাঁরা এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনাকে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বলে মেনে নেন। কিন্তু যদি শিশু হারিয়ে যায় এবং তাকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে সেই যন্ত্রণা তাঁরা সারাজীবন বয়ে বেড়ান। এটা মৃত্যুর থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক।

সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে দেশের সব রাজ্যকে শিশু পাচার রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, যদি কোনও রাজ্য এই নির্দেশ অমান্য করে, তাহলে তা আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হবে।

দেশের সমস্ত হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শিশু পাচারের মামলাগুলির বিচার ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য নিম্ন আদালতগুলিকে নির্দেশ দিতে। প্রতিটি রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা প্রতিবেদন খতিয়ে দেখে দ্রুত তা রূপায়িত করতে হবে। শিশু পাচারের মামলা হলে প্রতিটি রাজ্যের হাইকোর্টকে মামলার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রতিদিনের ভিত্তিতে শুনানি চালিয়ে যেতে হবে।

আদালত জানিয়েছে, যদি কোনও নবজাতক কোনও হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ বা পাচার হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের লাইসেন্স সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করতে হবে। সেই সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর নবজাতকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের মতে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট মামলাটি হালকাভাবে নিয়েছে এবং জামিন দেওয়ায় অনেক অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কেন রাজ্য সরকার এই জামিন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কোনও আপিল করেনি। আদালতের কথায়, 'উত্তরপ্রদেশ সরকার যেভাবে এই মামলাটি পরিচালনা করেছে, তাতে আমরা অত্যন্ত হতাশ। বোঝাই যাচ্ছে, তারা কোনও গুরুত্বই দেয়নি মামলাটিকে।'

এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্য 'অসংবেদনশীল'

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : নির্যাতনের দায় নির্যাতিতার ঘাড়ে চাপানো যায় না। এই সহজ সত্যটা ভুলে রায় দিয়ে ফের শীর্ষ আদালতের রোষের মুখে পড়তে হল এলাহাবাদ হাইকোর্টকে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট এক ধর্ষণ মামলায় রায় দেওয়ার সময় মন্তব্য করে, নিজের দোষেই বিপদে পড়তে হয়েছে নির্যাতিতাকে। তাঁর যৌন হেনস্তার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। সেই মন্তব্যে মঙ্গলবার উচ্চ আদালতকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য করা একেবারেই অনুচিত। হাইকোর্ট যা বলেছে তা 'অত্যন্ত অসংবেদনশীল' বলেও মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের।

দিনকয়েক আগেই এক ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। রায় দেওয়ার সময় বিচারপতি সঞ্জয়কুমার সিংয়ের বেঞ্চ মন্তব্য করেছিল, 'নির্যাতিতার অভিযোগকে যদি সত্য বলে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও এটা বলা যায় যে তিনি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। এর দায় সর্বতোভাবে তাঁর।' সেই মন্তব্য নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ও আপত্তি জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চ ওই রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেছে, 'জামিন দেওয়া যেতেই পারে অভিযুক্তকে। কিন্তু নির্যাতিতা নিজেই বিপদ ডেকে এনেছেন, একথা বলা যায় না। যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনায় মন্তব্য করার আগে আরও সতর্ক থাকতে হবে আদালতকে।'

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের নয়ডার এক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তিন বান্ধবীর সঙ্গে দিল্লির হাউস খাস এলাকায় একটি পানশালায় গিয়েছিলেন। সেখানে পূর্বপরিচিত কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তরুণীর দাবি, পানশালায় তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন। রাত ৩টে পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন সেই পানশালায়। অভিযোগ, সেখানে ওই পুরুষদের মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন। তরুণীর আরও দাবি, পানশালা থেকে ফেরার পথে অভিযুক্ত তাঁকে অনবরত খারাপভাবে স্পর্শ করতে থাকেন এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বদলে গুরুগ্রামে এক আত্মীয়ের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। অভিযোগ, সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার পরে নয়ডার এক থানায় অভিযোগ জানান নির্যাতিতা এবং গত বছরের ১১ ডিসেম্বর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তের দাবি, ধর্ষণ নয়, যা হয়েছে তা তরুণীর সম্মতিতেই। সেই মামলাতেই অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। পাশাপাশি নির্যাতিতাকেই দায়ী করে আদালত।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট অন্য একটি মামলায় 'বিতর্কিত' মন্তব্য করেছিল। কিশোরীর স্তনে হাত দিলে বা তার পাজামার দড়ি খোলার চেষ্টা করলে তা ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা নয় বলে রায় দিয়েছিল এলাহাবাদ উচ্চ আদালত। তা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। সেবারও হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল বিচারপতি গাভাইয়ের বেঞ্চ। তারা জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশে তারা ব্যথিত। এতে 'পুরোপুরি সংবেদনশীলতার অভাব' রয়েছে। কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে এই বিষয়ে জবাবও তলব করেছিল শীর্ষ আদালত।

হরিদ্বারের এক আশ্রমে সাধুদের প্রসাদ পরিবেশন। মঙ্গলবার।

রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি কমিটি গঠন স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যপাল আরএন রবির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে তামিলনাড়ু সরকার। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে পারেন না রাজ্যপাল। সেই রায়ের পরেই রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। কমিটির প্রধান করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কুরিয়ান জোশেফকে। সদস্য মনোনীত হয়েছেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার অশোকবর্ধন শেট্টি এবং মু নাগরাজন।

স্ট্যালিনের দাবি, রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতেই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের অধিকার রক্ষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি অনুসন্ধান করবে এবং সুপারিশ জমা দেবে।'

> রাজ্যের অধিকার রক্ষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি অনুসন্ধান করবে এবং সুপারিশ জমা দেবে।
>
> **এমকে স্ট্যালিন**

তিনি জানান, আগামী বছর জানুয়ারির মধ্যে কমিটি তার প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করবে। চূড়ান্ত রিপোর্ট দু-বছরের মধ্যে জমা পড়ার ব্যাপারে সরকার আশাবাদী। শুধু তামিলনাড়ু নয়, সব রাজ্যের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন কমিটি গঠনের কথা বলতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির (এনইপি) আড়ালে অহিন্দি ভাষী রাজ্যগুলির ওপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে ফের সরব হয়েছিলেন স্ট্যালিন।

তামিলনাড়ুতে এনইপি কার্যকর না করায় রাজ্যের বিপুল বরাদ্দ কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। স্ট্যালিন বলেন, 'এনইপিকে গোটা দেশে হিন্দি প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ত্রিভাষা নীতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এনইপি না মানার কারণে শিক্ষা-খাতে রাজ্যের প্রাপ্য আড়াই হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র।'

ইডি'র চার্জশিটে সোনিয়া ও রাহুল

৬ ঘণ্টা জেরা রবার্ট ভদরাকে

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় অস্বস্তি বাড়ল সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির। মঙ্গলবার ওই মামলায় দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। চার্জশিটে নাম রয়েছে সোনিয়া ও রাহুলের। নাম রয়েছে কংগ্রেসের প্রবাসী শাখার প্রধান স্যাম পিত্রোদারও।

বিশেষ আদালতের বিচারক বিশাল গগনে জানান, ২৫ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওইদিন মামলার তদন্তকারীরা এবং ইডির আইনজীবী কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেবেন ও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শুনানি হবে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক তছরুপ মামলায় এই প্রথম সোনিয়া ও রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ল। এ নিয়ে গান্ধি পরিবার বা কিংবা পিত্রোদার তরফে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ইডি'র পদক্ষেপকে 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ষড়যন্ত্র' বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'এটা মোদির চক্রান্ত, কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চাইছে বিজেপি। ইডিকে দিয়ে যা খুশি করানো হচ্ছে। আমরা ভয় পাই না, লড়াই চালিয়ে যাব।'

এজেএল যে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকা প্রকাশ করে, তার মালিকানা রয়েছে ইয়ং ইন্ডিয়ান সংস্থার হাতে। সোনিয়া ও রাহুল উভয়েরই এই সংস্থায় ৩৮ শতাংশ করে শেয়ার রয়েছে।

অন্যদিকে মঙ্গলবার চার্জশিট জমা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইডি ঘণ্টা ছয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধির স্বামী রবার্ট ভদরাকে। হরিয়ানার একটি রিয়েল এস্টেট চুক্তি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির

অভিযোগ রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় কংগ্রেস সমর্থকরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন, 'যখন মোদি ভয় পায়, তখন ইডিকে সামনে আনে'। এই তদন্তকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাবি করেন ভদরা। তিনি জানান, তিনি আগেও বহু ঘণ্টা ধরে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। এখনও তাতে তাঁর আপত্তি নেই।

শনিবার ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ৬৬১ কোটি টাকার স্থায়ী সম্পত্তি নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার নোটিশ জারি করেছিল ইডি। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেড (এজেএল)-এর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগের তদন্তে নেমে এই স্থায়ী সম্পত্তিগুলি নিজেদের হেপাজতে নিচ্ছে ইডি। দিল্লি ও মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় বাড়ি, লখনউয়ের বিশ্বেশ্বরনাথ রোডে এজেএল বিল্ডিং এবং দিল্লির বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে ন্যাশনাল হেরাল্ড হাউস নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার কথা রয়েছে ইডি'র। সেই জন্য ওইসব সম্পত্তি খালি করতে বলা হয়েছে ইডির তরফে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তেজস্বীর বৈঠক

নজরে বিহার বিধানসভা ভোট

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : সরকারিভাবে দিন ঘোষণা না হলেও বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিল বিরোধী জোট। মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও।

কয়েক মাস ধরে বিহারে নিজেদের সমর্থনের ভিত পোক্ত করার চেষ্টার করছে কংগ্রেস। আরজেডি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অখিলেশ প্রসাদ সিংয়ের পরিবর্তে প্রদেশ সভাপতি করা হয়েছে রাজেশ কুমারকে। সচিন পাইলট, কানহাইয়া কুমারের মতো নেতারা রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে খাড়গের বাসভবনে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তেজস্বীর বৈঠক ইন্ডিয়ার জোট রাজনীতির নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেস সূত্রের দাবি, বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসাবে তেজস্বী যাদবকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে আরজেডি। এদিকে সচিন পাইলট সহ প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের একাংশ দাবি করছেন, নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর নাম স্থির হবে। সেই জট কাটাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তেজস্বী।

তবে আরজেডির সেকেন্ড ইন কমান্ডকে খাড়গে, রাহুল কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এ ব্যাপারে কংগ্রেস-আরজেডি কোনও তরফেই কিছু জানা যায়নি। বৈঠক সেরে বেরিয়ে তেজস্বী বলেন, 'বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে এবার এনডিএ-র হার নিশ্চিত।' মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে বিজেপি 'হাইজ্যাক' করে নিয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে আরজেডি একক বৃহত্তম দল উঠে এসেছিল। ৭৫টি আসনে জিতেছিল লালুপ্রসাদের দল। কিন্তু জোট সঙ্গী কংগ্রেস ৭০টি আসনে প্রার্থী দিলেও মাত্র ১৯টিতে জিততে পেরেছিল। তুলনায় ভালো ফল করেছিল বামদলগুলি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কংগ্রেসকে অনেক কম আসন ছাড়তে বদ্ধপরিকর তেজস্বী। সেটা আঁচ করেই কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বৈঠকে রাহুল ও খাড়গের সঙ্গে তেজস্বী।

হার্ভার্ডের সাহসিকতাকে কুর্নিশ ওবামার

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল : ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মোক্ষম জবাব দিয়েছে মার্কিন মুলুকের অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া ফরমান তারা মানছে না। কারণ, তাদের মতে, মার্কিন প্রশাসনের দাবি শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী। হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষের এহেন দৃঢ় অবস্থানকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি বলেছেন, হার্ভার্ডের সিদ্ধান্ত দৃষ্টান্তমূলক। তারা শিক্ষার স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে।

হার্ভার্ডের এই সিদ্ধান্তের পরেই তাদের ওপর 'শাস্তির খাঁড়া' নামিয়ে এনেছে ট্রাম্পের প্রশাসন। তারা হার্ভার্ডকে ২২০ কোটি ডলারের সহায়তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৬ কোটি ডলারের একটি চুক্তিও স্থগিত রাখা হয়েছে।

হার্ভার্ডের ওপর ট্রাম্পের এমন খাপ্পা হয়ে ওঠার কারণ কী? আসলে পশ্চিম এশিয়ায় হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধের আবহে আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্যালেস্তাইনের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখানো চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইহুদি-বিদ্বেষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিক পদক্ষেপ করছেন না বলেও অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ বন্ধ করার জন্য কী করণীয়, সেই বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সরকারের তরফে। বলা হয়েছিল, সেগুলি না-মানলে 'শাস্তিস্বরূপ' বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হবে।

ইতিমধ্যে সোমবার মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে আমেরিকার সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হার্ভার্ড। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ডকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর জবাবে হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালেন এম গার্বার বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় নিজের স্বাধীনতাকে সঁপে দেবে না বা নিজের সাংবিধানিক অধিকারও ত্যাগ করবে না। আমরা নির্দেশ মানছি না।'

মঙ্গলবার এক্স-এ ওবামা বলেন, 'হার্ভার্ড একটা দুর্দান্ত উদাহরণ তৈরি করল। বেআইনি এবং জবরদস্তিমূলক চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করে তারা শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে। তাদের কুর্নিশ।'

বোয়িং বিমান কেনা স্থগিত করল চিন

বেজিং, ১৫ এপ্রিল : চিনের ওপর নজিরবিহীন ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পালটা মার্কিন পণ্যে ১২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে চিনও। বাণিজ্যযুদ্ধের পারদ যখন চড়ছে, সেইসময় মার্কিন বিমান নির্মাতা সংস্থা বোয়িংকে নিশানা করল শি জিনপিংয়ের সরকার।

চিনা বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন বিমান কিনতে বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি না করে। শুধু বিমান নয়, আমেরিকা থেকে বিমানের যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রেও চিন বিধিনিষেধ জারি করেছে। বোয়িংয়ের বড় বাজার রয়েছে চিনে। আমেরিকা থেকে নিয়মিত বিমান

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধের জের

ও বিমানের যন্ত্রাংশ আমদানি করে চিনা যাত্রীবিমান সংস্থাগুলি। সেই বাজার হাতছাড়া হলে বোয়িং যে বড়সড়ো ক্ষতির মুখে পড়বে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এর ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে বোয়িংয়ের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ারবাস। চিনা বিমান নির্মাতা কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন অফ চায়না (কোম্যাক)-কেও এই সিদ্ধান্ত বাড়তি সুবিধা দেবে।

খবর, চিনের প্রথমসারির বিমানসংস্থাগুলি বোয়িংয়ের থেকে বড় সংখ্যায় বিমান কেনার পরিকল্পনা করেছিল। এই তালিকায় রয়েছে এয়ার চায়না, চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স ও চায়না সাদার্ন এয়ারলাইন্স। ৩টি সংস্থা মোট ১৭৯টি যাত্রীবিমান কেনার জন্য বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। চিন সরকারের নির্দেশের পর সেইসব চুক্তি কার্যকর হওয়া কঠিন। ফলে চিনের বিমান সংস্থাগুলিতে বিমানের অভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাড়বে পুরোনো বিমান রক্ষণাবেক্ষণের খরচও। সেইজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির জন্য চিন সকারের তরফে সাহায্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বোয়িংয়ের সঙ্গে হওয়া চুক্তি বাতিল হলে বিকল্প হিসাবে তৃতীয় কোনও সংস্থার থেকে বোয়িংয়ের বিমান ভাড়া নেওয়ার কথাও ভাবছে চিনের বিমান সংস্থাগুলি।

যিশুর হাত ধরে বলিউড বাংলায়

নীলাঞ্জনার থেকে সরে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করলেন যিশু সেনগুপ্ত। কিন্তু কার সঙ্গে? জানেন তাঁর নাম? তিনি সৌরভ দাস। সঙ্গে মহেশ ভাটও আছেন।

যিশু এবং নীলাঞ্জনা মিলে শুরু করেছিলেন ব্লু হোয়াটার মোশন পিকচার্স। ফাটিয়ে কাজ করত সেই সংস্থা। টিভিতে একেবারে একচেটিয়া কাজ ছিল তাদের। কিন্তু এবার সে সব ভেঙেচুরে সাফ। নীলাঞ্জনা নতুন করে শুরু করেছেন নিনি চিনি'স মাম্মস প্রোডাকশন।

এদিকে থেমে নেই যিশুও। তিনি এবার হাত দিলেন। আর পয়লা বৈশাখে খবরও দিলেন। হোয়াই সো সিরিয়াস ফিল্মস। হ্যাঁ, এটাই তাঁর হাউসের নাম। সঙ্গে আছেন সৌরভ দাস আর মহেশ ভাট।

জানা যাচ্ছে যে, সিনেমা থেকে গান, বিনোদনের সমস্ত কিছু দর্শকরা উপহার পাবেন এই সংস্থা থেকে।

যিশু তাঁর নতুন এই 'হোয়ই সো সিরিয়াস ফিল্মস' সংস্থা প্রসঙ্গে জানালেন, 'আমি আর সৌরভ দুজনেই একটা প্রোডাকশন হাউস খুলেছি। সৌরভই প্রস্তাব দেয়। দুজন অভিনেতা এক জায়গায় এলে ফ্রিকশন তৈরি হতে পারে। কোথায় সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি বিস্তর। সৌরভ স্পষ্ট জানে ও জীবন থেকে কী চায়। আমাদের লক্ষ্য এক, তবে পদ্ধতি আলাদা। আমাদের প্রিয় চরিত্র ব্যাটম্যানের জোকার। প্রথমে ভেবেছিলাম জোকার বা ওরকম কিছু রাখবো। তারপর জোকারের প্রিয় সংলাপ 'হোয়াই সো সিরিয়াস' মাথায় রেখেই এই নামকরণ করা হয়।'

এই প্রথম বাংলার কোনও প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে যুক্ত হলেন সম্মানীয় পরিচালক মহেশ ভাট। আলিয়ার বাবা জানালেন, 'যিশু সেনগুপ্ত আমার ছেলের মতো। ও কিছু বললে, আমাকে রাজি হতেই হবে।'

হেথা থেকে যাও 'পুরাতন'

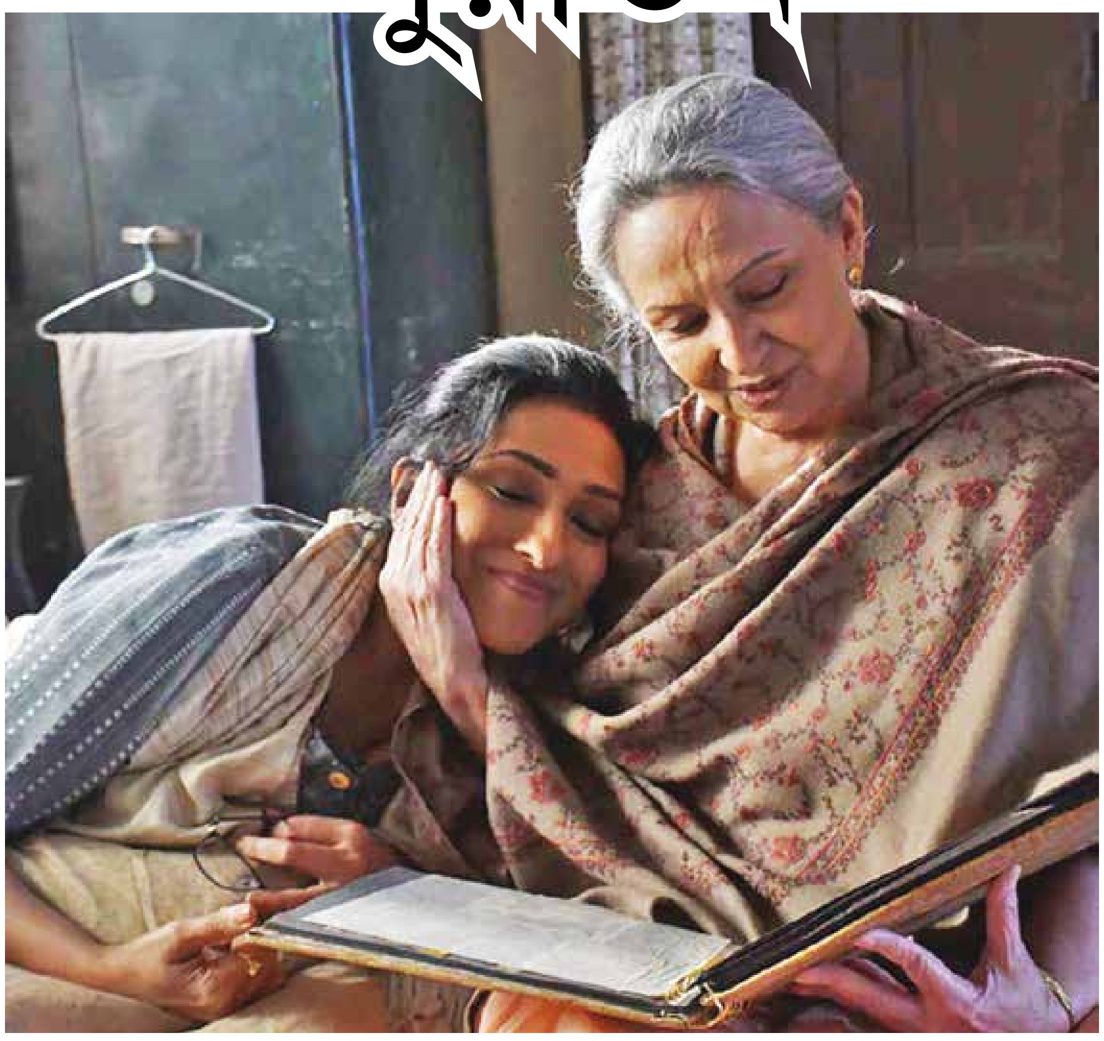

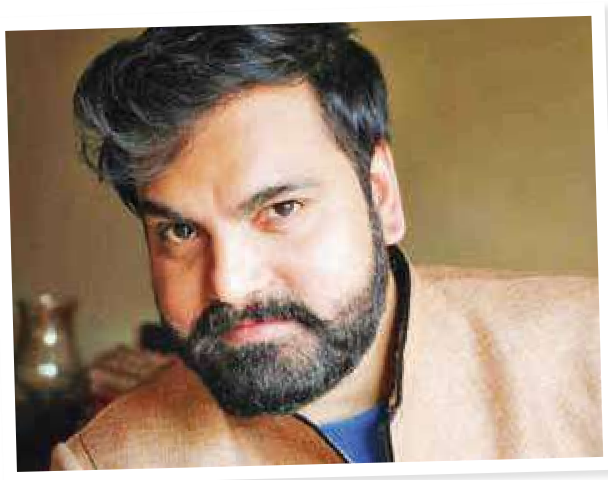

বাংলা সিনেমার দুই দেবী শর্মিলা ঠাকুর এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর নতুন ছবি 'পুরাতন'। অনুভূতি লিখছেন নবীন পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস

'যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজাল।/ যদি থাকি কাছাকাছি,/ দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি –/ তবু মনে রেখো।'

সবটা কি মনে আছে, কতটা বেমালুম ভুলে গেছি। আর যা মনে রাখতে চাইনি তা কেমন বেঁচে আছে, 'ভুলেও খুলোনা এরে, ফেলে দাও কালের গহ্বরে'। কোথায় যাব, কতদূর গেলে তুমি আর আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে না 'পুরাতন'। মরচে ধরা জীবনের হাতবাক্সে পুরাতন কি শুধুমাত্র স্মৃতির খেলা, হাতড়ে যাওয়ার অতল সন্ধান, নাকি একটি মানুষের অস্তিত্বও। ইতিহাস প্রাচীন মজগের অন্ধকারে যখন খুঁজে চলেছি, আমি কে? 'ভেসে ভেসে যায় যে সময় নিরুদ্দেশে, ভেসেছি আমি তোমার বেশে ডেকে যায় আলেয়া' নিজের প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে একলা ভবঘুরে মন। কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই আছে-- আমি, তুমি, সে ও সখা আলো ও অন্ধকার।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ছবি 'পুরাতন' তেমনি এক পুরাতনী গানের অনুরণন, প্রাক্তনী বারান্দায় বসে যুগের প্রবাহিত স্রোতের দিকে তাকিয়ে কুয়াশার স্মৃতি যাপন। সুমন ঘোষ পরিচালিত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত 'পুরাতন' ছবির অন্দরবাস গল্পও যেন তাই। আর এই গল্পজুড়ে অবাধ বিচরণে যিনি তাঁর নিজস্ব জগৎ নির্মাণ বিনির্মাণ করে চলেছেন তিনি ছবির মুখ্য চরিত্র অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর, ছবির শিরা-উপশিরায় বিস্তার করেছেন সুরের মতো। পুরাতন দেখার একটা আলাদা রকম অপেক্ষা ছিল, শ্রীমতী ঠাকুরের দীর্ঘ এক দশক ধরে যে প্রভাব আমার কর্ম এবং ব্যাক্তি জীবনে পড়েছে সেখানে তাঁর সৃষ্টির প্রতি নিজ গুণে একটু বাড়তি প্রসাদ গ্রহণের অভিপ্রায় অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকবে সেটাই স্বাভাবিক, গাছের ছায়ার মতো তিনিও থেকেছেন। পুরাতন রোমন্থনের গল্প, সেই জল সেঁচতে বসে ছায়ার মতো ভেসে আসছিল দীর্ঘ একটা সময়ের ছবি। আমার প্রথম ছবির স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ের পরের সময়, নীরবতায় কাচের জানালায় বাইরে তখন শীতের দুপুরে নরম রোদ এলিয়ে পড়ছে, স্লো মোশনে পাতা ঝরছে , আমরা সেদিকে তাকিয়ে বসে আছি বিজয়ার পরে সবেমাত্র পড়া শেষ করে। তিনি বলেছিলেন এই ছবি হবে, ছায়ার মতো করে হয়েছে। প্রদীপের সলতেয় তিনিই প্রথম আলো জ্বেলেছেন। সেই শিকড় আঁকড়েই বাকিটা বিচরণ আগামীর, পুরাতনের পাদপ্রদীপে। রিভিউ পড়ে ছবি দেখাটায় খুব একটা বিশ্বাসী নই, অন্যের দৃষ্টির ভার বহন না করে নিজের দেখার ওপর বিশ্বাস করাটা এবং সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান দেওয়াই যথাযোগ্য। যেখানে বিচরণ করছেন ছায়াছবির দিকপালেরা, তাঁদের সৃষ্টি এবং অবদানের সম্মুখে কিছু লেখাই ধৃষ্টতা, বরং নীরবে আস্বাদ গ্রহণ করাই উপযুক্ত কাজ, তারচেয়ে বরং 'পুরাতন' অনুভূতি লিখি।

বিশ্বায়নের ইঁদুর দৌড়ে তাই পুরাতন একটু থেমে থাকার গল্প। জীবনে মন্থরতারও কত যে প্রয়োজন, দুদণ্ড জিরিয়ে নেওয়া সন্ধে নামার আগে। তাইতো বলতে চেয়েছেন ঋতুপর্ণা ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এবং সুমন ঘোষের 'পুরাতন' চিত্র আর তার আবহ সুর যেন কয়েক যুগের অহল্যা অপেক্ষার জগদ্দল পাথর। কতকগুলো চেনা চরিত্রের দিন যাপন, চোখে লেগে থাকা সত্যি-মিথ্যে, কার অস্তিত্ব কার কাছে, নেই তবু আছে। হীরা হোক বা অর্চনা, ঋতিকা হোক বা রাজীব, মামণি, নাকি মামণির মা 'নামে কি যায় আসে' হীরা বলেছিল ঋতিকাকে। তাইতো সত্য কি যায়, কি আসে--আসলে কি আমরা এস্কেপিস্ট? নিজের টুকুই ভেবেছি প্রত্যেকে, সময়ের অজুহাতে 'ভুলেও খুলোনা এরে' কিন্তু পালিয়ে উঠতে পারিনি। সম্পাদক জুড়েছেন ঠিক সেভাবেই আগে পরে, পরে আগে করে। এভাবেই খেলা চলে স্মৃতির খেয়াল বাজে প্রাচীন গহ্বরে আছে কি কেউ, চেনো কি আমায়। কেন দেখতে পারো না আমার মতো করে। অবিশ্বাস লেগে থাকা প্রশান্ত দৃষ্টিতে ভালোবাসার ওম বুনে চলে 'পুরাতন' হয়ে যাওয়া মা শর্মিলা ঠাকুর আর তাঁর সজীব স্মৃতিরা। তাঁকে না ঘেঁটে দিয়ে পুরাতনের ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখে ভাঙা কাচের টুকরো ইমেজারির সঙ্গে, নিজেদের সেখানে থাকতে দিলে কেমন হয়, 'ইন দ্য কেভ অফ দ্য পাস্ট'।

'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।/ ও সেই চোখে দেখা, প্রাণের কথা, সেই কি ভোলা যায়।'

দুই মেগা শো বন্ধ?

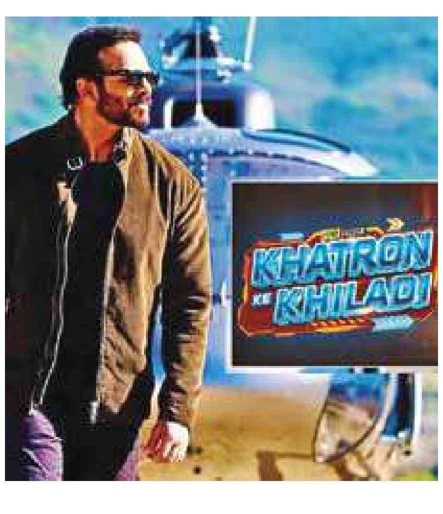

কালার্সের দুটো জনপ্রিয় অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিগ বস এবং খতরোঁ কা খিলাড়ি। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে ইনস্ট্রা বলিউড থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'ক্যানসেল'। বিগ বস ১৯ এবং খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫ কি সম্প্রচারিত হবে না এই বছর? নীচে ছোট করে লেখা রয়েছে প্রযোজক চ্যানেল ছেড়ে দিয়েছেন। ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশন লেখা রয়েছে, বানিজয় এশিয়া কালার্স টিভির সঙ্গে আর কাজ করবেন না। চ্যানেলের সঙ্গে প্রযোজকের কাজ না করার জন্য বন্ধ হতে চলেছে বিগ বস এবং খতরোঁ কে খিলাড়ি। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ব্যবসায়িক পদক্ষেপ এই অনুষ্ঠানগুলির আগামী সিজন বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।'খবরটি শোনামাত্রই বহু দর্শক ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছেন। কেউ অবশ্য বলছেন যে, সলমন খান নিজেই প্রযোজক হয়ে যাবেন। ভবিষ্যতে সত্যিই তেমন কিছু হয় কিনা।

ডন ৩, শর্বরী নায়িকা

ডন ৩-এ শর্বরী ওয়াঘই নায়িকা হচ্ছেন। গত বছরের দারুণ সাফল্যের পর চলতি বছর তাঁর টুপিতে নতুন পালক লাগল। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে আরও এক নায়িকাও নির্মাতাদের নজরে ছিলেন, কিন্তু তিনিই শেষ অবধি বাজি জিতেছেন। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সুযোগ পাওয়া নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি। এটিও অ্যাকশন ফিল্ম। আবার তাঁর মহিলা কেন্দ্রিক স্পাই ইউনিভার্স আলফার থেকে এই ছবি আলাদা হবে। শর্বরী সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, তিনি চিত্রনাট্য বেছে নিচ্ছেন খুব ভেবে যেন সে ছবি দর্শকদের ভালো লাগে। তিনি হয়তো মুঞ্জ্যা-র পরের ভাগ মহা মুঞ্জ্যা-তেও থাকবেন যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। যশরাজ ফিল্মসের আলফা ছাড়াও তাঁকে ইমতিয়াজ আলির পরের ছবিতেও দেখা যাবে। এর অর্থ এখন থেকেই তিনি ভিন্ন ধারার ছবিতে অভিনয় করছেন। জানা গিয়েছে, ২০২৫-এর শেষ থেকে নির্মাতারা শুটিং করার কথা ভাবছেন। ততদিনে শর্বরী আলফার প্রচার ইত্যাদি শেষ করে ডন ৩-এ মন দিতে পারবেন। আলফা মুক্তি পাবে খ্রিস্টমাসে। রণবীর সিংও আদিত্য ধরের অ্যাকশন ছবি শেষ করে ডন হতে পারবেন। ডন-এর পরিচালক ফারহান আখতারের ১২০ বাহাদুর মুক্তি পাবে ২১ নভেম্বর। বিক্রান্ত মাসে ডন-এর ভিলেন হবেন, ততদিনে তিনিও তাঁর হাতের কাজ শেষ করে ফেলবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অভিনয়ে ধোনি

ক্রিকেটার ধোনির অনুরাগীর সংখ্যা প্রশ্নাতীত। এবার তিনি অভিনয়ে এলেন। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো সংলাপ বললেন। করণ জোহার নিজের ইন্সটায় একটি ক্লিপ শেয়ার করেছেন, তাতে ধোনিকে লাভার বয় হিসেবে দেখা যাচ্ছে। কারণ ক্যাপশনে লিখেছেন, প্রথমবার ধোনির রোমান্টিক অবতার। তারপর তাঁকে হাতে বেলুন নিয়ে দেখা যায়, তিনি বলেন, 'তুমি সঙ্গে থাকেলে সব সফরই সুন্দর হয়।' এই ক্লিপ নেটে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুরাগীরা ভাবছেন এবার ধোনি নায়ক হচ্ছেন। আসল কথা, তেল কোম্পানি গল্ফ প্রাইডের জন্য বানানো বিজ্ঞাপন ছবিতে মাহিকে এই অবতারে দেখা যাবে। করণের ধর্মা ২.০-র ব্যানারে ছবিটি হচ্ছে, পরিচালক পুনিত মালহোত্রা।

স্বাস্থ্যের খবর দিলেন ধরমজি

বয়স নব্বই ছোঁবে, কিছুদিন আগেই ছানি অপারেশন করেছেন, একা, চোখে ব্যান্ডেজ—এই অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভালো আছি'। এবার জিমে ওয়ার্ক আউট করার ছবি দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবর দিলেন ধর্মেন্দ্র। একটি ভিডিও শেয়ার করে, সঙ্গে ক্যাপশন দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'বন্ধুরা, আমার জন্ম আপনাদের বিনোদন এবং প্রেরণা দেওয়ার জন্য---আপনাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং শক্তিশালী হন। আমি এক্সারসাইজ শুরু করেছি, সঙ্গে ফিজিওথেরাপিও চলছে। আমি খুব ভালো আছি। আশা করি আপনারা আমাকে এভাবে দেখে খুশি হয়েছেন। আমার মাসলস দেখুন।' এরপরই তাঁর কমেন্ট বক্স ভরে গিয়েছে মন্তব্যে। রণবীর সিং লিখেছেন, আসল হি-ম্যান। ববিতা ফোগত লিখেছেন, আপনি সবার আদর্শ আর প্রেরণা। ববি ও এষা দেওল হার্ট ইমোজি দিয়েছেন। আমিশা পটেল তাঁকে বলেছেন, সবথেকে হ্যান্ডসাম ও সবথেকে দয়ালু হৃদয়ের মানুষ। ধরমজিকে এবার দেখা যাবে শ্রীরাম রাঘবনের ইক্কিস-এ, সঙ্গে থাকবেন অগস্ত্য নন্দা।

একনজরে সেরা ৫

দ্য ভূতনীর মুক্তি

সঞ্জয় দত্তর নতুন ছবি দ্য ভূতনীর মুক্তির তারিখ ১ মে, ২০২৫। ছবিতে আরও আছেন মৌনী রায়, সানি সিং, পলক তিওয়ারি প্রমুখ। ছবির ট্রেলার ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। ছবিতে অতি প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে রসবোধের মোড়ক আছে। অ্যাকশন তো আছেই। সঞ্জয় হয়েছেন ঘোস্টবাস্টার বাবা, তিনি ছবি নিয়ে বেশ আপ্লুত।

অক্ষয়ের অনুরোধ

দিল্লিতে কেসরি ২-এর প্রদর্শনীতে অক্ষয়কুমার দর্শকদের অনুরোধ করেন, 'দয়া করে ফোন বন্ধ করে ব্যাগে রাখুন। ছবির সংলাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। যদি ইনস্টাগ্রামে চেক করতে থাকেন, তাহলে ছবিকে অপমান করা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন আর মাধবন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি প্রমুখ। ছবির মুক্তি ১৮ এপ্রিল।

রণদীপের যুক্তি

সম্প্রতি রণদীপ হুডা বলেছেন, আমির খানের রং দে বাসন্তী-তে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু রামগোপাল বার্মা আমাকে বললেন, ছবির পোস্টারে তোমাকে আমির খানের পিছনে দাঁড়াতে হবে। আমি জাট, তেমনই আমার রাগ, তাই করলাম না। ফারহান আখতারের রক অনও একই কারণে করিনি। তাঁকে এখন জাট ছবিতেই দেখা যাচ্ছে ভিলেন রণতুঙ্গা হিসেবে।

লতার প্রশ্ন

লতা মঙ্গেশকর এ আর রহমানের সুরে প্রথম গান করেন দিল সে ছবিতে। গীতিকার গুলজার সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন, রহমান রেকর্ডিংয়ের সময় একা থাকতেন। আর কেউ থাকত না। লতাজি রেকর্ডিংয়ের সময় বলেন, আমি কার জন্য গান করছি? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি রহমানকে বলে কাছাকাছি টুল নিয়ে বসেছিলাম।

আমিরের না

২০২২ সালের বসিল জোসেফ অভিনীত জয় জয় জয় জয় হে-র হিন্দি রিমেক করতে চেয়েছিলেন আমির খান। কিন্তু কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে, সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় আমির ছবি করেননি। এটি জয়ললিতা নামে এক সাধারণ মেয়ের জীবনের গল্প। পরিচালনায় বিপিন দাস।

ছোট্ট তারা

পাঠভবনের সিনিয়ার কেজির পড়ুয়া পৌষালি চন্দ। পাঁচ বছরের পৌষালি নাচে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাড়ায় নাচের অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সে।

এল যে বৈশাখ, এল এল...

হাজার কণ্ঠে বৈশাখী প্রভাত

নববর্ষে নব উদ্যম

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল আগেই। মঙ্গলবার ভোর হতেই শহরের চিত্রটা বদলে গেল। শুরু হল অনুষ্ঠান। নাচে-গানে-সাজে-শোভাযাত্রায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাল শহরবাসী। সূচি অনুযায়ী এদিন ভোরে বাঘা যতীন পার্কে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন সাংস্কৃতিক সংগঠন অর্চকের সদস্যরা। আয়োজিত হয় হাজার কণ্ঠে সংগীতের অনুষ্ঠান।

আট থেকে আশি, সকলেই এদিন নতুন বছরের আগমনের আনন্দে মেতে ওঠেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এরপর পুরনিগমের উদ্যোগে বাঘা যতীন পার্ক থেকে সূর্য সেন পার্ক পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় মেয়রের পাশাপাশি হাঁটতে দেখা যায় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে।

সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরাও অংশ নেন। এছাড়াও বহু সাধারণ মানুষকে হাঁটতে দেখা যায় এদিন। শোভাযাত্রা চলাকালীন রাস্তায় নাচে-গানে নতুন বছরকে স্বাগত জানান শিল্পীরা। গৌতম বলেন, 'গানের মধ্যে দিয়ে নতুন বছরকে আগমন জানাল হল। বৈশাখী আড্ডা সহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এদিন নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে।'

লালপাড় শাড়ি পরে শোভাযাত্রায় নাচছিলেন সুস্মিতা রায়। তিনি বললেন, 'প্রায় দেড় মাস ধরে আমাদের প্রস্তুতি চলেছে। এদিন অবশেষে যখন অনুষ্ঠানটা করছি, তখন আলাদাই অনুভূতি হচ্ছে। বর্ষবরণের অনুষ্ঠান আমাকে বরাবরই আলাদা আনন্দ দেয়। উত্তেজনা এতটাই ছিল যে গতকাল রাতে ভালো করে ঘুমোতেই পারিনি।' সুস্মিতার কথা থেকেই বোঝা যায় এদিন ঠিক কতটা উত্তেজনা ছিল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। একদিকে পুরনিগমের শোভাযাত্রা এগোচ্ছে, অন্যদিকে, পাশ দিয়ে চলে যায় আরও একটি শোভাযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দার্জিলিং জেলার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ওই শোভাযাত্রা। সেখানেও অংশ নেন আট থেকে আশি। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দীনবন্ধু মঞ্চে এসে শেষ হয়। সেখানে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি ময়দানও। মাঠের বরাবরের প্রথা মেনে এদিন বারপুজো হয়েছে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিতে। কোচ, খেলোয়াড়দের পাশাপাশি মেয়রও বারপুজোয় শামিল হন। শিলিগুড়ি থেকে ভালো খেলোয়াড় তৈরি হোক, তারা জাতীয় স্তরে সাফল্য পাক, বছরের প্রথম দিনে এমনই আশা রেখেছেন মেয়র।

বাঘা যতীন পার্কে হাজার কণ্ঠে সংগীত। মঙ্গলবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

শিলিগুড়িতে রকমারি মিষ্টির পসরা। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

রসগোল্লা, লাড্ডু সুপারহিট

নববর্ষে নব উদ্যম

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : সদানন্দ হাজরার বয়স ষাট পেরিয়েছে। তিনি আর তাঁর গৃহিণী, দুজনেই ডায়াবিটিসের রোগী। তবুও বাংলা বছরের প্রথম দিনে সদানন্দকে দেখা গেল মিষ্টির দোকানে। লাড্ডু কিনলেন। ডায়াবিটিসেও মিষ্টি? অল্প হেসে সদানন্দের জবাব, 'বাড়িতে পুজো দিয়ে আমি আর গিন্নি একটা করে, বাড়িতে কেউ এলে তাদেরও তো দিতে হবে তাই নিয়েছি।'

বাংলা বছরের শুরুতে প্রণাম, হালখাতা ইত্যাদির চল ধীরে ধীরে কমে গেলেও বাঙালির মিষ্টির প্রতি টান কিন্তু ফুরোয়নি। যে কোনও অনুষ্ঠান দরজায় কড়া নাড়লেই বাঙালি সটান চলে যায় মিষ্টির দোকানে। বছরের প্রথম দিন তাই শিলিগুড়ি শহরের মিষ্টির দোকানগুলিতে জমজমাট ভিড় দেখা গেল। কেউ মন্দিরে পুজো দিতে, কেউ বাড়ির জন্য, কেউ দোকানে আসা অভ্যাগতদের দেওয়ার জন্য রীতিমতো লাইনে দাঁড়িয়ে নিয়ে গেলেন মিষ্টি। ভিড়-ঝক্কি এড়াতে আগে থেকে অর্ডারও দিয়ে রেখেছিলেন অনেকে। নামী দোকানগুলিতে তো মিষ্টি সাজিয়ে রাখতে না রাখতেই শেষ। রসগোল্লা, সন্দেশ, লাড্ডু, চমচম, দই সবেরই ব্যাপক চাহিদা। তবে তার মধ্যেও দোকানগুলিতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, পয়লা বৈশাখে সুপারহিট রসগোল্লা এবং লাড্ডু।

হাকিমপাড়ার মিষ্টি ব্যবসায়ী সঞ্জীব ঘোষ বলেন, 'নববর্ষ উপলক্ষ্যে ঘিয়ের লাড্ডু, ঘিয়ের মোতিপাক, বেসনের লাড্ডু, কাজুবাদামের বরফি বানানো হয়েছিল। তবে রসগোল্লা এবং লাড্ডুর চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি।' তাঁর দোকান থেকে এদিন নববর্ষ উপলক্ষ্যে ৮-১০ হাজার লাড্ডু এবং প্রায় সমসংখ্যক রসগোল্লা বিক্রি হয়েছে। কোর্ট মোড় এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী প্রদীপ ঘোষের দোকানে তো বিকেলের মধ্যে রসগোল্লা শেষ হয়ে গিয়েছে। দোকানে গিয়ে দেখা গেল, ট্রে'তে লাড্ডুও মাত্র কয়েকটাই পড়ে রয়েছে। প্রদীপের মন্তব্য, 'কারিগররা সকাল থেকেই কাজ করছেন। ঠিক কতগুলো মিষ্টি তৈরি হয়েছে, বলতে পারব না।' সুভাষপল্লির এক ব্যবসায়ী ভিক্টর মোদক এদিন প্রায় ২০ কেজি লাড্ডু বিক্রি করেছেন। আর রসগোল্লা বিক্রি করেছেন এক হাজারের বেশি। ভিক্টরের দোকানে প্রায় ৫০ কেজি সন্দেশও বিক্রি হয়েছে এদিন।

সদানন্দর মতো সুকান্ত মল্লিকের অবশ্য ডায়াবিটিসের সমস্যা নেই। মিষ্টি কিনতে কিনতে বললেন, 'বাঙালি নববর্ষে মিষ্টি খাবে না, তাই কখনও হয় নাকি। আমি রসগোল্লা, পান্তুয়া নিয়েছি।' এদিন শহরজুড়ে মিষ্টির দোকানগুলোতে প্রচুর বিক্রি হলেও ব্যবসায়ীরা পুরোনো 'অচ্ছে দিন'-এর কথা ভেবে কিঞ্চিৎ কাতর। জানালেন, একসময় আরও অনেক বেশি বিক্রি হত। এখন যেহেতু হালখাতার প্রচলন কম, তাই আগের মতো অর্ডারও আর আসে না।

আর্থিক প্রতারকের শাস্তি দাবি

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া তরুণের শাস্তির দাবিতে আদালত চত্বরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখালেন পাওনাদাররা। অভিযোগ, ব্যাংকের থেকে বেশি সুদ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়েছিল বিশাল সাহা নামে ওই তরুণ। তার বিরুদ্ধে বাজার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। প্রতারণার অভিযোগে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নিয়েছিল। ধৃতকে মঙ্গলবার ফের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। সেসময়েই টাকা ফেরত চেয়ে ও অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মোট তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। এদিন বিচারক ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্তের মা, বাবা ও দিদি পলাতক।

পিল্টু সাহা নামে এক আমানতকারীর বক্তব্য, 'আমায় বলেছিল ওদের কারখানা রয়েছে। ওকে অনেক টাকা দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু টাকা চাইলে বিশাল বলত, তার শরীর অসুস্থ। এভাবে বেশ কিছুদিন ঘুরিয়েছে। কিন্তু যখন তার বাড়িতে গিয়েছি, তখন দেখেছি আমার মতো অনেক পাওনাদার রয়েছে। অনেকের কাছ থেকে সোনাও নিয়েছে।'

রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা চঞ্চল কুণ্ডু নামে এক আমানতকারী বলেন, 'বিশালের সঙ্গে একটি জিমে পরিচয় হয়। প্রথমের দিকে টাকা নিয়ে ঠিকঠাক সুদ সমেত ফেরত দিচ্ছিল। কিন্তু যখন মোটা টাকা নিল, তখন ফেরত দিতে টালবাহানা শুরু করে। আমাকে বলত ও সুপারির ব্যবসাতে টাকা লাগায়। সব মিলিয়ে বিশালকে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম।' জানা গিয়েছে, প্রায় ৩০ জন পাওনাদার রয়েছে। মামলাকারীদের আইনজীবী অখিল বিশ্বাস বলেন, 'অভিযুক্তের মা, বাবা, দিদি জড়িত রয়েছে। যারা ঘটনার পর থেকে পলাতক।'

নববর্ষের উপহার কচিকাঁচাদের।

দুঃস্থ পড়ুয়াদের পাশে দ্য দ্রোণাস ইনস্টিটিউট

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : নববর্ষ উপলক্ষ্যে দুঃস্থ খুদে ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াল দ্য দ্রোণাস ইনস্টিটিউট। মঙ্গলবার ফুলবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়াঝাড়ে অবস্থিত বিদ্যাছায়া পাঠশালায় গিয়ে দ্য দ্রোণাস ইনস্টিটিউট-এর তরফে নতুন পোশাক সহ টিফিন বিলি করা হয়। সেখানে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারাও ছিল। ৫০ জনকে সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দ্য দ্রোণাস ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর অমিতকুমার দাস, প্রবীণ ছেত্রী ও বর্ষা ইয়েলমো।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গড়িমসি পুরনিগমের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : প্ল্যান বহির্ভূতভাবে অবৈধ নির্মাণ তৈরির অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ায় মহামায়া কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকার। অভিযুক্তের নাম ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। সিনিয়ার সিটিজেন ফাল্গুনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্ল্যানের বাইরে গিয়ে আবাসনের ছাদে অবৈধ নির্মাণ করছেন। আরও অভিযোগ, আবাসনের ছাদে অন্য কোনও পরিবারকেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে প্রথমে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনও লাভ না হওয়ায় গত শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন করে পুরো বিষয়টি জানান অভিযোগকারী স্বাধীন সরকার। সেইসময় মেয়র বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকদের দ্রুত ওই নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে, অবাধে অভিযুক্ত ছাদের ওপর কংক্রিটের নির্মাণ তৈরি করছেন বলে অভিযোগ। এদিকে দ্বিতল ফাউন্ডেশন বিল্ডিংয়ে নতুন করে কনস্ট্রাকশন হওয়ায় ওই আবাসেনর বাকি তিনটি পরিবার আতঙ্কে রয়েছে। তাই দ্রুত শিলিগুড়ি পুরনিগম পদক্ষেপ করুক চাইছেন তারা। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে কোন ঘটনা। তবে আমার কাছে এমন কোনও ঘটনা এলে আমি পদক্ষেপ করি।'

অভিযুক্তের যুক্তি, 'আমার বাবার আমলে ওই দ্বিতল বাড়ি তৈরি হয়। বাবা হয়তো তিন তলার প্ল্যান করে গিয়েছেন। এখন আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে অবশ্যই খুঁজে পাব। যিনি অভিযোগ করছেন তিনি এটারই সুযোগ নিচ্ছেন।'

> আমার বাবার আমলে ওই দ্বিতল বাড়ি তৈরি হয়। বাবা হয়তো তিন তলার প্ল্যান করে গিয়েছেন। এখন আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে অবশ্যই খুঁজে পাব। যিনি অভিযোগ করছেন তিনি এটারই সুযোগ নিচ্ছেন।
>
> **ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়,**
> *অভিযুক্ত*

শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা ফাল্গুনীর দ্বিতল বাড়ির নীচের ফ্লোরে তিনটি ফ্ল্যাট এবং ফার্স্ট ফ্লোরে একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। নীচের ফ্লোরের দুটি ফ্ল্যাট তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। একটি ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। ফার্স্ট ফ্লোরের ফ্ল্যাটটিও তিনি কিছুদিন আগেই বিক্রি করেছেন। অভিযোগ, এরপর থেকেই তিনি ছাদের ওপর অবৈধ নির্মাণ তৈরি করা শুরু করেছেন। বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার পরেও তিনি সেখানেই থাকতে চান। তাই ছাদের ওপর ঘর তৈরি করে থাকবেন এবং নীচের ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে রাখবেন বলে বাকিদের জানান। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে একাধিকবার বিবাদও হয়। এরপরেই পুরো ঘটনা লিখিত আকারে শিলিগুড়ির পুর কমিশনারকে লিখিত আকারে জানান ওই তিন ফ্ল্যাটের মালিক স্বাধীন সরকার, নিতাই সিংহ এবং স্বপন পাত্র। এঁরা তিনজনই ফাল্গুনীর থেকে তিনটি ফ্ল্যাট কিনেছেন।

গত মাসের ১০ তারিখ পুর কমিশনারকে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। এরপর এক মাস কেটে গেলেও কোনও কাজ না হওয়ায় গত শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেও ফোন করেন অভিযোগকারীরা। লাইভ অনুষ্ঠানেই মেয়র গৌতম অবৈধ নির্মাণ ভাঙার জন্যে পুরকর্মীদের নির্দেশ দেন। কিন্তু এরপর ভাঙা তো দূর একটা নোটিশও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পুরনিগম কিংবা মেয়র বারবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা বললেও আদতে যে তা হচ্ছে না সেটা এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বলে অভিযোগ বিরোধীদের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'পুরনিগম শুধু মুখেই বলে আমরা এটা করছি, ওটা করছি। আদতে কোনও কাজ করে না। সেরকমই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধেও কোনও পদক্ষেপ হয় না।'

পঞ্জিকা ও চকোলেট বিলি

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষের দিন সকাল থেকেই শহরের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লিতে দেখা গেল ভিড়। সারদাপল্লি নাগরিক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের হাতে পঞ্জিকা এবং চকোলেট তুলে দিলেন। নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এদিন সকাল থেকেই রাস্তায় নেমে পড়েন সমিতির সদস্যরা। তারপরেই বাড়ি বাড়ি যান তাঁরা। কর্মসূচিতে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সনৎ ভৌমিক, সভাপতি বিমল সরকার, সহ সম্পাদক আশিস প্রামাণিক, কোষাধ্যক্ষ অজিত মজুমদার সহ প্রচুর মহিলা সদস্য। সনৎ বলেন, 'আমরা সারাবছর নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করি। তবে নববর্ষের দিনটা অবশ্যই একটু আলাদা। নতুন বছর যাতে সবার ভালো কাটে সেই কামনা করেই শুভেচ্ছা বিনিময় করতে বেরিয়েছিলাম।'

পয়লায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট

বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল : সকাল থেকে রোদ ঝলমলে দিন। অথচ দুপুর গড়াতেই আকাশের মতিগতি ভালো ঠেকছিল না। মঙ্গলবার বিকেল হতেই সব শেষ। ঝড়-বৃষ্টির জেরে পণ্ড হয়ে গেল পয়লা বৈশাখের সমস্ত আয়োজন।

ঝড়-বৃষ্টিতে বিকেল থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল হতে হল বাগডোগরাবাসীকে। হালখাতা তো হলই না, খাঁখাঁ করল বাজার এলাকা। বিকেল ৪টে নাগাদ আকাশ কালো হয়ে যায়। ঘন মেঘ, সঙ্গে গর্জন। প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হতেই লোডশেডিং।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ কর্মকার আক্ষেপ করে বলেন, 'এবছর এমনিতেই হালখাতার তেমন তোড়জোড় নেই। তার ওপরে বৃষ্টি, লোডশেডিং। দোকানে ভিড়ই হল না।' বিকেল থেকে খাবারের দোকানগুলোও ফাঁকা ছিল। বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, হাইটেনশন লাইনে ব্রেক ডাউন থাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে ওই বিভাগ।

মদের বোতলে রবির 'দুই পাখি'

নববর্ষে বিপণনী কৌশলে শুরু বিতর্ক

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ১৫ এপ্রিল : রোজকার মতো মদ্যপান করে সবে বাড়িতে ফিরেছেন মাঝবয়সি ফ্যামিলিম্যান। অন্যদিন চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় ধপাস হলেও বাংলা নববর্ষের দিন একটু ব্যতিক্রম ঘটল। ঢুলুঢুলু পায়ে স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ালেন বাঙালি ভদ্রলোক। স্ত্রী কিছুটা অবাক। কী ব্যাপার? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে চেয়ে গড়গড় করে দু'লাইন কবিতা আওড়ালেন। 'খাঁচার পাখি ছিল/সোনার খাঁচাটিতে/ বনের পাখি ছিল বনে।' ঢেকুর তুলে আবার কবিতা শুরু, 'বনের পাখি বলে- 'না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।' স্ত্রী অবাক! স্বামীকে সটান প্রশ্ন, 'হ্যাঁ গো, তুমি কবিতা শিখলে কোথা থেকে?'

মদ খেয়ে বাঙালি স্বামীরা বাড়ি ফিরে কবিতা বলতে শুরু করলে অবাক হওয়ার আর কিছু থাকবে না। কারণ, মদের বোতলেই লেখা থাকবে কবিতা। স্বয়ং কবিগুরুর। মঙ্গলবার নববর্ষের দিন থেকে একটি স্কচ ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে তাদের নতুন ধাঁচের মদের বোতল। আর তাতেই একেবারে বাঙালিয়ানা মাখিয়ে লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতার ওই পংক্তি। আসানসোলের মদের দোকানগুলোতে এদিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই বোতল। যা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা, বিতর্কও। কেউ বলছেন, মদের সঙ্গে একটু কবিতা পাঞ্চ করা থাকলে মন্দ কী? কেউ আবার কড়া সমালোচনা করছেন এই বলে, এতে রবি ঠাকুরের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

রবি ঠাকুর কিন্তু নিজেই বহু বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন লিখেছেন। 'সুলেখা কালি। এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।' বিখ্যাত এই বিজ্ঞাপনী ভাষ্য কবিগুরুর। কুন্তলীন কেশতেলের বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইনটিও কবিগুরুর লেখা। রবি ঠাকুরের মৃত্যুর পর ঘি, সাবান, স্নো-পাউডার থেকে শুরু করে নানান প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে কবির লেখা পংক্তি ব্যবহার হয়েছে। তবে এই প্রথম কোনও বিদেশি মদের ব্র্যান্ড বিশ্বকবির কবিতা বোতলে ছাপিয়ে বিক্রি করা শুরু করেছে। মদের বোতল বলেই হয়তো এত বিতর্ক।

আসানসোলে এদিন বাঙালিরা মেতে উঠেছিলেন বর্ষবরণের আনন্দে। রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া, মিষ্টিমুখ তো ছিলই। খানার সঙ্গে পিনাও হয়েছে। মদের দোকানগুলোতে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। আর লাইনে দাঁড়ানো বাঙালির চোখ টেনেছে কবিতা লেখা বোতল।

এক পাখি খাঁচায় বন্দি, আর একটি জঙ্গলে মুক্ত। কবিতায় দুই পাখির কথোপকথনে স্বাধীনতা এবং বন্ধনের এক দ্বন্দ্বমূলক আলোচনা রয়েছে। আর এটাই অনেকের কাছে হয়ে উঠছে বেশ অর্থবহ। জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইছেন অনেকে। কেউ আবার বাঙালি অস্মিতাকে ব্যবহার করে বিপণনী কৌশল বলে বাঁকা চোখে দেখছেন। তবে বেশিরভাগ অংশই সমালোচনায় মুখর। এই যেমন বাংলা পক্ষ। সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বিশ্বকবির ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার প্রয়াস বলে মনে করছেন। অক্ষয় বলেন, 'আমরা বরাবর দাবি করি বাংলার প্রতিটি দেওয়াল, দোকান এবং গাড়িতে বাংলা ভাষায় লেখা ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, মদের কোম্পানিগুলো বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপব্যবহার করবে।' বোতল থেকে কবিতার পংক্তি সরানোর দাবি তুলেছেন তিনি।

> আমরা বরাবর দাবি করি বাংলার প্রতিটি দেওয়াল, দোকান এবং গাড়িতে বাংলা ভাষায় লেখা ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, মদের কোম্পানিগুলো বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপব্যবহার করবে।
>
> **অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়**
> জেলা সম্পাদক, পশ্চিম বর্ধমান
> বাংলা পক্ষ

কোম্পানির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি। এ নিয়ে আগামীদিনে জলঘোলা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না, বাংলার কবিদের মধ্যেই অনেকে মদ্যপান করতেন। কলকাতার খালাসিটোলায় মদের আড্ডায় যেতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী। কমলকুমার মজুমদার তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢক ঢক করে মদ খেয়ে ফেলতেন। তাই মদের সঙ্গে বাংলার কবি, লেখকদের বন্ধন সর্বাত্মক। তবে কারও কবিতাই ব্র্যান্ডিংয়ে ব্যবহার হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু হল এই যাত্রা। এখন দেখার, সাহিত্যপ্রেমী সুরাপ্রেমী বাঙালি বিষয়টিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেয়।

রোদের তাপ থেকে বাঁচতে তাজমহলে ছাতা মাথায় পর্যটকরা। মঙ্গলবার আগ্রায়। -পিটিআই

জয় নিয়ে সংশয়ে উদয়ন

দিনহাটা, ১৫ এপ্রিল : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো।' মন্ত্রী উদয়ন গুহ কিন্তু নিজের বিধানসভা এলাকার মানুষের প্রতি সেই বিশ্বাসটাই রাখতে পারলেন না। আর তাই অকপটে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'দিনহাটার মানুষের প্রতি বিশ্বাস নেই যে তারা আমায় দ্বিতীয়বারের জন্য মন্ত্রী করার সুযোগ করে দেবেন।' আর মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়ে গিয়েছে। তাহলে কি মন্ত্রী আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নিজের জয় নিয়েই সংশয় প্রকাশ করছেন? বিরোধীরা অবশ্য বলছে, তিনি জনতার রায় আগাম বুঝতে পেরেছেন।

উল্লেখ্য, পূর্ব ঘোষণামতো মঙ্গলবার দিনহাটা বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রাঙ্গণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় সুইমিং পুলের কাজের সূচনা করেন উদয়ন। সেখানেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে উদয়ন বলেন, 'এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছি যাতে ছ'মাসের মধ্যে সুইমিং পুলের কাজ শেষ হয়ে যায়। কারণ আমি মন্ত্রী থাকতে থাকতে উদ্বোধনটা করে যেতে পারি।' এই প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদয়ন অকপটে বলেন, 'দিনহাটার মানুষের ওপর ভরসা নেই, তাঁরা যে দ্বিতীয়বার আমাকে মন্ত্রী করার সুযোগ করে দেবেন এই ভরসা আমি দিনহাটার মানুষের কাছে রাখি না। তাই ঠিক করেছি আগামী ছ'মাসের মধ্যে সুইমিং পুলের কাজ শেষ করে উদ্বোধনটা করে যাব। আর তা না হলে অন্য কেউ এসে উদ্বোধন করে যাবে এটা যন্ত্রণাদায়ক হবে।'

মন্ত্রী এই আক্ষেপ আগেও একাধিকবার করেছেন বিভিন্ন কাজের সূচনা করতে গিয়ে। বিশেষ করে শহরের উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা অনুষ্ঠানগুলিতে এই আক্ষেপ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। আর তার অন্যতম কারণ যে, বিধানসভা হোক বা লোকসভা বরাবরই শহরে পিছিয়ে থাকতে হয়েছে উদয়নকে। এমনকি গত ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে নিশীথের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাত্র ৫৭ ভোটে উদয়নকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। যদিও উপনির্বাচনে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ভোটে পুনরায় জয়ী হন তিনি। এমনকি ২০২৪-এর লোকসভা ভোটেও দিনহাটা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র দুটি ওয়ার্ডে তৃণমূল লিড পায়।

পাশাপাশি এবারের লোকসভা ভোটে দিনহাটা বিধানসভার অন্তর্গত ১৬টি অঞ্চলের মধ্যে তিনটি অঞ্চলেই সবথেকে বেশি লিড পায়। বাকিগুলিতে তৃণমূলের আশানুরূপ ভোট আসেনি। যা নিয়ে দলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়। তবে ৫৭ ভোটের হারকে যে উদয়ন একেবারে হজম করতে পারেননি তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে ভোটারদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবে এদিন সুইমিং পুলের কাজের সূচনা মঞ্চে সেই আক্ষেপের মাত্রা যেন একেবারেই আলাদা ছিল। আর তাতেই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। উদয়নের এরূপ মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। যদিও সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য তারাপদ রায় বলেন, 'একজন জনপ্রতিনিধির যদি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে যায় তাহলে বলার কিছু নেই। আসলে নিজের কর্ম ও দলের কর্মের জন্যই তাঁর এই আগাম অনুশোচনা।'

বিশ্বাস ভঙ্গ
- সুইমিং পুলের কাজের সূচনা মঞ্চে গিয়ে আক্ষেপ মন্ত্রীর
- ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে নিশীথ প্রামাণিকের কাছে মাত্র ৫৭ ভোটে হারতে হয় তাঁকে
- নিজের বিধানসভা এলাকার মানুষের প্রতি আর বিশ্বাস নেই তাঁর
- দ্বিতীয়বারের জন্য মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ আসবে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ

শিলিগুড়িতে চাকরিহারাদের বিক্ষোভের ডাক

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই বিচার!' মঙ্গলবার নববর্ষের সন্ধ্যায় চাকরিহারাদের মিছিলে শোনা গেল এই স্লোগান। 'পুনর্বিবেচনার হালখাতা' শীর্ষক এই মিছিল করে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'। মঞ্চের তরফে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে ১৮ এপ্রিল শুক্রবার বিক্ষোভ জমায়েত ও পথসভার ডাক দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বাসে চেপে দিল্লি যাওয়ার পথে চাকরিহারারা একাধিক রাজ্যে বাংলার দুর্নীতি নিয়ে লিফলেটও বিলি করেছেন। বুধবার দিল্লির যন্তরমন্তরে পরিকল্পনা মাফিক শুরু হবে তাঁদের ধর্না।

অন্যদিকে, 'বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ'-এর তরফে আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাতে যাওয়া হয়। তবে সেখানে তিন চাকরিহারাকে আটক করে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। সৌরভ বেহালার বাড়িতে না থাকায় স্থানীয় পুলিশের তরফে মঞ্চের প্রতিনিধিদের বুধবার সৌরভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় দেওয়া হয়েছে বলে জানান মঞ্চের সদস্যরা। মঙ্গলবার সকালে প্রয়াগরাজ পৌঁছে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-এর সদস্য চাকরিহারারা বাস থেকে নেমে পথচলতি মানুষকে দাঁড় করিয়ে নিজেদের বঞ্চনা আর লড়াইয়ের গল্প শুনিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের দৌলতপুরের একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানের শিক্ষকদেরকেও নিজেদের অবস্থা জানিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে শুক্রবার নিজেদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সমাজের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানিয়েছেন চাকরিহারারা। অরাজনৈতিকভাবে জমায়েত করার বার্তাও দিয়েছেন তাঁরা। নববর্ষের সন্ধেবেলা কলকাতার ওয়েলিংটন থেকে ওয়াই চ্যানেল অবধি মিছিল করে চাকরিহারারা জানিয়েছেন, 'নেতা-মন্ত্রীরা আমাদের পাশে থাকার বার্তা দিলেও রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করার সাহসটুকু দেখাতে পারছেন না। পুনর্বিবেচনার হালখাতাতে যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি।'

সিকিমে ফের তুষারপাত

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : ফের তুষারপাত সিকিমে। আবার শ্বেতশুভ্র হয়ে উঠল নাথু লা, ছাঙ্গু। মঙ্গলবার দুপুরে এতটাই ভারী তুষারপাত হয় যে জেএন রোডে আটকে পড়ে শয়ে-শয়ে গাড়ি। ফলে মাঝপথে আটকে পড়ে হতাশ হয়েছেন পর্যটকরা। একেই গাড়িতে আটকে থাকা, তার মধ্যে বৃষ্টি, চরম বিপাকে পড়তে হয় তাঁদের। তবে ছাঙ্গু এবং সংলগ্ন এলাকায় থাকা পর্যটকরা প্রকৃতির এমন উপহারে এদিন আত্মহারা হয়ে ওঠেন। এদিন কিছুটা বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিংয়েও। সমতলে শিলিগুড়ির একাধিক এলাকাতেও ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, যাত্রীবোঝাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এদিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে রাস্তাটিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। সমস্যায় পড়েন পথচলতি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকরা। বাসটি গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ি আসছিল।

শেখাওয়াতের কথায় বিতর্ক

রাজবংশী রামায়ণের অনুবাদ প্রকাশ শিলিগুড়িতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : রাজ্যে ওয়াকফ-অশান্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। কেন্দ্র সব নজর রাখছে বলেও দাবি করেন তিনি। রাজনীতি করতে গিয়ে বাংলায় দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ শোনা যায় তাঁর মুখে। কিন্তু তাঁর শিলিগুড়ি ঝটিকা সফরেও যে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে, তাও স্পষ্ট হয়ে যায় মঙ্গলবার। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়ের রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ করা রামায়ণের প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি। বিধানসভা ভোটের মুখে রাজবংশী সমাজকে বার্তা দিতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফর বলে বিজেপি সূত্রেই খবর। অশান্তি প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসকদল। রাজ্য সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অনৈতিক কাজ করেছেন বলে দাবি করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

রাজবংশী রামায়ণের প্রকাশ অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ির মেডিকেল মোড় সংলগ্ন কাওয়াখালি জুনিয়ার হাইস্কুলের মাঠে মঙ্গলবার প্রকাশ পেল পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়ের রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ করা রামায়ণ। উদ্যোক্তা, রাজবংশী রামায়ণ নিকিলন ও মুকুলন উৎসব কমিটি। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী শেখাওয়াত। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় ছাড়াও শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন, শিখা চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মন সহ একঝাক পদ্ম বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেসের শংকর মালাকার, মহকুমা পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের ক্যাপ্টেন নলিনীরঞ্জন রায়। বই প্রকাশের পর তৃণমূল এবং কংগ্রেসের নেতাদের উপস্থিতিতে মোদি সরকারের গুণগান করেন মন্ত্রী। রাজবংশী ভাষার প্রচার, পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ার আশ্বাস দেন শেখাওয়াত।

এদিন অনুষ্ঠান থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরার পথে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিভাজনকারী শক্তিকে মদত দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজ্যে অশান্তি চললেও মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে বসে রয়েছেন। এরাজ্য এবং বাইরের কিছু এলাকায় চলা সমস্ত অশান্তির জন্য তৃণমূল এবং তৃণমূল সহযোগী দলগুলি দায়ী। রাজ্যের মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।' পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তৃণমূলের উদয়ন গুহ বলেন, 'ওঁরাই দাঙ্গা লাগাচ্ছে। বাংলায় বহিরাগতদের ঢোকানো হয়েছে। বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে।'

এদিকে, শুধু রাজবংশী ভাষায় অনুবাদিত রামায়ণ প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দিল্লি থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য শিলিগুড়িতে ছুটে আসা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে বিজেপির বিধানসভা ভোটের রাজনৈতিক অঙ্ক রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। রাজবংশীদের মন জয়ের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্ব শেখাওয়াতকে পাঠিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অস্থায়ী দায়িত্বে উপপ্রধান

ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিল : অবশেষে কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের অনুপস্থিতির কারণে উপপ্রধানকে অস্থায়ী দায়িত্ব দিল ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন গত ১১ এপ্রিল এই মর্মে উপপ্রধান লতিফুল রহমানকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু গত চারদিন টানা ছুটি থাকার কারণে বুধবার লতিফুল অস্থায়ী দায়িত্ব বুঝে নেবেন বলে জানিয়েছেন। প্রধান নুরি বেগম দীর্ঘদিন থেকে অফিসে আসছেন না। কয়েক মাস আগে তৃণমূল নুরিকে দল থেকে বহিষ্কার করে। নুরির প্রতিক্রিয়া, 'আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির চক্রান্ত করেও প্রমাণ করতে পারেনি।'

থ্যাঁতলানো দেহ

প্রথম পাতার পর

মৃতের দাদা সুখবাহাদুর রাই বলেন, 'ভাই উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করত। ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। এ মাসেই গোরক্ষপুরে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেনের টিকিটও কাটা ছিল। সকাল ৮টা নাগাদ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ভাইয়ের খুন হওয়ার খবর জানতে পারি। তবে কেন ভাইকে এমন নির্মমভাবে খুন করা হল, বুঝতে পারছি না।' ছুটিতে বাড়িতে আসা অবিবাহিত টাইগার নিয়মিত নেশা করত এবং প্রায়দিনই রাতে বাড়িতে থাকত না বলে তিনি জানান। এদিকে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরের ভুট্টাবাড়ির ফুটবল মাঠে নিয়মিত নেশার আসর বসার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। মাঠের একটা অংশে রয়েছে একটি মঞ্চ। খেলার সময় এই মঞ্চ ব্যবহার করা হয়। বাকি সময়ে ফাঁকা পড়ে থাকে। প্রায় রাতে ওই মঞ্চ এবং মাঠে নেশার আসর বসে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় বিনিতা থাপা বলেন, 'মাঠে প্রায় রাতেই নেশার আসর বসে। তবে এলাকাটি অন্ধকার থাকায়, কারা সেখানে থাকে তা বলতে পারব না।' প্রকাশ রানা নামের এক ব্যক্তি বলেন, 'একজন তরুণকে এমন নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, ভাবতেই অবাক লাগছে। দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'রাতে মাঠের একটি অংশে যে ঝামেলা চলছে, তা বুঝতে পেরেছিলাম। ঝগড়াঝাঁটি কানে আসছিল। তবে কী কারণে এবং কাদের মধ্যে ঝামেলা, তা বুঝতে পারিনি। ঝগড়া থেকে এমন নৃশংস খুন, ভাবতে পারছি না।'

কিশনগঞ্জ পুলিশের জালে মোস্ট ওয়ান্টেড

কিশনগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল : কিশনগঞ্জের মোস্ট ওয়ান্টেড মহম্মদ বেলালকে অবশেষে বাগে আনল পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে কিশনগঞ্জ পুলিশ ও বিহার এসটিএফের যৌথ অভিযানে বেলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেলালের মাথার দাম ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিল পুলিশ।

কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমার বলেন, '২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বেলালের খোঁজ চলছিল। তার বিরুদ্ধে কিশনগঞ্জ জেলার পাহাড়কাট্টা থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে।' ২০২০ থেকে গোটা চারেক ছিনতাই, ডাকাতি, অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলা সহ বেশ কিছু ফৌজদারি মামলা দায়ের আছে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। বেলালকে ধরতে বারকয়েক কিশনগঞ্জ পুলিশ ফাঁদ পাতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। ৩৫ বছরের বেলাল জেলায় ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে তাকে ধরতে সফল হল পুলিশ ও এসটিএফের যৌথ বাহিনী। সে বিহারের পোঠিয়া থানা এলাকার বকরিচরা গ্রামের বাসিন্দা।

> ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বেলালের খোঁজ চলছিল। তার বিরুদ্ধে কিশনগঞ্জ জেলার পাহাড়কাট্টা থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
>
> **সাগর কুমার**
> পুলিশ সুপার, কিশনগঞ্জ

পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে, মঙ্গলবার গ্রামের বাড়ির একটি অনুষ্ঠানে বেলাল আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাত থেকে পোঠিয়া-ইসলামপুরের রাস্তায় ওঁত পেতে বসেছিল যৌথ বাহিনী। ভোরে বেলালকে জেলার খজুরবাড়ি ও ইসলামপুরের রাস্তায় হেঁটে আসতে দেখে পুলিশ। পুলিশবাহিনীকে দেখেই সে ইসলামপুরের দিকে পালাতে থাকে। তবে যৌথ বাহিনী বেলালকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। এদিন বিকেলে পুলিশ সুপার ধৃতকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত করেন।

মুর্শিদাবাদ নিয়ে সরব যোগী

লখনউ, ১৫ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদে। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়েও গোলমাল ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে হিংসা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীরব। সরকার নীরব বলেই পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের হরদোইয়ে এক সভায় আদিত্যনাথ বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীরব। তিনি দাঙ্গাবাজদের শান্তির দূত বলে বর্ণনা করেছেন। যারা শুধু বলপ্রয়োগে শায়েস্তা হয়, মুখের কথায় তাদের বাগে আনা যাবে না।' তিনি আরও বলেন, 'গত সপ্তাহ থেকে গোটা মুর্শিদাবাদ জ্বলছে, তারপরেও (রাজ্য) সরকার নীরব। এই অরাজকতা নিয়ন্ত্রণে আনতেই হবে।'

যৌন নির্যাতন

কিশনগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল : সোমবার রাতে কিশনগঞ্জে ১৩ বছরের এক নাবালিকা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। মঙ্গলবার পুলিশ এঘটনায় ১৭ বছরের এক নাবালক ও তার বাবাকে হেপাজতে নেয়। গুরুতর অসুস্থ ওই নাবালিকা বর্তমানে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এঁকেবেঁকে ১৩

প্রথম পাতার পর

এই দুটি দিয়ে ভারী গাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১০১ ফুলকাডাবরিতে একটি সেতু রয়েছে। সেই সেতুও দুর্বল, সেতুর মুখে রাস্তা ধসে গিয়েছে।

কয়েকটি সেতুতে নদীর বিড়ম্বনা হলেও কুচলিবাড়ি থানা এলাকায় নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। ছোট নদী হলেও এতে গোটা বছরই জল থাকে। এখানে দেশীয় মাছের স্বর্গরাজ্য। এলাকার বেশিরভাগ মৎস্যজীবী গোটা বছর নদীতে মাছ ধরে সংসার চালান। পাশাপাশি, সানিয়াজানের পাড়ে একাধিক চা বাগান গড়ে উঠেছে। সেই চা বাগান সহ পার্শ্ববর্তী কৃষিজমিতে সেচের একমাত্র ভরসা এই নদীই। আবার নদীবক্ষে ধান চাষ নিষিদ্ধ হলেও পলিময় সানিয়াজান নদীতে উচ্চমানের ধান চাষ হয়। নদীর পাড়ের কৃষকরা নদীবক্ষে ধান চাষ করেই সারাবছরের অন্ন জোগান। এই নদীতে নিয়ে স্কুল শিক্ষক সন্তোষ রায় বা ভূগোলের গবেষক সফিকুল ইসলামদের গর্বের শেষ নেই। সফিকুলের কথায়, 'দুই দেশের মধ্যে এত কম দূরত্বে এভাবে একেবেঁকে চলা সাধারণত দেখা যায় না।' সন্তোষ বললেন, 'সানিয়াজান হয়তো দুই দেশকে এভাবেই এক করে রাখতে চায়। আজীবন।'

থমথমে ধুলিয়ানে হালখাতা মাটি

প্রথম পাতার পর

সীমান্তের ওপার থেকে। মুর্শিদাবাদ লাগোয়া বাংলাদেশে বসে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সে দেশের রাজশাহি ও চাপাই নবাবগঞ্জে বসে এ রাজ্যে সক্রিয় জেএমবি, সিমি এবং এবিটি'র স্লিপার সেলকে সক্রিয় করে এই অশান্তি ঘটানো হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট দিয়েছে গোয়েন্দা দপ্তর। মন্ত্রকের কাছে পাঠানো প্রাথমিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও পিছন থেকে সমর্থন করেছেন স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতা। গোলমাল ছড়িয়ে যাওয়ার পর ওই নেতারা আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

রাজ্য সরকারের কাছেই একইরকম রিপোর্ট জমা পড়েছে। তাতে ঘটনার আগে কয়েকদিন ধরে প্রচুর অনুপ্রবেশ হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুপ্রবেশের আরও আশঙ্কার উল্লেখও আছে রিপোর্টে। হিংসা কীভাবে ছড়িয়েছে এবং রাজ্য সরকার কেন সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেনি, তা জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চিঠি দিয়েছে নবান্নে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ওই রিপোর্টে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, গত তিনদিনে ২২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, 'পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।'

দু'দিন আগে সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদে হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর ছেলে চন্দন দাসকে খুনের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এডিজি জানান, ওই ঘটনায় সিসিটিভি ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। সোমবার রাতভর অভিযানে বীরভূমের মুরারই থানা এলাকা থেকে কালু নাদাব এবং সুতি থানার বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্ত থেকে দিলদার নবাবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এডিজির দাবি, 'এরা এই খুনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আরও যারা জড়িত, তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।'

মঙ্গলবার নবান্নে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, অশান্তি যাতে অন্য কোথাও ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য রাজ্যের সমস্ত স্পর্শকাতর এলাকায় পুলিশ রুটমার্চ করছে। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী বলেন, 'নতুন করে যাতে কোথাও অশান্তি না হয়, তার জন্য আমরা সতর্ক রয়েছি।' জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, 'আমরাও এলাকাবাসীকে বোঝাচ্ছি।'

এদিকে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকার ঘটনাগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। ওড়িশার মানবাধিকার সংগঠন 'কলিঙ্গ রাইটস ফোরাম'-এর করা অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনের তদন্ত শাখা থেকে একটি প্রতিনিধিদল মুর্শিদাবাদে পাঠানো হবে বলে মঙ্গলবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। কমিশনের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (আইন) ব্রিজবীর সিংহ কমিশনের ডিরেক্টর জেনারেল (তদন্ত)-কে চিঠি দিয়ে জানান, কমিশনের প্রিয়ঙ্ক কানুনগোর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এ বিষয়ে তদন্ত শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলবে, অভিযোগ নথিভুক্ত করবে ও বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে। সরেজমিনে তদন্ত শেষে তিন সপ্তাহের মধ্যে কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

ভূরিভোজ থেকে

প্রথম পাতার পর

বাড়িতে আর রান্নাবান্নার ঝামেলা রাখিনি। আমার প্রিয় ইলিশ আর বোনের চিংড়ি। রেস্তোরাঁয় মুশকিল আসান। এক অর্ডারে হাজির সব।'

পুজো দেওয়ার পর পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। দুপুরের দিকে আকাশের গোমড়া মুখ দেখে শেষমুহূর্তে তা বাতিল করতে হয়। ছেলেমেয়ের জেদ, না ঘুরে বাড়ি ফেরা যাবে না। তাই বেঙ্গল সাফারি পার্কে গিয়েছিলেন সৌরভ সরকার। সেখান থেকে ফিরে পিৎজার দোকান। সৌরভের কথায়, 'বছরের প্রথম দিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দ, মজায় কাটাতে ভালোবাসি। প্রতিবার তাই-ই করি।' সূর্য সেন পার্কে দেখা হল গোপাল দাসের সঙ্গে। তাঁরও নববর্ষের প্রথম দিন পরিবারের জন্য বরাদ্দ। একবারে রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরবেন।

রিয়া দে, প্রিয়াংকা বসাকদের অবশ্য মায়ের হাতের রান্না বেশি প্রিয়। তাছাড়া এদিন যে ব্যাপক ভিড় হবে, সেটা আন্দাজ করেই রেস্তোরাঁয় যাননি। বাড়িতে জমজমাট আয়োজন। প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার পর দুপুরে টকডাল, মাছ, চাটনি, দই সহ হরেকরকমের পদ দিয়ে পেটপুজো সেরেছেন।

এরপর? রিয়া জানাল, নতুন কুর্তি কিনেছেন। সেটা পরে সন্ধ্যায় বেরোবেন বন্ধুদের সঙ্গে। পছন্দের ক্যাফেতে আড্ডা জমবে।

হাকিমপাড়ার প্রবীণা রানুবালা অবশ্য দাবি করে বসলেন, আগের থেকে নাকি পয়লা বৈশাখে নতুন জামা কেনার উৎসাহ কমে গিয়েছে। কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি, 'আগে তো আমরা শুধু পুজো আর নববর্ষে জামাকাপড় পেতাম। এখন যখন ইচ্ছে নতুন কেনা হচ্ছে। তাই আর নববর্ষ উপলক্ষ্যে কেনার দরকার পড়ে না।'

রানুবালার মতোই ফেলে আসা দিনগুলোকে মিস করছিলেন পুষ্পিতা সরকার। তাঁর স্মৃতিচারণায়, 'ছোটবেলায় নতুন জামা পরে বাবার হাত ধরে দোকানে যেতাম। মিষ্টির প্যাকেট আর ক্যালেন্ডার নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। অনেক দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াত।'

দিনভর উৎসবের আমেজে গা ভাসালেন আট থেকে আশি। মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা হল, সবার ভালো কাটুক নতুন বছর...

কুপিয়ে হত্যা

প্রথম পাতার পর

খুনির ফাঁসির দাবি জানাই আমরা।'

এদিকে মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, সজল আর মন্টু সোমবার সকালে একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন। এরপর দুজনে একজায়গায় বসে মদ্যপান করেন। তারপর বাড়ি ফেরেন সজল। দুপুরে তাঁর স্ত্রী বীণা কর্মকার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যান। তারপর থেকে বাড়ি ফাঁকা ছিল। বিকেল নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।

এদিন সকালে শোকস্তব্ধ বীণা কান্না জড়ানো গলায় বললেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। ভাবতে পারিনি এমন ঘটনা ঘটবে। এর আগে মন্টুর সঙ্গে স্বামীর ঝগড়া হয়েছে। পরে তা মিটমাট হয়ে যায়। তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। আমি দিনমজুরি করি। সর্বনাশ হয়ে গেল আমাদের।'

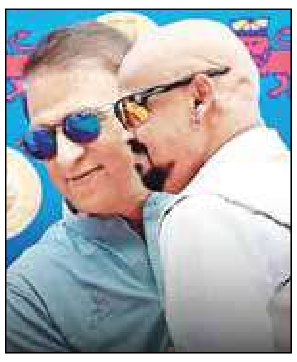

কাম্বলিকে আর্থিক সাহায্য গাভাসকারের

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল : আর্থিক অনটন, শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত বিনোদ কাম্বলির পাশে দাঁড়ালেন সুনীল গাভাসকার। প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গাভাসকার ফাউন্ডেশন।

গত জানুয়ারি মাসে বিনোদ কাম্বলির চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করেন কিংবদন্তি ওপেনার। বিস্তারিত খবরও নেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানেও কাম্বলির সঙ্গে কথা হয় গাভাসকারের। এরপরই নিজের ফাউন্ডেশন থেকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের সিদ্ধান্ত। সারাজীবন যে সাহায্য পাবেন কাম্বলি। এছাড়া চিকিৎসার খরচ বাবদ বছরে অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকা দেবে গাভাসকার ফাউন্ডেশন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় কাম্বলিকে। মস্তিষ্কে ব্লাড ক্লটও ধরা পড়ে। দিন দশেক চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। এরপরই গাভাসকার জানিয়েছিলেন, কাম্বলি তাদের পুত্রসম। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী টিমের তরফে কাম্বলির পাশে দাঁড়াবেন তাঁরা। কথা রাখতে নিজেই বড় পদক্ষেপ করলেন 'লিটল মাস্টার'।

নির্বিকার ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট

নববর্ষে বিবাদে ক্লেইটন-অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : উৎসবের আবহে তাল কাটল আবার। ইস্টবেঙ্গলে কোচ-ফুটবলারের বিবাদ এবার প্রকাশ্যে।

সুপার কাপ শুরু হতে বাকি আর হাতে গোনা পাঁচটা দিন। এর মধ্যে অশান্তির আঁচ যেন বেড়েই চলেছে লাল-হলুদ শিবিরে। বাংলা নববর্ষের দিনে অনুশীলনে ক্লেইটন সিলভা-অস্কার ব্রুজোঁর বচসায় আরও একবার উত্তপ্ত হল কলকাতা ময়দানের লেসলি ক্লডিয়াস সরণি।

এদিন সকালে ইস্টবেঙ্গল মাঠের একদিকে তখনও বারপুজো চলছে। সদস্য-সমর্থকদের প্রার্থনা একটাই, সাফল্যের সরণিতে ফিরুক প্রিয় ক্লাব। লাল-হলুদ জনতার মুখে মুখে ঘুরছে অতীতের সাফল্য আর বর্তমান ব্যর্থতার কাটাছেঁড়া। আরেকদিকে তখন অনুশীলনে ব্যস্ত দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, আনোয়ার আলিরা। সেখানে ক্লেইটন যেন দলছুট। কোচের নির্দেশে হোক বা জেদের বশে বাকিদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। গোটা দল যখন মাঠের একদিকে বল পায়ে অনুশীলন করছে, ক্লেইটন তখন একাকী। রবিবারের ঘটনার পর এই ছবি খুব একটা অস্বাভাবিকও নয়। সেদিন কোচের সঙ্গে মনোমালিন্যে মাঠ ছেড়েছিলেন লাল-হলুদ স্ট্রাইকার। তবে এদিন পরিস্থিতি হাতের বাইরে গেল অনুশীলনের একেবারে শেষলগ্নে। মুহূর্তেই যেন ছবিটা বদলে গেল। বারপুজো ছেড়ে সব ফোকাস তখন সেদিকেই। দলের সিটিও অময় ঘোষাল ক্লেইটনকে ডেকে কিছু বলতে যান। তাঁর সঙ্গে একপ্রস্থ কথা কাটাকাটি হয়। মাঠ ছাড়ার আগে কোচ অস্কারের সঙ্গে আরও একবার তর্কে জড়িয়ে পড়েন ক্লেইটন। তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন সৌভিক চক্রবর্তী। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে, একপ্রকার জোর করেই তাঁকে সাজঘরে ফেরাতে হয় হয়।

নববর্ষের প্রথম সকালে এমন ঘটনায় বেশ অস্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল। প্রাক্তন ফুটবলার, অতিথি, সদস্য-সমর্থকদের সামনে এমন ঘটনা শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের সম্মানেও যে আঘাত করে। কোচ-ফুটবলারের মধ্যে মনোমালিন্যের ঘটনা অতীতেও বহুবার ঘটেছে। তবে অল্প সময়ে তা মিটেও গিয়েছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গলে পরিস্থিতি উত্তরোত্তর আরও জটিল হচ্ছে। ইতিমধ্যে টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্যও এতে জড়িয়ে পড়েছেন। এতকিছুর পরও ক্লাব কর্তা, ম্যানেজমেন্ট নির্বিকার। বিবাদ মেটানো তো দূর, উলটে কোচ-ফুটবলারের মধ্যে অশান্তিকে লঘু করে তুলে ধরতে চাইলেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'কোচের সঙ্গে ফুটবলারের এমন গণ্ডগোল ইস্টবেঙ্গলে নতুন নয়। অতীতেও হয়েছে। তাতে সাফল্যও এসেছে। কোচের সঙ্গে ফুটবলারের এমন চ্যালেঞ্জ থাকাটা দলের জন্য স্বাস্থ্যকর। হতেও পারে সাফল্যের পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ। তার মানে আবার এটাও নয় যে, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হবে।' আদতে ক্লেইটন-অস্কারের বিবাদ যে সেদিকেই মোড় নিচ্ছে তা কি বুঝতে পারছে না লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট? সাম্প্রতিক অতীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের উদাহরণ ইস্টবেঙ্গলে তো কম নেই।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়া ক্লেইটন সিলভাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

আমি কেন ম্যাচের সেরা, প্রশ্ন মাহির!

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

লখনউ, ১৫ এপ্রিল : ১১ বলে অপরাজিত ২৬। আর তার সুবাদেই ম্যাচের সেরা! তাও আবার প্রায় ৬ বছর পর। যদিও সেরা হিসেবে তাঁকে কেন বেছে নেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনিই! সেরার ট্রফি হাতে প্রশ্নও ছুড়ে দিলেন আমাকে কেন? নুর আহমদ, রবীন্দ্র জাদেজার বোলিং স্পেলটাই তো ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।

আইপিএলে প্রথমবার টানা পাঁচ ম্যাচ হারের পর জয়ে ফেরা চেন্নাই সুপার কিংসের। লখনউ সুপার জায়েন্টসের ১৬৬/৭ স্কোরের জবাবে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা একসময় চাপে ফেলে দেয় চেন্নাইকে। আস্কিং রেটও বাড়ছিল। কিন্তু ফিনিশার মাহির নয়া রূপে ম্যাচের রং বদল।

এক হাতে মারা ছক্কা, চাপের মুখে গোটা চারেক বাউন্ডারিতে দলকে ফিনিশিং লাইন পার করে দেন। পুরস্কারস্বরূপ সেরার তকমা। যদিও মাহি স্বয়ং সেই যুক্তির সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পাচ্ছেন না।

২০১৯ সালের পর আইপিএলে প্রথমবার ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে নিয়েই বলেছেন, 'আমাকে ওরা কেন সেরার পুরস্কার দিল, এখনও ভাবছি। আমার ধারণা নুর খুব ভালো বল করেছে। নতুন বলে আমাদের বোলিং এবং নুর-জাড্ডুর ৪-৫ ওভারের স্পেলটাই ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে বাদ রেখেই লখনউ ম্যাচে নামে চেন্নাই। সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না বলছেন মাহি। যুক্তি, উইকেট থেকে সাহায্য মিলছে না এমন পিচে পাওয়ার প্লে-তে অশ্বীনকে বল করানো হয়েছে। বাড়তি চাপ নিঃসন্দেহে। তাই এমন একজনকে দল চাইছিল, যে পাওয়ার প্লে-তে কার্যকর হবে।

> এমন উইকেটে খেলা উচিত, যেখানে ব্যাটাররা আত্মবিশ্বাস নিয়ে শট খেলবে। ভয়ে ভয়ে থাকবে না।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

সাত ম্যাচে দ্বিতীয় জয় (দশম স্থানে)। প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়তে ধারাবাহিকতা দরকার। তবে টানা হারে গুমড়ে থাকা পরিবেশে এই জয়টা অক্সিজেন জোগাবে। ক্যাপ্টেন কুলের মতে, আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে প্রতিটি জয় গুরুত্বপূর্ণ। গত ম্যাচগুলি ভালো কাটেনি। লখনউ-বধ সেদিক থেকে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে দলের।

ম্যাচের পর যে খুশির ঝলক ধোনির চোখেমুখে। 'মন্ত্রশিষ্য' ঋষভ পন্থের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডাও মারেন। যে আলোচনায় যোগ দেন লখনউ টিমের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও। অতীতের তিক্ততা ভুলে সম্প্রীতির ছবি। যদিও যে ছবিটা উসকে দিচ্ছিল ২০১৭-র ঘটনা। নিজের দলের (তখন নাম ছিল পুনে সুপারজায়ান্ট) অধিনায়কের পদ থেকে ধোনিকে ছাঁটাই করেছিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা! মঙ্গলবারের একানা স্টেডিয়ামে সম্পর্কের সু-বাতাস। মাহির কাঁধে হাত রেখে খোশমেজাজে ঋষভদের 'বস'।

জয়ের খুশির মাঝে ঘরের মাঠ চিপকের পিচ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন ধোনি। দাবি, ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য পিচকেই কাঠগড়ায় তুললেন। ধীরগতির উইকেট হচ্ছে চিপকে। ফলে ব্যাটিং সমস্যা হচ্ছে। অথচ, বাইরের ম্যাচে ব্যাটাররা ভালো খেলছে। এরপরই মাহির বার্তা, 'এমন উইকেটে খেলা উচিত, যেখানে ব্যাটাররা আত্মবিশ্বাস নিয়ে শট খেলবে। ভয়ে ভয়ে থাকবে না।'

হারের জন্য অনেকে ঋষভ পন্থের স্ট্র্যাটেজিও দুষছেন। রবি বিষ্ণোই (৩-০-১৮-২) ভালো বল করছিলেন। যদিও পুরো কোটা বল করানো হয়নি। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিষ্ণোই জানান, দলের সবাই যা ভালো বুঝেছে, সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিতর্কের কিছু নেই।

ঋষভের যুক্তি, মিলিত পদক্ষেপ। আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত। বোলিং নয়, ব্যাটিংই মূলত দুষছেন। ম্যাচে সর্বাধিক ৬৩ রান করা ঋষভের কথায়, 'নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানো ছন্দ বিগড়ে দিয়েছে বারবার। নাহলে আরও ১৫ রান বেশি হত। পরের ম্যাচগুলিতে পার্টনারশিপে জোর দিতে হবে।'

ধোনির সঙ্গে 'আড্ডা' গোয়েঙ্কার

রি-ইউনিয়ন? ম্যাচ শেষে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, ঋষভ পন্থ, আবেশ খান, জাহির খানদের সঙ্গে ধোনি।

বারপুজোয় বাড়তি সময় লাল-হলুদের

বাগানের আকর্ষণ আইএসএল ট্রফি

মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুর পাশের সুসজ্জিত মঞ্চে রাখা হয়েছে আইএসএল কাপ, লিগ-শিল্ড ও হকি লিগে জেতা ট্রফি। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : নববর্ষের সকালে মোহনবাগানের বারপুজোয় প্রধান আকর্ষণ আইএসএল লিগ শিল্ড ও কাপ। সেখানে ইস্টবেঙ্গল অশুভ শক্তির বিনাশ করতে বাড়তি সময় দিল বারপুজোয়। সব মিলিয়ে নববর্ষের সকালে জমজমাট কলকাতা ময়দান।

নববর্ষের সকালে আট থেকে আশি প্রতিটি সদস্য-সমর্থকের মূল আকর্ষণ ছিল সদ্য জেতা আইএসএল ট্রফি। ক্লাব-তাঁবুর ঠিক পাশের লনে সুসজ্জিতভাবে রাখা ছিল আইএসএল লিগ শিল্ড, কাপ এবং হকি লিগ। ক্লাবে আগত সদস্য-সমর্থকরা ওখানেই ভিড় করেন। এমনকি ক্লাব-তাঁবুর সামনের স্টেজে হওয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন ছিল না বিশেষ কারও। বরং ট্রফিগুলির সামনে ছবি তোলাটার হিড়িক ওঠে।

আসলে মোহনবাগানের মতো জনসমর্থনপুষ্ট ক্লাবে ট্রফিটাই দিনের শেষ কথা। সেই ছবিটাই এদিন বারবার ধরা দিয়েছিল। মঙ্গলবার প্রথা মেনেই বারপুজো করা হয়। এই সাফল্যের ধারা যেন বজায় থাকে, সেই প্রার্থনা করা হয়। বারপুজোর সময় ফুটবলারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাস। পরে অবশ্য পরিবার নিয়ে ক্লাবে ঘুরে গিয়েছেন মিডিও দীপক টাংরি।

সামনেই ক্লাব নির্বাচন। নির্বাচনে পালাবদল হওয়ার গুঞ্জন চলছে ময়দানে। বাংলার নতুন বছরের প্রথমদিনে নিজের টিম নিয়ে বারপুজোয় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু। বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্তের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেছেন প্রাক্তন সচিব। বারপুজোর দিন বাগানের প্রাক্তন ফুটবলারদের দেখা গিয়েছে। পরের দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্লাবে এসেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তবে গঙ্গাপাড়ের ক্লাব-তাঁবুতে দেখা যায়নি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। দিনকয়েক আগে তাঁকে আইএসএল ফাইনালে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে তিনি গেলেও বাগান তাঁবু সন্তর্পণে এড়িয়ে যান।

এদিকে, নতুন বছরের প্রথমদিনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেও ছিল উৎসবের আমেজ। কোচ অস্কার ব্রুঁজো, আগামী অধিনায়ক নাওরেম মহেশ সিং, লালচুংনুঙ্গা ও মহিলা দলের অধিনায়ক সুইটি দেবী বারপুজোয় ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় লিগজয়ী মহিলা দল ও বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়রা। গোটা মরশুমজুড়েই সমর্থকদের একরাশ হতাশা উপহার দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। খারাপ সময় কাটাতে এদিন প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নিয়ে বারপুজো হয়। খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার প্রার্থনা করা হয়। এদিন মাঠ আলো করে উপস্থিত ছিলেন লাল-হলুদের প্রাক্তনীরাও। পরের দিকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে যান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারা।

মোহন-ইস্ট ছাড়াও গোটা কলকাতা ময়দানজুড়ে বারপুজো হয়েছে। সৃঞ্জয় বসুর উদ্যোগে জমকালোভাবে হয়েছে ভবানীপুর ক্লাবের বারপুজো। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় সেন, শিল্টন পালের মতো ব্যক্তিত্ব। এসেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। এদিন তিনি নিজের ক্লাব এরিয়ানের বারপুজোয়তেও ছিলেন। কাস্টমসের বারপুজোর অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় সন্তোষজয়ী তারকা রবি হাঁসদাকে। ডায়মন্ড হারবারের বারপুজোয় কোচ কিবু ভিকুনা ও ফুটবলাররা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এছাড়াও উয়াড়ি, খিদিরপুর সহ ময়দানের বহু ক্লাবে বারপুজো হয়েছে।

সাদা বলে জোড়া সিরিজ

অগাস্টে বাংলাদেশে বিরাটরা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : ক্রিকেট দুনিয়া আপাতত আইপিএলে মজে।

মেগা লিগ পর্ব মেটার পর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ড সফর। পাঁচ ম্যাচের ম্যারাথন টেস্ট সিরিজ টেমসের দেশে। বিলেত সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই পদ্মাপাড়ে নয়া চ্যালেঞ্জ। সাদা বলের জোড়া সিরিজ খেলতে অগাস্ট মাসে বাংলাদেশ সফর করবে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

পদ্মাপাড়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অস্থির পরিস্থিতি। ভারত বিরোধিতা চরমে। এরকম সময়ে বাংলাদেশ সফরে পা রাখবে মেন ইন ব্লু। যে সফরের নির্ঘণ্ট এদিন প্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

ভারতীয় দল সফরে তিন ম্যাচের ওডিআই এবং টি২০ সিরিজ খেলবে। ১৭ অগাস্ট মীরপুরে ওডিআই সিরিজের উদ্বোধন। দ্বিতীয় ওডিআই মীরপুরে (২০ অগাস্ট)। শেষ ম্যাচ চট্টগ্রামে ২৩ অগাস্ট। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ চট্টগ্রামে (২৬ অগাস্ট) হবে। শেষ দুইটি ম্যাচ হবে মীরপুরে।

ভারতের সফরকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, 'তিন ফর্ম্যাটে ভারতীয় দল বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছে। দুই দেশের মানুষ ক্রিকেট অন্তপ্রাণ। অতীতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজক দ্বৈরথ দেখা গিয়েছে। আসন্ন সিরিজও আকর্ষণীয়, উপভোগ্য হতে চলেছে।'

এদিকে, হোম সিরিজে ২ অক্টোবর আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। দুই ম্যাচের সিরিজে শেষ টেস্ট হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে (১০ অক্টোবর থেকে)। নভেম্বরেই দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ণাঙ্গ সফরে ভারতে পা রাখবে। দুইটি টেস্ট হবে যথাক্রমে দিল্লি (১৪-১৮ নভেম্বর) ও গুয়াহাটিতে (২২-২৬ নভেম্বর)।

ওডিআই সিরিজের তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে রাঁচি (৩০ নভেম্বর), রায়পুর (৩ ডিসেম্বর), ভাইজাগে (৬ ডিসেম্বর)। ৯ ডিসেম্বর কটকে টি২০ সিরিজের উদ্বোধনী দ্বৈরথ। বাকি ম্যাচগুলি হবে যথাক্রমে মুল্লানপুর (১১ ডিসেম্বর), ধরমশালা (১৪ ডিসেম্বর), লখনউ (১৭ জিসেম্বর), আহমেদাবাদে (১৯ ডিসেম্বর)।

সঞ্জুদের সঙ্গে আজ পরীক্ষা দ্রাবিড়েরও

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : কারও কাছে প্রতিভা দেখানোর মঞ্চ।

কারও জবাব দেওয়ার। হারিয়ে যেতে যেতে ফিরে আসার উদাহরণও কম নয়। এমনই বিভিন্ন রংয়ে রঙিন আইপিএলে বুধবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালস-রাজস্থান রয়্যালস টক্কর। আবার পরীক্ষার মঞ্চ, নিজেকে প্রমাণেরও।

ফের চোখ দিল্লির করুণ নায়ারের দিকে। প্রায় তিন বছর পর আইপিএলে খেলতে নেমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৪০ বলে বিস্ফোরক ৮৯-তে সম্মোহিত করেছেন। কাল যার পুনরাবৃত্তিতে চোখ করুণের।

সতীর্থ অখ্যাত লেগস্পিনার ভিপরাজ নিগম সেখানে দ্রুত দিল্লি সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিচ্ছেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের পাশে। লোকেশ রাহুলের দাপটে অনেককে জবাব দেওয়ার মরিয়া তাগিদ। যোগফল, পাঁচ ম্যাচে চারটিতে জিতে প্লে-অফের পথে এক পা এগিয়ে রাখা।

ঘরের মাঠে নড়বড়ে রাজস্থানকে হারিয়ে অবস্থান আরও শক্ত করার সুযোগ। যা আটকাতে ৬ ম্যাচে চারটিতে হেরে কোণঠাসা গোলাপি ব্রিগেডের সামনে একঝাঁক ফাঁকফোকর মেরামতির চ্যালেঞ্জ। গত ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়াল রানে ফিরলেও রিয়ান পরাগ, সঞ্জু স্যামসনদের বিবর্ণ ক্রিকেটে আশঙ্কা বাড়ছে।

হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের অবস্থা সহজবোধ্য। পায়ের হাড় ভাঙায় হুইলচেয়ার, ক্রাচ নিয়েই জয়পুর, দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন। যদিও দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার ক্রিকেটীয় শৃঙ্খলার প্রতিফলন এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি তাঁর ছাত্রদের পারফরমেন্সে।

দল নিয়ে এদিন প্র্যাকটিসে কোটলাতে পা রাখার পর দ্রাবিড়কে ঘিরে চেনা ছবি। লোকেশ, অক্ষর, করুণরা এগিয়ে এসে দেখা করলেন। দ্রাবিড়ও স্নেহের হাত রাখলেন প্রতিপক্ষ অধিনায়ক অক্ষরের পিঠে। যদিও দলের চলতি ব্যর্থতায় রক্তচাপ যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধারেভারে, বর্তমান পারফরমেন্সে তুলনায় এগিয়ে দিল্লি। লোকেশের পর নায়ারের রান পাওয়া ব্যাটিং আরও শক্তিশালী। পাটা পিচ, ছোট বাউন্ডারির কোটলায় ট্রিস্টান স্টাবস, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, অভিষেক পোড়েলের ঝাঁঝালো ব্যাটিং সামলানো সহজ হবে না জোফ্রা আর্চার, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা সমৃদ্ধ রাজস্থান বোলিং ব্রিগেডের জন্য।

ব্যাটে নজরদারিকে স্বাগত নীতীশদের

আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রাজস্থান রয়্যালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

স্বস্তির মধ্যে দিল্লির মাথাব্যথা মিচেল স্টার্কের হঠাৎ ছন্দপতন। গত কয়েক ম্যাচে পেস ব্রিগেড কিছুটা কমজোরি দেখাচ্ছে। যশস্বী-সঞ্জুদের জন্য যা সুযোগ হতে পারে। তবে দিল্লির স্পিন বোলিং মূল কাঁটা রাজস্থানের। কুলদীপ-ভিপরাজ-অক্ষরের ১২ ওভার গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারদের ব্যাট পরীক্ষার নয়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানাল দুই তারকা নীতীশ রানা, মোহিত শর্মা। দুইজনের মতে, ব্যাট-বলের মধ্যে ভারসাম্য থাকা জরুরি। সেক্ষেত্রে ব্যাটের ওপর নজরদারিতে 'অনৈতিক' সুবিধা নেওয়ার প্রবণতায় কিছুটা হলেও রাশ টানা যাবে।

ঘুরেফিরে রাজস্থান-দিল্লি দ্বৈরথ। অতীত পরিসংখ্যানে সেয়ানে-সেয়ানে টক্করের ছবি। রাজস্থানের পক্ষে স্কোরলাইন ১৫-১৪। তবে পুরোনো হিসেবের হালখাতা সরিয়ে দুই দল কীভাবে কাল নিজেদের মেলে ধরে, সেটাই দেখার।

রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে চলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের করুণ নায়ার। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

আত্মবিশ্বাসই ভরসা রিয়ালের

প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় কেনরা

মাদ্রিদ ও মিলান, ১৫ এপ্রিল : প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালের পর ৩ গোলে পিছিয়ে। তাও দুরন্ত ছন্দে থাকা আর্সেনালের বিরুদ্ধে। সাধারণত অঘটন ছাড়া এই জায়গা থেকে প্রত্যাবর্তন কার্যত অসম্ভব। তবুও নামটা যে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রত্যাবর্তন তাদের সমার্থক।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম আর্সেনাল

ইন্টার মিলান বনাম বায়ার্ন মিউনিখ

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

এই স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতেই কত ইতিহাস লিখেছে রিয়াল। সেই মাঠেই আরও একবার রূপকথার প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন বুনছেন কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। ঘরের মাঠে আর্সেনালকে হারাতে হবে। শুধু হারালেই চলবে না, জিততে হবে কমপক্ষে চার গোলের ব্যবধানে। সেটা তিন হলেও ম্যাচটা গড়াতে পারে অতিরিক্ত সময়, টাইব্রেকার পর্যন্ত। আন্সেলোত্তি মনে করেন, কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আর লা লিগায় আলাভেসকে হারানোর পর দলও এখন আত্মবিশ্বাসী। আর্সেনাল ম্যাচেও তার প্রভাব পড়বে বলে ধারণা রিয়াল কোচের। আসলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা যে রিয়াল মাদ্রিদ, তা আরও একবার প্রমাণ করার এটাই যে মোক্ষম সুযোগ।

রিয়ালের প্রাক্তনী মার্সেলোরও তাই বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবেন এমবাপে, ভিনিসিয়াসরা। মাদ্রিদ জায়েন্টদের এমন বহু লড়াইয়ের সৈনিক এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। আর্সেনালকে সতর্ক করে তিনি বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ ঘুরে দাঁড়াতে জানে। আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ব্যবধান তিন গোলের হলেও বার্নাব্যুতে রিয়ালকে হিসাবের বাইরে রাখলে ভুল করবে আর্সেনাল।'

দ্বিতীয় লেগের কোয়ার্টার ফাইনালের অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ইন্টার মিলান-বায়ার্ন মিউনিখ। ইন্টার ২-১ গোলে এগিয়ে। ফিরতি লেগে নামার আগেও বায়ার্ন শিবির চোট সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের সহ পাঁচ ফুটবলার এই ম্যাচেও অনিশ্চিত। তালিকায় রয়েছেন ডায়োট উপামেকানো, আলফান্সো ডেভিস, জামাল মুসিয়ালারা। তবুও প্রত্যাবর্তনের আশায় বুক বাঁধছেন হ্যারি কেনরা।

লক্ষ্য আরও এক প্রত্যাবর্তন। আর্সেনাল ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে ও লুকা মডরিচ।

ফেডারেশনের কাছে অভিযোগ বেঙ্গালুরুর

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল ফাইনালে আক্রান্ত হয়েছেন বেঙ্গালুরু এফসি-র সমর্থকরা। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএলের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাল তারা। তির মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের দিকে। তাদের দাবি, 'বেঙ্গালুরু সমর্থকদের লক্ষ্য করে আতশবাজি ছোড়া হয়। এক সমর্থক চোখে গুরুতর আঘাত পান। আক্রান্ত হন দলের কর্ণধার পার্থ জিন্দালও।' একইসঙ্গে যুবভারতীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি-র তরফে।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ যোগেশ চন্দ্র দাস - বাসন্তী রায়দাস, 50তম বিবাহবার্ষিকীতে জানাই অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও প্রণাম। - পুত্র, পুত্রবধূ, নাতিবর্গ, আলিপুরদুয়ার।

ধোনির স্পর্শে ছন্দে চেন্নাই, বলছেন মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : মহেন্দ্র সিং ধোনি কি ফুরিয়ে গিয়েছেন? সোমবার রাতে লখনউয়ে দেখা গিয়েছে 'ধোনি ধামাকা।' ব্যাট হাতে ধোনি মেজাজে ফিরতেই ছন্দে ফিরেছে চেন্নাই সুপার কিংস। ছন্দে ফেরা 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর প্রশংসা শোনা গেল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে।

মঙ্গলবার নিজের ক্লাব এরিয়ানের বারপুজোয় গিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'ধোনি খুব ভালো খেলেছে। যদিও লখনউ সুপার জায়েন্টস বেশি রান করেনি। ১৬০ রান আজকাল টি২০-তে ম্যাচ জেতার জন্য যথেষ্ট নয়। তাও ধোনি ও শিবম দুবে খুব ভালো ব্যাটিং করেছে।'

ধোনি অধিনায়কের দায়িত্ব নিতে পুরোনো ছন্দে চেন্নাই। সোমবারের রাতের পর থেকে এটাই ভারতীয় ক্রিকেটে চর্চার বিষয়। সৌরভ এই ব্যাপারেও সহমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ধোনি ফিরতেই চেন্নাই পুরোনো ছন্দে। ও দারুণ অধিনায়ক।' সৌরভ অধিনায়ক থাকার সময়ই ভারতীয় ক্রিকেটে উত্থান হয় ধোনির। পরবর্তী সময়ে ভারত অধিনায়ক হয়ে নিজেকে সর্বকালের সেরা অধিনায়কের পর্যায়ে নিয়ে যান মাহি। পাশাপাশি আইপিএলেও তাঁর 'মগজাস্ত্রে' ভর করে অন্যতম সফল দল হয়েছে সিএসকে।

চাহালের জালে বন্দি নাইট স্বপ্ন

পাঞ্জাব কিংস-১১১ (১৫.৩ ওভারে)
কলকাতা নাইট রাইডার্স-৯৫ (১৫.১ ওভারে)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুল্লানপুর, ১৫ এপ্রিল : রামনদীপ সিং সোমবার জানিয়েছিলেন, ম্যাচ জেতায় ব্যাটাররা কিন্তু টুর্নামেন্ট জেতায় ভালো বোলিং। বাস্তবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটাররা ম্যাচই বার করতে পারছেন না, টুর্নামেন্ট জেতা তো পরের ব্যাপার।

বোলিং ডিপার্টমেন্ট নিজেদের কাজ করলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় মাত্র ৯৫ রানে গুটিয়ে গিয়ে ১৬ রানে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারল কেকেআর। মাঝে ৭/২ থেকে আজিঙ্কা রাহানে (১৭ বলে ১৭) ও অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (২৮ বলে ৩৭) ৫৫ রানে জুটি না গড়লে লজ্জা আরও বাড়ত। রাহানের একটা ভুল সিদ্ধান্তই তালগোল পাকিয়ে দেয়। কেকেআর অধিনায়কের ক্ষেত্রে বল লাইনের বাইরে ছিল বলে অন্তত টেলিভিশন রিপ্লে বলছে। কিন্তু রাহানেকে একবার থমকে দাঁড়িয়েও রিভিউ না নেওয়াটা ভুলই ছিল। তার পরপরই আউট রঘুবংশী। এবং আয়ারাম গয়ারামের দলে নাম লেখান ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৭), রিঙ্কু সিং (২) ও রামনদীপ (০) ও হর্ষিত রানা (৩)। ৩৩ রানে শেষ ৮ উইকেট হারাল নাইটরা।

১৩ ওভারে কেকেআর ৭৯/৮ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে একঝলক টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠল আন্দ্রে রাসেলের স্তম্ভিত মুখটা। কী কঠিন দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে বর্তেছে সেটাই বোধহয় ভাবছিলেন! তবু চেষ্টা একটা করেছিলেন যুযবেন্দ্র চাহালের চতুর্থ ওভারে জোড়া ছয় ও একটা চার মেরে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। চাহালই এদিন (২৮/৪) ভাঙন ধরান কেকেআর ব্যাটিংয়ে। তার আগের তিন ওভারে ৩ উইকেট নেন মাত্র ১২ রান দিয়ে। চাহালের স্পিন জালেই বন্দি হল নাইটদের স্বপ্ন। কিন্তু অর্শদীপ সিংয়ের (১১/১) বলে বৈভব অরোরা কোনও রান না করে আউট হতেই সাদা পোশাকে সৌন্দর্যের ঝংকার তুলে লাফাতে দেখা গেল প্রীতি জিন্টাকে। এরপর শুধু ছিল সময়ের অপেক্ষা। রাসেলকে (১২) বোল্ড করে পাঞ্জাবের জয় নিশ্চিত করেন মার্কো জানসেন (১৭/৩)।

অথচ তার আগে পাঞ্জাবকে মাত্র ১৫.৩ ওভারে শেষ করে নিজেদের কাজটা ঠিকই করেন কেকেআর বোলাররা। কিন্তু ইনিংসের ৬ ও ৮ নম্বর বলে পরপর সুনীল নারায়ণ (৫) ও কুইন্টন ডি ককের (২) আউট হওয়া খানিকটা চিন্তা বাড়ালেও সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রাহানে ও বরুণ চক্রবর্তীর জায়গায় ইমপ্যাক্ট ব্যাটার হিসাবে নামা অঙ্গকৃশ। টসে হারের ফলে নিজের পছন্দ-অপছন্দের জায়গা ছিল না রাহানের। তাঁর নাকি পরিকল্পনাই ছিল বোলিং নেওয়ার। কিন্তু সবটাই বুমেরাং হল শেষপর্যন্ত। চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ বেরিয়ে গেলেও পাঞ্জাবে এসে আটক কেকেআর।

হর্ষিত রানা চতুর্থ ওভারে বল করতে এসেই উইকেটে সবে জমে যাওয়া প্রিয়াংশ (১২ বলে ২২) এবং শ্রেয়স আইয়ারকে (০) ফিরিয়ে ম্যাচ নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নেন। দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ডাগআউটে রওনা হওয়ার সময়ে প্রবল হাততালি দিতে দেখা গেল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট গ্যালারিকে। যার পাল্টা তাঁরা পেলেন ম্যাচের শেষে। পরের ওভারেই প্রভসিমরান সিংকেও (১৫ বলে ৩০) সাজঘরের রাস্তা দেখান হর্ষিত। তিনজনেরই ক্যাচ নিলেন স্থানীয় রামনদীপ। প্রভসিমরান আউট হতেই সূর্যাংশ শেরগেকে (৪) ইমপ্যাক্ট ব্যাটার হিসাবে নিয়ে আসে পাঞ্জাব। যদিও তিনি কোনও ইমপ্যাক্টই রাখতে পারেননি। মার্কাস স্টোয়িনিসের জায়গায় এবারই প্রথম আইপিএলে অভিষেককারী জস ইনগ্লিসকে (২) তুলে নেন বরুণ (২১/২)। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৭) আউট হতেই

চার উইকেট নিয়ে যুযবেন্দ্র চাহাল দাপট দেখালেন মুল্লানপুরে।

ল্যাজ বেরিয়ে পড়ে পাঞ্জাবের। ম্যাক্সওয়েল আর সেই ম্যাক্সওয়েল নেই। বরুণের গুড লেংথে ফেলা বল তাঁর ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক দিয়ে উইকেট ভেঙে দেয়। এত উইকেট প্রাপ্তির মধ্যে শেষদিকটা নিজের জন্য রেখে দিয়েছিলেন নারায়ণ (১৪/২)। পরপর নিলেন জানসেন (১) ও সূর্যাংশকে। এদিন কেকেআরের হয়ে অভিষেক হয় আনরিচ নর্তজের। তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করলেও ব্যাটাররা ডুবিয়ে দিল নাইটদের।

নারায়ণকে আউট করার পর মার্কো জানসেনকে অভিনন্দন ম্যাক্সওয়েলের।

পাঞ্জাব কিংসের জয়ের নায়ক যুযবেন্দ্র চাহালকে আলিঙ্গন প্রীতি জিন্টার।

ব্যাটিং ব্যর্থতাতেই হার : রাহানে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুল্লানপুর, ১৫ এপ্রিল : হারের অজুহাত দিতে চান না বরং অন্তর্তদন্ত করতে চান আজিঙ্কা রাহানে। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে দৃশ্যতই বিমর্ষ দেখায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ককে। পরিষ্কার বলেছেন, 'বোলাররা নিজেদের কাজ করেছিল। কিন্তু ব্যাটাররা ব্যর্থ। এখন কেন এই ব্যর্থতা সেটা খুঁজে দেখতে হবে। এত কম রানে প্রতিপক্ষকে আটকে দিয়েও আমরা পারলাম না। এমন নয় যে পাঞ্জাব কিংস দারুণ বোলিং করেছে। আমরা ব্যাট করতে পারিনি। অধিনায়ক হিসেবে এই হারের দায় আমিই নিচ্ছি।' আগের ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে কম রানে বেঁধে রাখার পর বড় জয়। এদিনও একইভাবে পাঞ্জাবকে ১১১ রানে গুটিয়ে ফেলার পর কি খানিক আত্মতুষ্টি কাজ করেছে? রাহানের উত্তর, 'না, না, আত্মতুষ্টির কোনও জায়গাই নেই। সকলেই অভিজ্ঞ, জানে নিজের কাজ। আসলে এককেটা দিন এই রকম হয়। এটাকে খারাপ দিন বলা যেতে পারে।' তিনি আউট হওয়ার সময়ে কেন রিভিউ নিলেন না, তার ব্যাখ্যাও দেন, 'নেওয়া উচিত ছিল হয়তো। কিন্তু উলটোদিকে থাকা ব্যাটারের উপরেও খানিকটা নির্ভর করে। নিজে তো সবসময় বোঝা যায় না। কিন্তু কোনও সংকেত না পাওয়ায় আর নিলাম না। এখন মনে হচ্ছে নিলে ভালোই হত।' আপাতত যাবতীয় ভুল শোধরানোর লক্ষ্য নিয়েই কলকাতায় ফিরে চললেন রাহানেরা।

ক্রিকেট আঁকড়ে বেঁচে থাকা এক ট্যাক্সিচালক

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

চণ্ডীগড়, ১৫ এপ্রিল : 'এমনিই কালকা-তে পৌঁছে দেব। কোনও টাকা লাগবে না।'

সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ভদ্রলোক এসব বলছেন দেখে খানিকটা অবাকই লাগে। কেন বিনা পারিশ্রমিকে একজন ট্যাক্সিচালক হঠাৎ চণ্ডীগড় থেকে কালকা পৌঁছে দিতে চাইছেন? প্রশ্নটা করেই ফেলতে হল। যা শুনলাম তাতে অবাক না হলেও বুঝলাম, খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে নেই। সে চণ্ডীগড়ের অখ্যাত ক্রিকেটার-ট্যাক্সিচালকের ভালোবাসাই হোক কী মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের পাগলামি। রাজকুমার উত্তর দিলেন, 'ম্যাডামজি জুনুন হ্যায়। ক্রিকেট কো জিয়া হ্যায় ম্যায়নে। আপনারা ক্রিকেটের লোক। মানে আমার নিজের লোক। তাই আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না।' কৌতূহল বাড়ে, সঙ্গে প্রায় শুনসান চণ্ডীগড়ের রাস্তায় বাড়ে কথাও।

একটা সময়ে ক্রিকেট খেলতেন স্থানীয় ব্রহ্মা ক্লাবে। স্মৃতির পাতা হাতড়ে বলেছেন, 'আমাদের ক্লাবে একটা সময়ে যোগরাজ সিং কোচিং করাতেন। সেই সময় যুবরাজও আসত মাঝে মাঝে। ও তখন খুব ছোট। ঘুম থেকে উঠে আসতে চাইত না। যোগরাজ স্যর আমাদের পাঠাতেন ওকে নিয়ে আসতে। বলে দিতেন, আমি এখানে আছি এটা ওকে বলবে না। তাহলে যুবরাজ আসবে না।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে হয়, তাঁর সময়ে খেলা নামী ক্রিকেটার কে বা কারা? কাদের সঙ্গে খেলেছেন? এক মুহূর্তও সময় নেন না ভাবতে। উত্তর আসে, 'চেতন শর্মা। তখন আমরা বড় ম্যাচগুলো মূলত সেক্টর ১৬-এর মাঠে খেলতাম। কপিল দেবও আসতেন। তখন এই মুল্লানপুরের স্টেডিয়াম দূরের কথা, পিসিএ সবে তৈরি হচ্ছে।' বলতে থাকেন, 'ক্রিকেট খেলা আর ক্লাবকে এত ভালোবাসতাম, সেসময় নিজের কথাও ভাবিনি জানেন। কানাড়া ব্যাংকে চাকরি পেয়েছিলাম। খেলার জন্য অফিস ছাড়ত না বলে চাকরিই ছেড়ে দিলাম।'

কিন্তু সবার ভবিষ্যৎ মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো নাই হতে পারে। যে আবেগ দিয়ে তিনি ক্রিকেটকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন, ক্রিকেট তাঁকে সেই প্রতিদান দিল না বলেই আজ ক্যাব ড্রাইভার হয়ে রাতের অন্ধকারে এক সাংবাদিককে হোটেলে পৌঁছে দিতে হয় তাঁকে। ক্লাব বন্ধ হয়ে গেল আর্থিক সমস্যায়। হয়তো চেষ্টা ছিল, সেই প্রতিভা ছিল না। বা প্রতিভা ছিল, এগিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল। বিস্তারে সেসব বলার আগ্রহও হয়তো হারিয়েছেন। তবু ক্রিকেটকে পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। ভাইপো কার্তিককে ক্রিকেটার বানানোর চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টা সফল হলে হয়তো অনেক কষ্ট লাঘব হবে। হয়তো সেদিন সারাদিনই মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে ট্যাক্সি চড়িয়ে ঘোরাতে চাইবেন রাজকুমার।

নববর্ষে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ তরাই অ্যাথলেটিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : নতুন বছর, নতুন শপথ। বাংলা নববর্ষের প্রথমদিনটি উত্তরবঙ্গের ময়দান কাটাল উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে। সাফল্যের প্রার্থনায় মাঠ-বার পুজো তো হলই, সঙ্গে ছিল পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করানো আর দেদার আড্ডা। উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যেই হল সামাজিক দায়িত্বপালন।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে এদিন বার পুজোয় বসেছিলেন মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমির সাফল্য প্রার্থনায় রীতিমতো সেজেগুজে তাঁরা পুজোয় বসেন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফেও বারপুজো করা হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে। তাদের সঙ্গে পুজোয় শামিল হয়েছিল শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি, শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থা। পুজো শেষে ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা বলেছেন, 'সারা বছর আমাদের ক্রীড়া সংক্রান্ত কর্মসূচি থাকে। সচিব কুন্তল গোস্বামী ও বিভাগীয় সচিব ছাড়াও খেলোয়াড়-শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে আমরা পুজোয় সাফল্যের প্রার্থনা করি।'

নববর্ষের সকালে মাঠ পুজোর পর সাফল্যের প্রার্থনায় তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে মাঠ পুজো করে তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টার। সেখানে তারা অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষক দেবকুমার দে, নিখিল মুহুরি, কৌশিক মিত্র, মনা মজুমদারদের দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে টি-শার্ট তুলে দেন। কোচিং সেন্টারের প্রশিক্ষক কার্তিক পাল বলেছেন, 'আমরা অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ছাড়াও মাঠে হাঁটতে আসা ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করি। ১২২ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান আমাদের এখানে।'

পুজোয় বসলেন মেয়র-ডেপুটি মেয়রও

উত্তরবঙ্গ অ্যাথলেটিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রসেনজিৎ সরকার, দিবাকর রায়, রিয়া রায়, দিয়া রায়, সমাপ্তি পোদ্দার, অপর্ণা হাওলাদার, মুন বর্মন, নির্জলা শর্মা ও পুপলু মালাকার আসন্ন রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে নামার ছাড়পত্র পেয়েছে। কলকাতায় অনুষ্ঠেয় মে-জুন মাসের প্রতিযোগিতার আগে উৎসাহ বাড়াতে কাওয়াখালি মাঠে মঙ্গলবার তাদের হাতে ফাউন্ডেশনের তরফে উপহার তুলে দেওয়া হয়। সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে বিবেকানন্দ ক্লাব মর্নিং সকার পুজোর পর তাদের ফুটবলার ও কোচদের জার্সি-বুট তুলে দিয়েছে। এছাড়া তাদের অনূর্ধ্ব-১২, ১৫ ও ১৮ বয়স বিভাগের ফুটবল দলের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বলে নিলয় চক্রবর্তী, শুভঙ্কর দাম জানিয়েছেন।

দেশবন্ধু তরাই মর্নিং ফুটবল ক্যাম্পের তরফেও নববর্ষের সকালে বার পুজো আয়োজন করা হয়েছিল।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে চলছে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার পুজো।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

01.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81K 82319 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। ডিয়ার লটারি বয়স বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই অবিশ্বাস্য সুযোগটি নিয়ে এসেছে। আমি সকলকে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে কোটিপতি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা পার্থজিৎ মাহাতো - কে

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. The finance scheme is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. **Terms and Conditions apply.

Authorized Dealers: Kolkata: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Alipurduar:** Dutta Hero - 9289923146, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles - 7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422.